দাদা।

পল্লী-সংস্কার মূলক

সামাজিক গীতি-নাট্য।

শ্রীবিধুভূষণ বসু কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগোবিন্দ প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

২৩।১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৯২৫।

মূল্য ১৲ টাকা।

নিবেদন

অনেক বাধা বিপত্তি এড়াইয়া "দাদা" প্রকাশিত হইল। "ব্রহ্মচারিণী" ও প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাণ কালে ভীমার্জ্জুন, রামলক্ষ্মণ, সীতা সাবিত্রী, সুভদ্রা-দময়ন্তীর চিত্র লইয়া পল্লী-গৃহস্থের নাট মন্দিরে যাত্রা গান হইত, তাতে লোকে সমাজ তত্ত্ব, ধর্ম্ম তত্ত্ব পিতৃভক্তি ত্যাগধর্ম্ম শিখিত। এক্ষণেও যাত্রা গান সংস্কৃত হইয়া, নৃত্যগীতের পরিপাট্যপূর্ণ হইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতেছে, কিন্তু শিখিবার বুঝিবার,—চিত্তকে একটু উচ্চতার দিকে লইয়া যাইবার মত উপাদান তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এটা যেন বাঙ্গালীর বড় দুর্ভাগ্য! সকল বিষয়েই কেবল সাজের চটক, বিলাসের আড়ম্বর!

বাংলার পল্লী শ্মশান হইয়া যাইতেছে। সহরে বসিয়া নেতারা দেশ উদ্ধারের চিন্তা করিতেছেন। পল্লী না জাগিলে যে বাংলার উদ্ধার হইতে পারে না। পল্লীবাসীকে কাজের দিকে টানিয়া আনিতে না পারিলে, দেশোদ্ধার কথাটা যে আকাশ-কুসুম। লেখক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, পল্লীবাসী "দাদার" কথা বড় প্রাণ দিয়া শুনে। প্রতি পল্লীতে "দাদার" কথা শুনাইবার আকাঙ্খায় এই রুগ্ন অকর্ম্মণ্য দেহে লেখক দাদা প্রকাশিত করিল। বোধ হয়, এই "দাদাই" আমার বঙ্গজননীর পায়ে শেষ বিল্বাঞ্জলি। এই নাটকের অর্জ্জিত অর্থ আমার "পল্লীমঙ্গল" পাঠশালে ব্যয়িত হইবে, ইহাই আমার ইচ্ছা।

অন্ধ-প্রায় লেখক, ক্ষীণদৃষ্টি, ভালরূপ মুদ্রণ-প্রমাদ লক্ষ্য করিতে পারে নাই। বহু ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

১লা ভাদ্র ১৩৩২
পল্লীমঙ্গল পাঠশালা, বিষ্ণুপুর

শ্রীবিধুভূষণ বসু

উৎসর্গ।

অন্নবস্ত্র-হারা, রোগ-শোকে জীর্ণ, সহরের শোষনে নিপীড়িত, কুটীরবাসী পল্লী-জননীর সন্তান,—যারা মাতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় পল্লীর বুক আঁকুড়িয়া এখনও পল্লীর প্রাণ-স্পন্দন রক্ষা করিতেছেন, আমার সেই সকল সভ্যতা-সম্পদে উপেক্ষিত ভ্রাতৃগণের করেই "দাদা" উৎসর্গ করিলাম।

২রা ভাদ্র ১৩৩২
বিষ্ণুপুর পল্লীমঙ্গল পাঠশালা।

শ্রীবিধুভূষণ বসু

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মহেশ	...	...	ভ্রাতৃ বৎসল গৃহস্থ।
গণেশ	...	...	মহেশের মেঝ ভাই, নব্য শিক্ষিত।
পরেশ	...	...	মহেশের ছোট ভাই।
হরিদাস	...	...	মহেশের পুত্র।
খ্যাপা	...	...	ভোলানাথ নামে একজন ব্রহ্মচারী।
রমাকান্ত	..	...	জমিদার।
সরোজকান্ত	...	...	রমাকান্তের পুত্র।
কানাইপাল	...	...	গ্রাম্য টর্ণি মুহুরী।
পরাণ মণ্ডল	...	...	কৃষক গৃহস্থ।
জীবন দাস	...	...	ঐ।
বিশ্বনাথ	...	...	পুরোহিত ব্রাহ্মণ।

ম্যাজিষ্ট্রেট, দারোগা, চাপরাশী, কনেষ্টবল,
রাখাল, গাড়োয়ান ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দয়া	...	...	মহেশের স্ত্রী।
পরিমল	...	...	গণেশের স্ত্রী।
রাধা	..	...	ভক্তিমতী বৈষ্ণবী।
বিনোদা	...	...	পরিমলের ঝি।
বেদে রমণী			

দাদা।

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

গ্রাম্য ধনবান রমাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে রমাকান্ত বাবু
গ্রাম্য পাটোয়ারী মুহুরী কানাই পালের সঙ্গে
আলাপ করিতেছিলেন।

রমা। মহেশ চক্রবর্ত্তীকে দমন করা বিশেষ প্রয়োজনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব বেড়ে উঠেছে লোকটা। গোবিন্দ কবিরাজের ব্যাটা, মহেশ চক্রবর্ত্তী চৌদ্দ পুরুষে পচা বংশজ, সেও হলো এখন বড়বাবু। ব্যাটা আট টাকা মাইনের দপ্তরী হতে গিয়ে, এখন মস্ত নায়েব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কানাই। একবারে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। বাড়ীতে মণ্ডপ নাকারী উঠেছে! আসছে বছর থেকে বোধহয় পূজা হবে। আরও ভাইটা বি, এ, পাশ করেছে।

রমা। সুধু বি, এ পাশ করেছে, এই সেদিন তার বিয়ে হয়ে গেল না? কল্‌কাতার কোন্ বড় মানুষের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে, তার সঙ্গে দান সামগ্রী সোনা রূপা ঘড়ি চেন কত কি।

কানাই। তাইত, শুনেছিলাম ঐ মেয়ের সঙ্গে আমাদের বড় বাবু সরোজ কান্তেরই সম্বন্ধের কথা হচ্ছিল।

রমা। তবে বল্‌ছি কি, ব্যাটা আমার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে নিজের ভাইটার সঙ্গে সম্বন্ধটা পাকা করে ফেল্লে, এটা কি তার উচিত হয়েছে, আমার সঙ্গে দিতে চায় আড়ি? আর মেয়ের বাবাটাও আহম্মক কম নয়, সুধু বি এ পাশ দেখেই ভুলে গেল, ভিতরের সংস্থানটা — দেখলে না। ব্যাটারাত হাবাতের বাচ্চা। পরের দুয়ারে খেটে না খেলেত ভাত যোটেনা। আমার সরোজকে ত আর ভাত কাপড়ের জন্য পরের দোরে যেতে হ'বে না। তা একটা আধটা পাশ কর্ত্তে নাইবা পেরেছে।

কানাই। সুধু তা নয় বড় বাবু, মহেশ চক্রবর্ত্তীকে আপনি সহজ লোক মনে করবেন না। লোকে বলে ভারি নিষ্টে কাষ্টা লোক, ওর ভিতর বিষের হাড়ি লুকান। লোকটা আসল সয়তান, নিশ্চয়ই আপনার সরোজের বিরুদ্ধে অনেক কথা লাগিয়েছে। লেখা পড়া জানে না, নেশা টেসা করে, অমন কত কি বলে মেয়েওয়ালার মন ভার করে দিয়েছে! যা'ক আমরা গরীব মানুষ, অত কথায় কাজই বা কি,

রমা। মহেশ চক্রবর্ত্তী এত বড় ধনী লোক না কি?

কানাই। তা আমাদের চেয়ে ধনী বই কি, দু পাঁচ ঘর রায়ত প্রজা আছে, আজকাল আবার চাষা মহলে বেশ লগ্নি দেখতে পাই।

রমা। আবার দেনদারও ত আছে। এইত সেবার আমার কাছ থেকে একশত টাকা ধার নিয়েছিল, এখনও শোধ কর্ত্তে পারে নি। শুনেছি মহেশ এখন আরও অনেকের দেনদার আছে। পরের কাছ থেকে টাকা ধার করে, চাষাদের ধার দেয়। তাই চাষা লোক গুল ওর অত বাধ্য হয়ে পড়েছে।

কানাই। সে দুঃখের কথা আর বলিনা বড় বাবু। গাঁয়ের চাষাদের দুট দশটা টাকা ধার দিয়ে কিছু করে খেতুম, মহেশ সে পথ

বন্ধ করেছে। ওর ভাই পরেশ কি একটা ফন্দি করে, সরকার থেকে টাকা এনে চাষাদের নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলেছে, এখন তারা সেই খান থেকে টাকা ধার নেয়, কেউ আর কাছে ঘেসে না।

রমা। এইত কথায় কথা বেরিয়ে পড়েছে, সাধে কি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। দেখ কানাই বাবু, মহেশকে দমিয়ে দিতে না পারলে এ গায়ে আর পুরাণ মান সম্ভ্রম রেখে চলা যাবে না।

কানাই। বড়ই সৌভাগ্য যে এতদিনে আপনি একথা বুঝতে পেরেছেন।

রমা। বোঝাবুঝি কিছু নয়, মোদ্দা আজ থেকে মহেশের সঙ্গে আমার আড়ি, দেখে নিতে হবে, ব্যাটা কত বড় তালেবর ব্যক্তি!

কানাই। এইত বটে মানুষের কথা; আপনি মনে কল্লে মহেশ চক্রবর্ত্তীকে উচ্ছন্ন দিতে কতক্ষণ!

রমা। এজন্য তোমায় কিছু খাটতে হবে। তুমি যদি আমার সহায় হও, তবে জেন, মহেশকে পথের ফকির কর্ত্তে বেশী দিন আমার লাগবে না

কানাই। আজ্ঞে আমি আপনার খেয়েই মানুষ। আপনার কথা কি অমান্য কোনও দিন করেছি?

রমা। শোন তোমায় যা কর্ত্তে হবে। আগে তার প্রজাদের গিয়ে ছলা দাও, যাতে সহজে খাজানা পত্র না দেয়। খাতকদেরও তেমনি ছলা দিতে হবে। আর মহেশ যাদের দেনদার আছে, তাহাদিগকে বলে কয়ে নালিশ করিয়ে দিতে হবে। মহেশ যে জমিদারের চাকরী করে, তাকে জানিয়ে দিতে হবে, মহেশ তহবিল তছরূপ ক'রে, খুব টাকা লুটে আনছে। এদিকে সমাজ নিয়ে আমি আছি, ওকে এক ঘরে কর্ত্তে হবেই হবে। গ্রামে রটাতে হবে, মহেশের ভাই যার মেয়ে বিয়ে, করেছে সে খৃষ্টান ব্রহ্মজ্ঞানী, প্যাজ মুরগী খায়। কেমন এসব করা উচিত নয়?

কানাই। নিশ্চয়ই উচিত, অবশ্য উচিত। ছোট লোককে কি বাড়তে দিতে হয়। এর সাথে আর একটা কাজ কর্ত্তে হবে। মহেশের সাথে যাতে গণেশের মিলটা না থাকে তার চেষ্টা করা নেহাৎ উচিত। গণেশ না কি দেড়শত টাকা মাইনের একটা চাকরী পেয়েছে!

রমা। এইত, সাধে কি তোমায় বুদ্ধিমান বলি। এটা ত কর্ত্তেই হবে। দেখ কানাই, তুমি কিন্তু আমার ডান হাত। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই তুমি করে দেবে। আর পরেশ ছোড়ারও চাষা মহলে খুব পশার। সে বাবার ব্যবসা ধরেছে, কবিরাজি করে, চাষারা একবারে আজ্ঞাকারী।

কানাই। ওইত কথা, ওর সঙ্গে আর একটা ভবঘুরে খ্যাপা গোঁসাই জুটে গেছে, দিন দিন তাদের আড্ডা ভারি হচ্ছে।

রমা। ওদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে হবে। রটিয়ে দিতে হবে, ওরা রাজদ্রোহী, গোপনে সরকারের রাজত্বটা তুলে দেবার চেষ্টা কচ্ছে।

{ পরেশ সহ সেবাশ্রমের সেবকগণ
গান করিতে করিতে মুষ্টিভিক্ষায় বাহির হইল।

(গীত)

সেবকগণ।

জয় শিব শুদ্ধ সত্য নারায়ণ।
জ্ঞান-গুণ-রাশি অনন্দ আদি-করণ ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ জগৎ ভাসন,
সিন্ধু সরিৎ হ্রদ বারি বহ্নি পবন।
গিরি তরু নির্ঝর, বিশ্ব মনোহর
ত্বং হি পরমেশ সর্ব্বভূত ভাবন ॥

রমা। এইত বাবাজির দল কুত কাওয়াজ কর্ত্তে এসে উপস্থিত।

পরেশ। আজ্ঞে, আজ রবিবার, আমাদের ভিক্ষার দিন, কিছু ভিক্ষার জন্য এসেছি।

রমা। কাজত ভালই কচ্ছ, দশ দোর থেকে ভিক্ষা শিক্ষা করে নিয়ে গোঁসাই বাবজি আখড়া বাড়ী খুব জমিয়ে রেখেছেন! নাম করবার এ একটা বেশ ফন্দি বটে। চাচার আম দুধ, আমার সেলাম! মাঝে মাঝে শুনেছি সুবল বৈরাগীর আখড়া বাড়ীতে রাধা বোষ্টমীর দোরেই খুব আখড়া জমে ওঠে।

পরেশ। মাপ করবেন বড় বাবু, সাধু খ্যাপা গোঁসাইকে বিদ্রূপ কথা বলবেন না। জানেনত, এই সেদিনকার কলেরার মহামারীতে গোঁসাই ঠাকুর কি কাজটাই করেছিলেন! তিনি না থাকলে চাষা পাড়াত উজাড় হয়েই যেত। নিজে একলা ঘাড়ে করে মড়া শ্মশানে নিয়ে দাহ করেছেন।

কানাই। তা বটে, তা বটে, অমন দু একটা বুজুরকি না থাকলেই বা লোকে মানবে কেন?

রমা। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি পরেশ, তোমার বড় দাদা শুদ্ধ বামন, ত্রিসন্ধ্যা করেন. তোমার মেজদাদাত সাহেব হয়ে গেলেন, আর তুমিত খ্যাপা গোঁসাইয়ের আখড়ায় ভেক ধারী বাবাজি। তিন ভাই ধরলে তিন ধারা, এযে দেখছি ত্রিবেনীর ত্রি-ধারায় প্রয়াগ তীর্থ হয়ে যাবে।

কানাই। ত্রয়োস্পর্শ জুটে গেল আর কি?

পরেশ। ব্যঙ্গ করে আর কি ফল! এই সাত দিনের সাত মুষ্টি চাল দয়া করে দিন, আমরা চলে যাই।

রমা। ওরে দিয়ে দে এদের দুটো চাল! মোদ্দা আর এসোনা, আমার এ সব ভাল লাগেনা। যত জ্যাঠামি আর কি? কানাই, আমি

আসি ভিতর থেকে, তুমি বোস। না হয়, ওবেলায় একবার এসো। (প্রস্থান)

কানাই। বেশ তোমরা গাইতে জান, আর একটা গান করনা শুনি।

(গীত)

সেবকগণ।

ছোট বড় ভেবে কেবল আপনারে করা ছোট।
ছোট বলে ফেলবে যারে, তার কাছে হবে খাটো॥
করম-সুতে কাল-তরু-ডালে জীব সদা দোলে,
হাওয়া ভরে টুপ, টুপাটুপ, ঝরছে ভূতলে,
হালকা বোটো ভার জমিলে অমনি ধুলায় লোট॥
হালকা যত করবে আপন বুক, দুলতে তত সুখ,
ঝড় বাতাসে দুল দুলাদুল খে'লতে কি কৌতুক।
বাড়লে ওজন ঘটবে পতন উচু মাথা হবে হেট॥

কানাই। বেশ, বেশ! সুন্দর গান! বোধহয় সেই খ্যাপা বাবাজির রচা গান! কি আধ্যাত্মিক ভাব! কেউ বড় হয়োনা, সব ছোট হয়ে থাক, বড় হয়েছ কি মরেছ। কিনা নলিনী দলগত জলবৎ! কি ভাব! বোঝে কে? ছোট বাবু! তুমি দেখছি দেশ পাগল করে দেবে,

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। কি কানাই দা পাগল হয়ে উঠলে না কি? বোষ্টম পাড়ার দিকে গিয়েছিলে না কি? পরেশ দার দলে গায় ভাল! জান পরেশ দা! একটা কথা শোনত! তোমায় মাঝে মাঝে রাধা বোষ্টমীর ঘরের কানাচে উকি মারতে দেখা যায় কেন?

পরেশ। তা দেখতে পার। রাধা যখন সন্ধ্যা কালে ঠাকুর আরতি করে, তা দেখতে আমি বড় ভাল বাসি। সময় পেলেই দেখতে যাই।

সরোজ। তোমরা না কি মেয়ে মানুষের ছায়া মাড়াও না। তবে রাধার বাড়ী ঘোর যে।

পরেশ। আমি রাধাকে দেখতে যাই না, তার ভক্তি দেখতে যাই। সে তার প্রেমের ঠাকুরকে সত্যিকার প্রেম দিয়ে আরতি করে, তখন তার বুক বেয়ে ধারা পড়ে, একদিন দেখে এসো, তোমারও চকে ধারা ছুটবে।

(সেবকগণ সহ প্রস্থান)

সরোজ। তারপর কানাই দা! পরেশের কথাই ঠিক, চকের ধারাই ছুটেছে, এখন তোমার দয়া। তুমি এমন অকর্ম্মা তাত জানতাম না।

কানাই। কি করি বড় বাবু, একটু সবুর করো, ছুড়িটার খুব ন্যাকামি আছে।

সরোজ। পারবেত?

কানাই। নিশ্চয়ই! শিবের অসাধ্য হলেও পারব।

সরোজ। আর কত দিনে?

কানাই এই দশ বিশ জোর!

সরোজ। অত সইবে না। আমিত বলছি অত খেসামোদ কি, জবরদস্তি করা যাক।

কানাই। আচ্ছা আর দশটা দিন যেতে দাও, জবর দস্তিতে এসব কায কি সুখের হয়?

সরোজ। তা বোঝ দাদা, মোদ্দা মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

নিয়ে যাও আজ কিছু খরচা। আচ্ছা, তুমি বল্‌ছ টাকা দিলে নেয়, তবে আর সবুর কেন ?

কানাই। আরে নেয়ত, তাতে ন্যাকামি করে, বলে ঠাকুরের ভোগে লাগাব, দাও।

সরোজ। কাল আর একবার যাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)



দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাড়ীর ভিতরে দাওয়ায় বসিয়া মহেশ ও দাড়াইয়া
দয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

মহেশ। আজ আমি কত সুখী! মা ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণ-কারিণী আমার বড় আশাই পূর্ণ করেছেন।

দয়া। মেঝ ঠাকুরপো যেমন পরীক্ষায় পাশ পেয়ে চাকরী পেলেন, ছোট ঠাকুর পোও যদি তেমনি হ'তো!

মহেশ। না বড় বউ, এখন আর আমি সে জন্য দুঃখ করি না। পরেশ পরীক্ষায় পাশ করে বড় না হো'ক, পরেশ প্রকৃত মানুষ হ'বে বলে আমার বিশ্বাস। কি স্বাধীন উচ্চ প্রাণ ওর। জান ত, বাবা চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। ব্রাহ্মণ কবিরাজ ব'লে সমাজে তাকে কত অবজ্ঞা, মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। আবার অসীম সম্মানও ছিল তাঁর দেশে। তিনি টাকার খাতিরে চিকিৎসা কর্ত্তেন না, চিকিৎসার খাতিরে চিকিৎসা কর্ত্তেন। কত দুঃখী দরিদ্র তার চিকিৎসায় প্রাণ পেয়েছে। পরেশ পিতার পথ অনুসরণ করেছে। দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছে!

দয়া। সত্যি, আপন পর জ্ঞান তার নাই। আপনার আরাম বিরামেও লক্ষ্য নাই। কোলের বাড়া ভাত ফেলে পরের বিপদে ছুটে যায়; রোগী পেলে দিন রাত তার সেবায় কেটে গেল, নাওয়া খাওয়া কখনও মনে আসে না, কত কলেরা বসন্তের রোগী ঘাটে, আমার ত ভয় করে।

মহেশ। শোন দয়া, আজ অনেক পুরাণ কথা মনে আস্‌ছে। বাবা যখন মারা গেলেন, তখন বয়স আমার ১৮ বৎসর, গণেশ ৮ বৎসরের আর পরেশ ৪ বৎসরের। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌'ল। নিজে লেখাপড়া ছাড়্‌'লাম, ৮৲ টাকা মাহিনেয় জমিদার সরকারে ঢুক্‌লাম। সকাল আটটায় খেয়ে কাছারী যেতাম, আর রাত আটটায় ফিরতে হ'তো। এর মধ্যে পিপাসা লাগলে এক পয়সার বাতাসা কখনও মুখে দেই নাই। লক্ষ্য ছিল, ভাই দুটীকে মানুষ কর্‌বো। পরেশ একবার পরীক্ষায় ফেল ক'রে স্কুলে ঢুক্‌লো না, গণেশ বি. এ. পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে পাশ করে গেল।

দয়া। ব্রহ্মচারী খ্যাপা গোঁসাই দেশে এসেই তাকে এমন ধারা সন্ন্যাসী করে দিয়েছেন।

মহেশ। না ছেলে বেলা থেকেই ওর মনটা ঐরকম ধাতুতে গড়া। শোন, ওর ছেলে বেলার একটা কথা। আমি যেবার প্রথম চাকরীর মাহেন পেলাম, সে বার মার জন্য এক খানা কাপড় আর ওদের দু'ভাইয়ের জন্য দুটী জামা কিনে আন্‌লাম। পরেশ জামাটী পেয়ে বল্লে দাদা, শঙ্কর দাদার কাপড় কই, তার যে কাপড় ছিঁড়ে গেছে, আমার ত জামা ছিল। শঙ্কর ছিল তখন আমাদের বাড়ীর চাকর, খাওয়া পরার আবদার ওকে আমি কখনই কর্ত্তে দেখি নাই।

দয়া। আমি সব জানি, ৭ বছরের ছেলে যখন পরেশ তখন ত আমি এসেছি। আমাকে পেয়ে তার কি আনন্দ! পর বছরই, মা মারা গেলেন, পরেশ ত কেঁদে আকুল। তার কান্না দেখে আমি নিজে আর কাঁদতে পাল্লাম না, ওকে কোলে নিয়ে বল্লাম, ঠাকুর পো, মা কি কারু চিরকাল থাকে? আমিই তোমার মা! সেই থেকে আমাকেই যেন তার মা' বলে বিশ্বাস। এই আঠার বছরের ছেলে, এখনও সেই শিশুটীর মতন আমার উপর আবদার করে। কিন্তু এই যে কি খোট্‌ ধরেছে, বল্লে

বিয়ে করবো না।

মহেশ। ওর জন্য বাড়াবাড়ি কর্‌বার দরকার নাই। সত্যিই যদি ও বিয়ে কর্ত্তে রাজি না হয়, তবে আমিও ওকে বিয়ে কর্ত্তে জবর দস্তি করবো না।

দয়া। তোমার এ কেমন মত? বিয়ে কর্‌বে না, ঘর সংসার কর্‌বে না, এমনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, এটা বুঝি ভাল।

মহেশ। বিয়ে না করলে, আপনার স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার না পাতালে বুঝি ঘর সংসার করা হলোই না। এর চেয়ে বড় রকমের ঘর সংসার আছে। ভায়া পরেশ যদি জগৎকে ভালবেসে, জগৎ জুড়ে ঘর সংসার পাতাতে পারে, সে বড় গৌরবের। আমরা যে রূপ নিরন্ন পরাধীন পতিত জাতি, তাতে এমনি উচ্চপ্রাণ বহু যুবকের অবিবাহিত থেকে, সমাজের ও স্বজাতির মঙ্গল চিন্তা করাই প্রয়োজন।

দয়া। কি জানি, আমরা অত বুঝি না। আমার ত বড় সাধ, ছোট যা'দের নিয়ে সংসার করবো। মেঝ ঠাকুর পো সহরের বড় মানুষের মেয়ে বিয়ে কল্লেন, নিজে হলেন সহরের চাকুরে, মেঝ বউকে নিয়ে ত আর আমার সংসার করা চল্‌বে না। হ্যা, সত্যি মেঝ ঠাকুর পো এবারই কি মেঝ বউকে সহরে নিয়ে যাবে?

মহেশ। না না, সে কি আর এখন হয়। দু' চার বছর থাক, তর পর যা হয় করা যাবে। আমি ও এই ষোল বছর বিদেশে চাকরী কচ্ছি, কথন কি তুমি আমার বাসা দেখ্‌তে পেয়েছ; শোন দয় আমারও কয়টী সাধ আছে, আজ বলে ফেলি। আগে দেনাগুলি শোধ কর্ত্তে হ'বে, সামান্য দেনা হাজার দেড়েক টাকা। তার পর প্রত্তি বৎস বাবা আর মায়ের মৃত্যু তিথিতে এক এক বার সামাজিকদের পাতে দুটী ভাত দিতে হবে। আর বৎরান্তর একবার মা দশভুজাকে ঘরে এনে,

পিতৃপুরী যদি পবিত্র কর্ত্তে পারি, তবে জীবনে আমার কোন আশাই অপূর্ণ থাক্‌লো না। ঠাকুর দাদার আমলে এ বাড়ীতে পূজা হ'তো শুনেছি, বাবার বড় ইচ্ছা ছিল, পূজা কর্‌বার! শারদীয়া উৎসবের মতন উৎসব হিন্দুর আর নাই।

(খ্যাপা গোঁসাই গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।)

খ্যাপা। (গীত) মা তোর মায়াকে নে ডেকে!
খেলা দিয়ে ভুলাইয়ে আমায় ফেল্‌ছে পাকে॥

মহেশ। এসো দাদা! এসো!

খ্যাপা। (গীত) মায়ার ধোকা বানিয়ে বোকা ফেল্‌ছে রিপুর মুখে।
মায়া বেটী হেসে কুটি, বিপুর রোখা দেখে॥

মহেশ। আজ যে গানের ফোয়ারা ছুটে গেল। বসে নাও দাদা!

খ্যাপা। তোমার শুন্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না, আমার গাইতে বড় ভাল লাগছে।

(গীত)

বিষম খেলা খেলছে মায়া আশার নেশা দিয়ে
নেশা একবার ছুট্‌লে আমার মাতায় পিছে পিছে থাকে।
পাগল বড় ভয় পেয়ে মা, মা মা বলে ডাকে।
(তোর) মায়ার ডুরি কাট্‌তে আমার রক্ত উঠছে মুখে।

মহেশ। আজ আমার বড় আনন্দের দিন, তুমি ত সদানন্দ, তোমায় পেয়ে আমার আনন্দ আজ আরও বেড়ে গেল!

খ্যাপা। তাই ত স্বধু মুখে আনন্দ! বি. এ পাশ ভাইয়ের হয়েছে চাকরী, দুট চার্‌টে মিষ্টান্ন ছড়াতে হয়, মিষ্টান্নমেতরে জন্য! কি বল বউ মা!

দয়া। (প্রণাম করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন)

খ্যাপা। আর এক দিন তোমার বড় আনন্দ হয়েছিল ভায়া, যে দিন গণেশ কল্‌কাতা থেকে সোণায় ঢাকা পরীর মতন বউটী এনে ঘর আলো করেছিল! আর এই আনন্দ বৃক্ষে ফুল ধরেছিল, যে দিন গণেশের বি. এ পাশের টেলিগ্রাম খানা হাতে পেয়েছিলে।

মহেশ। সত্যি, গোসাই। এই ত আমার আনন্দ? এই দুটী ভাইকে নিয়েই ত সংসারে মাথা দিয়েছি, জীবনের লক্ষ্য ভাই দুটীকে মানুষ কর্‌বো। আজ আমার সেই আশা পূর্ণ হ'তে যাচ্ছে, আমি যে রাজত্ব পেলেও এর চেয়ে সুখী হ'তাম না।

খ্যাপা। তবু একটু দুঃখ রয়ে গেল, পরেশ তোমার মনোমত মানুষ হলো না।

মহেশ। না দাদা, পরেশ মানুষ হ'বে, তাতে আর আমার সন্দেহ নাই। বোধ হয় গণেশের চেয়ে পরেশই মানুষ হ'বে খাটি, সে পেয়েছে খাটি গুরু। তবে দুঃখ একটা, আমাদের মা যদি আর গোটা কতক বছর বেঁচে যেতেন, কত কষ্ট পেয়েছেন, অপগণ্ড আমাদের নিয়ে।

খ্যাপা। হয় ত, ভাগের মা হ'য়ে, তাঁর গঙ্গা পাওয়াই ভার হতো। এখন কি মায়ের আর সে মান আছে? বিশেষ যেই পুত্র বধূ ঘরে আসেন তখন ত মা দাসী হ'য়েই পাড়ন। কেনই বা পড়বেন না। এখন ত আর কেউ শুধু শাঁখা সাড়ী পরা বউ ঘরে আন্‌তে চান না। বউ আসেন গা ভরা সোণা নিয়ে, তার সঙ্গে দু' পাচ হাজার টাকা। এমন দরের বউ কি শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা কর্ত্তে পারেন, না, উনুনের আঁচে বসে ননীর অঙ্গ উনিয়ে ফেল্‌তে পারেন? ঘর নিকেন বাসন মাজা দূরের কথা, স্বামী বেচারীর চাকর বামন রাখ্‌বার শক্তি থাকে ভাল, নইলে আপন মাকে দাসী করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি; আঠার

বিশ বছরের বউ মা লক্ষ্মীর শরীরটা নেহাৎ খারাপই থাকে. ষাট বছরের বুড়ী মার শরীরটা কেন খারাপ থাকবে! আর একটা গান গাই, কি বল ভাই।

(গীত)

দেশের দশা দেখে বুক ফাটে।
বউটী বসে নভেল পড়েন, মাটী কুড়ান থূটে॥
বউ পরেছেন সিল্কের সাড়ী, মতির মালা হীরার চুড়ী,
বাঁধা দিয়ে বাপ বেচারীব সাত পুরুষের ভিটে।
সায়া সেমিজ গাউন জ্যাকেট্ বউ এসেছে এটে।
হাড়ি বেড়ীর ঠন্ ঠনি কি সে রাণীর করে খাটে॥

মাহেশ। তুমি কি দাদা এই আধুনিক সভ্যতাকে একবার কিছু না বল্‌তে চাও। তুমিও ত ইংরেজী শিখে পণ্ডিত হয়েছ।

খ্যাপা। যখন শিক্ষার কোনও পথ নেই, তখন ঐ পথে চলা ছাড়া আর উপায় কি ; তবে ওতে যতটা মানুষ হয়, অমানুষ হয় তার চেয়ে বেশী।

(গীত)

ত্রিশ টাকা রুজি যাহার, তিনশ টাকার নেশা তাহার,
ভাতে মরার সাজে বাহার, চমৎকার ঢং বটে।
ভাতের থালা ঢাকাই থাকে, সাজেই ওজন রটে।
হায় রে আমার সোণার বাংলার কি আছে ললাটে॥

(দয়া দু থালা খাবার লইয়া প্রবেশ করিয়া স্বামী ও অতিথিকে পরিবেশন করিলেন।)

খ্যাপা। (খাইতে বসিয়া) গীত

পাগল বলে বউ মা লক্ষ্মী, তোমায় আমি করছি সাক্ষী,
বউ আছ মা হতে হবে, তাও কি মনে ওঠে।
তখন ছেলের ঘরে পেটের অন্ন জোটে বা না জোটে
হয় ত ছেলের ঘরে খেতে হবে বউএর দাসী খেটে॥

দয়া। কেন ঠাকুর? আমরা কি শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা করি না!

খ্যাপা। যা করেছ তোমরা করেছ। তোমরা যে শাখা শাড়ী মাত্র নিয়ে বাপের বাড়ী থেকে এসেছ, তুমি গরব করবে কি নিয়ে। তুমি কোনও দিন বাবুর বিবি হয়ে বাসায় বাসও করনি, তোলা জলে নেয়ে বামনের রান্না খেয়ে কবিতা লিখতেও শেখ নি। হাল আইনের কি জান্‌বে মা। বাঃ! বড় ভাল লেগেছে ত এই নাড়ুগুলি! এই পেটুক কাঙ্গালটাকে শাকের ভুঁই দেখালে মা! দেখ ভাই, মহেশ বাবু, আমার একটা বিশেষ গুণ, আমায় খেতে ডাক্‌লে আমি এক বারও না বলি না। কি বল? সে দিন মুখুয্যে বাড়ী যেতে রমাকান্ত একটু জলযোগ কর্ত্তে বল্লেন। দিলেন দুটী সন্দেশ আর দুটী রসগোল্লা। আমি ত আঁতকে গেলাম। মিছি মিছি উদর টাকে খেপিয়ে নেব? লজ্জা জিনিষটা ত গীতার সূত্র পড়েই ছেড়ে দিয়েছি, বল্লাম চারটে চিড়া মুড়ি দাও না, আম কাটালের সময়। তার পর এক থালা কাঠাল। হা মহেশ, রমাকান্ত বাবুর সঙ্গে তোমার যেন খুব আড়াআড়ি বাধবে।

মহেশ। কেন আমি তার কি করেছি;

খ্যাপা। মানুষ সাপের কিছু করে না, তবু তাড়িয়ে আসে কেন;

মহেশ। তা আর কি কর্‌বো। আমি এখন তাকে অত ভয় করি না। আমার ভাই দুটীও মানুষ হয়েছে। তুমি আশীর্ব্বাদ কর দাদা!

খ্যাপা। খুব সুখের ভুল বটে। তোমার দেনাগুলি শোধ করে ফেল।

মহেশ। রমাকান্ত বাবুর কিছু দেনদার আছি বটে।

(পরেশকে তাড়িয়ে গণেশের প্রাবেশ।)

পরেশ। দাদা! দাদা!

মহেশ। কি হয়েছে? ছিছি! এখনও তোরা এমনি মারামারি করিস্?

গণেশ। আপনি পরেশ ছোড়ার মাথাটা খেলেন। আদর দিয়ে দিয়ে একবারে বাড়িয়ে তুলেছেন।

মহেশ। কেন কি হয়েছে?

গণেশ। আমি সেই দুটোর সময়ে ওকে বাজারে পাঠিয়েছি, আমার চা ছিল না, তাই দুপয়সার চা আন্‌তে, আর ও এই ছটা বাজিয়ে ঘরে আস্‌ল।

মহেশ। কেন পরেশ? এত বিলম্ব করলি কেন?

পরেশ। বাজারে একটা লোকের বড় ব্যাম, তাকে নিয়ে একটু বিলম্ব হয়েছে।

গণেশ। শুন্‌লেন পরেশটার বেয়াদবি? আমি পাঠালাম চা আনতে, আমার চা পানের সময় বয়ে যায়, আর ও কিনা কোন বাজারের লোকের ব্যাম দেখতে গেল। বলি, ভাত কাপড় কি তোমার বাজারের লোকে যোগায়?

খ্যাপা। তাইত, মেঝ বাবু যে বড় চটে গেছেন, লোকটা মর্‌তে পড়েছে, তার ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা কর্ত্তে গিয়ে, বাবুর চা পানের সময়টা সরিয়ে দিলে। কি অন্যায়!

গণেশ। দেখ গোঁসাই ঠাকুর, যখন তখন অমন বাড়াবাড়ি কর্ত্তে এসোনা। যার চাল নাই চুলো নাই, তার ওসব সাজে। সবাইত ন্যাড়া নেড়ীর দলে ভিড়তে পারে না।

মহেশ। ছি ছি! গণেশ, কি কচ্ছিস্! ওঁকে চেন না! দেবতার চেয়ে ওঁর উন্নত প্রাণ, এখনই পায় পড়ে ক্ষমা চা।

গণেশ। ও সব আপনি করুন। অমন সাধু সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি আমাদের ভাল লাগেনা। (প্রস্থানে উদ্যত)

খ্যাপা। কেন যাচ্ছ বাবু? দাঁড়াও একটু। শুনলাম তোমার বড় চাকরী হয়েছে। তুমি সুশিক্ষিত যুবা, এখন উপার্জ্জনক্ষম হলে, আমরা দীন দরিদ্র প্রতিবাসী, তোমার কাছে অনেক আশা করি। গণেশ বাবু, প্রত্যহ চায়ের টেবলে বসে, একটীবারও মনে করো, তোমার গ্রামের বন্ধুরা দারুণ গ্রীষ্মে পানা পুকুরের পচা জলে তৃষ্ণা নিবারণ কচ্ছে, সহরের পাকা রাস্তায় হাটতে হাটতে একটু ভেবে দেখো, যেখানে তুমি ভূমিষ্ট হয়েছ, সে খানে সারা বৎসর ম্যালেরিয়ার মহামারি চল্ছে। নগরের সাজ সজ্জা চাক্‌চিক্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে, ভুলে যেওনা এই দীন পল্লী কুটীর গুলির কথা। এখানে সকলে দু'সন্ধ্যা পেট পুরে খেতে পায় না, অনেক কুটীরের বর্ষায় ছাউনি যোটে না। প্রায় অর্দ্ধেক মৃত্যু চিকিৎসার অভাবে ঘটে! বাজারে কার অসুখ রে পরেশ?

পরেশ। মানিক ঝাড়ুদারের কলেরা হয়েছে, আমি দুজন সেবক সেখানে রেখে এসেছি। আপনাকে খবর দিতে যাব ভাবছিলাম।

খ্যাপা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

গণেশ। এই খ্যাপা গোঁসাইত সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল। এখন আবার দেশে এসে ঘর বাড়ী পাতিয়েছে দেখছি।

মহেশ। ওনি বলেন, কর্ম্ম নইলে সন্ন্যাস হয় না। কর্ম্ম লোক সেবা, তাই দেশে এসে সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গণেশ। লোকটা গাঁজা গুলি খায়?

মহেশ। ছি! চিনিস্ না ওঁকে? (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাস্তায় পরাণ মণ্ডল ও কানাই পাল।

কানাই। কোথা যাচ্ছিস পরাণ? ভাল আছিসত?

পরাণ। আজ্ঞে-খুব ভাল না। ছেলেটার আজ ক'দিন গা নরম করেছে। ছোট বাবুর কাছে একটু ওঁষুধ আনতে যাচ্ছি।

কানাই। ছোট বাবু কে? পরেশ চক্রবর্ত্তী?

পরাণ। আজ্ঞে হ্যাঁ! ওরই দৌলতে বেচে আছি। মানুষটী ছোট, কিন্তু কাজে যেন দেবতা। আর বাবাজিত সাক্ষাৎ মহাদেব।

কানাই। তাইত তোদের যে খুব বাগিয়ে নিয়েছে। চাষা লোক কি না, মহেশ চক্রবর্ত্তীর চালাকি বুঝবি কি? পরেশ ত মহেশের ছোট ভাই? তোদের নেলিয়ে খেলিয়ে আপন কাজটা হাসিল করে নিচ্ছে।

পরাণ। কি বলছ মশাই? পরেশ ঠাকুরের নামে কুচ্চ কথা বলো না। পরেশ ঠাকুর আসল ঠাকুর, গরীবের মা বাপ। মহেশ ঠাকুর ও ভাল মানুষ।

কানাই। ভাল পরাণ, এবার তুই ক্ষেত খামার কচ্চিস্ না?

পরাণ। কেন করবো না? ছেলেটার ব্যামো বলেইত আজ ক'দিন মাঠে যেতে পারি না।

কানাই। তোর সেই ভাল জমি বন্দ যে জীবন দাসকে কারকিত কর্ত্তে দেখলাম।

পরাণ। ও জমিত আমার নয়, জীবন দাসের! গেল বছর তার ব্যাম ছিল, চাষ আবাদ কর্ত্তে পারে নাই। তাই আমায় লাগিয়েছিল। এবার সে নিজে চাষ কচ্চে।

কানাই। তুই জমিটা ছেড়ে দিলি? এমন জমি কেউ ছাড়ে? জমিত নয়, যেন লক্ষ্মীর হাঁড়ি। গত বছর কি ধানটাই ফলেছিল।

পরাণ। তা বলে পরের জমিত আর কেড়ে নেওয়া যায় না।

কানাই। কেড়ে নেওয়া কি, জমিতে যে তোর দখলি স্বত্ব জন্মেছে। আইনত জানিস্ না। অমন জমি ছাড়লে ভূমি দেবী যে কুপিতা হবেন। তুই আগে জীবন দাসকে বেদখল কর, তারপর আমি আছি। ঐ জমি যদি তোকে কায়েম করে না দিতে পারি, তবে আমি কায়েতের ছেলে নই। তোকে চিরকাল ভালবাসি তাই বলি, নইলে আমার কি মাথাব্যাথা।

পরাণ। না মুহুরী মশাই, তা হয় না। জীবন দাসের সঙ্গে আমার ধর্ম্ম সম্পর্ক আছে। সে আমার কাকা হয়। বাবার শ্রাদ্ধের সময় এক মন চাল আর এক কাঁদ কাচকলা দিয়েছিল। আর বুক দিয়ে পড়ে কত খেটেছিল। তার ক্ষেতি আমি কর্ত্তে পারি না।

কানাই। ও সব ভাবলে কি আর বিষয়কর্ম্ম চলেরে ব্যাটা? বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা। শাস্ত্রত জানিস্ না। যুধিষ্টির রাজা একশ জ্ঞাতি মেরে রাজত্ব নিয়েছিল, বিভীষণ ভাই হয়ে রাবণকে সবংশে মেরেই রাজ্য ভোগ করেছিল। তা দেখ্ ভেবে, জমিটায় এক গোলা ধান হয়। মোদ্দা ও জমিটা ছেড়ে দিলে লোকে তোকে মন্দ বই ভাল বল্‌বে না। বল্‌বে, পরাণ মণ্ডল নেহাৎ কাপুরুষ, ভয়ে দখলি জমিটা ছেড়ে দিলে। আর তুমি হচ্ছ নমঃশূদ্রে বীর জাতি, জীবন ত হাবা কৈবর্ত্ত!

পরাণ। যে যা বলে বলুক, ধর্ম্মেত কিছু বল্‌বে না। আরও ওর মালেক হচ্ছে মহেশ বাবু। মহেশ বাবু যদিও আমার মুনিব নন্, তবু মুনিব চেয়ে বড়। অমন ভাল মানুষ কি আর হয়। উনি না থাক্‌লে, মুখুয্যে মশাইত চাষা পাড়া এতদিন উজাড় করে দিতেন। আর মানুষ

ছোট বাবু পরেশ! বাক্স পোরা ওষুধ, গরীবকে বাচাতে। ঘর থেকে পয়সা দিয়ে পত্যি কিনে দেয়। বিপদ আপদে পড়্‌লে বুক দিয়ে পড়ে। এ সব লোকের সাথে আড়ি বাধিয়ে শেষে ধনে প্রাণে মারা যাব?

কানাই। তা দেখ ভেবে, উকিল মোক্তারের জন্য তোর ভাবনা ছিল না। মুখের কথায় দশ জন জুটিয়ে দিতে পারি। জানিস ত, হরি নস্করের কত বড় মামলাটা জিতিয়ে দিলাম।

পরাণ। না মশাই, ও সব মামলা মোকদ্দমা থাক। আগে ছেলেটার ব্যামোর একটা পথ করে নি।

কানাই। ছেলের অসুখের জন্য আবার পরেশের কাছে যাবি কেন? আমার কাছে এমন ওষুধ আছে, যা একবার খাইয়ে দিলে, দশ বছরের জ্বর ভাল হয়ে যায়।

পরাণ। তোমার সেই কষা শেকড়? না মশাই, ও হবে না। যে খেয়েছে, সেই ভুগেছে। শাস্ত্রী ওষুধ খেয়ে, দুদিন সবুরে সারে, সেই ভাল?

(প্রস্থান)

কানাই। (স্বগত) চাষা মহলে পরশা ছোড়া কি আশাই গেড়ে নিয়েছে। পশারটা একবারেই মাটী করে দিলে। কোনও ব্যাটা আর কাছে ঘেঁস্‌তে আসে না। এত বড় গ্রামটার ভিতর, না আছে একটা দেওয়ানী, না আছে একটা শান্তিভঙ্গ। সব যেন সাধুর দলে ভিড়ে বসেছে। সর্ব্বনাশ কল্লে ঐ খ্যাপা ভোলা ব্যাটা।

(জীবনের প্রবেশ)

এই যে জীবন যে। ভাল ত?

জীবন। গোঁসাই গায় গতরে এবার ভালই রেখেছেন। তবে বড় টানা টানিতে পড়েছি। গেল বছর চাষ আবাদের সময় আপনি

থাক্‌লাম তিন মাস বিছানা ধরা, দুটো বলদ মারা গেল। অর্দ্ধেক জমিও আবাদ হলো না। ধান যা পাইলাম, তাতে এ'সো জন ব'সো জন নিয়ে এক রকম বছর কেটে যাবে। তবে মুনিবের খাজনা বাকি পড়েছে। বড় বাবু সে দিন নিজে বাড়ী পর্য্যন্ত এসে গেছেন। তাই মশাইএর কাছেই যাচ্ছিলাম। যদি মুখুয্যে ঠাকুরের কাছ থেকে আমায় গোটা পচিশেক টাকা ধার করে দিতে পার। আমি এই মাঘ মাসেই শোধ কর্‌ব, নিদেন ফাল্গুন।

কানাই। জীবন, পরাণ মণ্ডলের সঙ্গে তোর কিছু মন কশাকশি হয়েছে বুঝি!

জীবন। কই না? তেমন কি? সে যে আমার আপন জন; কাকা বলে ডাকে, বাবার চেয়ে বেশী মানে।

কানাই। তোমার খামারের এক খানা জমি গত বছর পরাণকে লাগিয়েছিলে?

জীবন। হা! গেল বছর আমার ব্যাম ছিল কি না?

কানাই। এবার তা তুমি ছাড়িয়ে নিয়েছ?

জীবন। ছাড়িয়ে নেওয়া কি; সে যে নিজেই ছেড়ে দিয়েছে।

কানাই। হুঁ্যা! ছেড়ে দিয়েছে। গেল বছর খুব ধান হয়েছিল?

জীবন। তা হয়েছিল, পরাণ খুব যত্ন করে সময় মত জমিটা তুলে ছিল। নইলে আমার বছরের ধান হতো না।

কানাই। তাইত পরাণের লোভ দাঁড়িয়েছে। সে যেন একটু গোল বাধাবে।

জীবন। বল কি? পরাণের সাথে আমার গোল? চন্দ্র সূর্য্য থাকতে হবে না।

কানাই। তুমি ভাল মানুষ কি না, বংশে ভদ্রলোক। পরাণ

হাজার হলেও নমঃ, চাঁড়াল।

জীবন। আমার এমন বিশ্বাস হয় না। পরাণের সঙ্গে আমার বিবাদ হলে আর রইল কি? সে যাক, তোমায় যা বল্লাম। আমি আট আনা মুহুরিআনা দেব।

কানাই। কি! টাকা? টাকার এত কি দরকার?

জীবন। মুনিবের খাজনা দেব। বড় বাবু সে দিন নিজে এসেছিলেন।

কানাই। তুই মহেশ চক্রবর্ত্তীর প্রজা না?

জীবন। হ্যাঁ! মুনিব আমার বড় ভাল মনুষ। এত গুন টাকা খাজনা বাকি, একটী কড়া কথাও নাই। মেজ বাবুর বিয়েয়, অনেক গুলি টাকা খরচ হয়েছে কি না, তাই তাঁর টাকার টানা টানি, নইলে আমার এ বদ হালে তিনি এবারকার খাজনা চাইতেন না।

কানাই। খাজনার টাকার জন্য আবার টাকা ধার করে কে? যখন পারবে, তখন দেবে।

জীবন। তা কি হয়? মুনিবের খাজনা না দিলে ভাত হয়?

কানাই। দূর মুখ্যু! সাধে তোমাদের চাষা বলে। খাজনা না দিলে না হয় মুনিবে নালিশ কর্‌বে। আদালত করে, কমি জবাব দিয়ে বসলেই হলো। আজ কালকার আইন ত জানিস না।

জীবন। কি বল্‌ছ তুমি? মালেকের খাজনা দেব না, নালিস কলে জবাব দেবো? আমার তেমন মুনিবও নয়, আমি তেমন প্রজাও নই। যাও, তোমার ছলা নিতে চাই না। টাকা ধার না পাই, গোলার ধান বেচে দেব, তার পর খেতে না কুলায়, মুনিবের দুয়ারে গিয়ে পড়বো। (পরাণের পুনঃ প্রবেশ)

পরাণ। খুব ভদ্র লোক দেখছি তুমি! আমার সাথে জীবন

কাকার মন কসাকসি ? আড়ালে থেকে সব শুনে ফেলিছি। এই কর্ত্তে বুঝি পাড়ায় ঢুকেছ ! জীবন কাকা ! ব্যাটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াও। পাঁজি ব্যাটা সয়তান, যে খানে যাবে, শনি ওর পিছে পিছে ঢুক্‌বে। পিতাম্বর কাপালিককে মামলার ছলা দিয়ে তার হাঁড়ি শিকেয় তুলেছে, আবার আমাদের পোঁদে এসে লেগেছে। কত টাকার দরকার তোমার ? আমার কাছে টাকা আছে, আমি দিচ্ছি ! ওগো ভাল মানুষের পো ! এই রাস্তায় রাস্তায় সরে পড়, গাঁয়ে ঢুকেছ কি অপমানী হ'বে। ছুঁচো ব্যাটা কোথাকার !

কানাই। হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! তা' না, তা' না। দেখলাম তোমরা ভাল মানুষ কি না।

পরাণ। ব্যাটা কত বড় বেইমানী ! লজ্জা ব'লে নেই। সে দিন গিয়েছিল, বিশু ঠাকুরের বিয়ের ঘটকালী কর্ত্তে, তা বামণি এমনি ঝ্যাটা পিটাই করেছিল ! না আছে এমন ঘটে নেই। সরে যা ব্যাটা কোটনা কোথাকার।

কানাই। (মৃদু হাস্য করণ।)

জীবন। ছি পরাণ, ভদ্র লোককে অমন বল্‌তে নেই।

পরাণ। ভদ্র লোক ! ও আবার ভদ্র লোক ! কিসের ভদ্র লোক ! মিথ্যাবাদী জোচ্চর কোটনা ! সরে পড় বাবা, পরাণের হাত কিন্তু নিস্‌পিস কচ্ছে। এ বামণীর ঝ্যাটা নয়, চাড়ালের চড়। ইচ্ছে হচ্ছে একটা চড়ে দাঁতগুলি খুলে দেই। পাজি ব্যাটা, ঘর ভাঙ্গা বিভীষণ।

(খ্যাপার প্রবেশ)

(গীত)

খ্যাপা। রঙ্গের দুনিয়ায়, মানুষ চেনা দায়।

মুরত খালি মানুষের বটে, মানুষ সবাই নয়॥

কেউ এসেছে ফুলে ঢাকা মুখটী হাসি ভরা,
জিবটী মিষ্টি মধু মাখা বুকে ঢাকা ছোরা।
ও যে সাপের জ্ঞাতি ভাই, ছুঁলে রক্ষা নাই।
সাপের মাথার মণি দেখে প্রেমিক তাতে হয়॥
চুপটি করে বসেরে ভাই কেউ পেতেছে আড়ি,
লোকে বলে মহা জ্ঞানী বিদ্যা বুদ্ধি ভারি।
একবার শিকার পেলে মুখে, ঝাপটী দেবে রুখে
ও যে বাঘের দাদা সিংহের জ্যাঠা কেবল রুধির চাই॥
সাপের বাঘের কাট্‌তে মায়া মন্ত্র শেখা চাই,
মন্ত্র শিখতে গুরুর পদে মনটী বাঁধ ভাই।
সে যে ওঝার রাজা, কালকেও দেয় সাজা।
পাগল বলে আমার কেবল মায়ের নামে জয়া।

কানাই। প্রাতঃ প্রণাম! আহা! সাক্ষাৎ মহাদেব ঠাকুর!

(পদ ধূলি গ্রহণ)

পরাণ। চরণ ধূলি দাও বাবাজি। গুরুর কৃপায় আমরা সাপ বাঘ চিনেছি। ওগো ভাল মানুষের পো, সরে পড় বাবা। নইলে সাপ হও, নড়ির বাড়ী, বাঘ হও, সড়কির খোচা।

কানাই। হ্যাঁ! হ্যাঁ! জীবন যেও, তোমায় টাকা দিয়ে দেব!

(প্রস্থান)

জীবন। গোঁসাই এ দিকে এলেন কোথা হ'তে? আমি না থাক্‌লে পরাণের হাতে পাল মশাইএর হাড় গুড়ো হয়ে যেত।

খ্যাপা। পরাণ! বোষ্টম পাড়ার রাধা বোষ্টমীকে চিনিস্।

পরাণ। চিনি, সেই পাগলা মেয়েটা, সুবল বৈরাগীর মেয়ে!

যার বাড়ীতে সেই মদনমোহন ঠাকুর ! সুবল ত মারা গিয়েছে, বড় ভাল লোক ছিল, স্বর্গে গেছে !

খ্যাপা। ও পাগলা মেয়ে রাধা কিন্তু আসল রাধা !

জীবন। হ্যাঁ গা, বাবা ঠাকুর, সুবল গোসাই ত বিয়ে সাদি করেনি। মেয়েটা এলো কোথা থেকে।

খ্যাপা। বৃন্দাবনে গিয়েছিল সুবল. সে খানে কুড়িয়ে পেয়েছিল মেয়েটী !

জীবন। মেয়েটাকে কেন বিয়ে সাদি দিয়ে গেল না সুবল গোঁসাই ?

খ্যাপা। ও সব মেয়ের কি বিয়ে হয় রে? ওরা যে দেবতা ! ওদের বিয়ে হয় স্বয়ং ঠাকুরে সাথে !

পরাণ। তা ঠিক, রাধা ঠাকুরাণীকে আমি ঠাকুরের সাথে কথা বলতে শুনেছি। তাই ত আমরা পাগল বলি। বাড়ী বাড়ী গান গায়, মুন্দিরে বাজায় ; রোজ সন্ধ্যায় ঠাকুরের বৈকালী দিয়ে পাড়ার ছেলে ডেকে প্রসাদ বিলিয়ে দেয় ! আচ্ছা ঠাকুর গোঁসাই, এ সব টাকা পয়সা রাধা পায় কোথায় ?

জীবন। ওর দুটো গাই আছে, খুব দুধ হয়, ওনি নিজে মাঠে বসে গরু চরান। পাড়ার সকলে সে দুধ বেটে নিয়ে আসে। বেচলে রোজ ২৲ টাকা হয়। মেয়েটা লক্ষ্মী না, ভগবতী।

খ্যাপা। সে যাই হোক্, ওর বাড়ীতে একটু পাহারায় থাক্‌তে হবে।

পরাণ। কেন গোঁসাই ? ওর উপর কেউ অত্যাচার কর্ত্তে আস্‌বে না কি ?

খ্যাপা। সে যাই হোক্, এখন থেকে একটু হুসিয়ার থাক্‌বে।

পরাণ। সে আর বলতে ? এমন কোনও হারাম জাদা কেউ

যদি থাকে, পরাণের হাতে তার জ্ঞান দিয়ে যেতে হবে। গোঁসাই, ছেলেটার বড় ব্যাম। একটু পায়ের ধুলা দেবেন?

খ্যাপা। আচ্ছা; তোমার ছেলেকে দেখতে যাব। তোমরা যাও, আমি আস্‌ছি।

(পরাণ ও জীবনের প্রস্থান)

"মা তোর মায়াকে নে ডেকে।
খেলা দিয়ে ভুলাইয়ে আমায় ফেলে পাকে॥"

(গাইতে গাইতে খ্যাপার প্রস্থান।)



চতুর্থ দৃশ্য।

(রাধার ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গনে পল্লীবালকগণ কীর্ত্তন গাইতেছিল। রাধা শুনিতেছিল।)

কীর্ত্তন।

প্রাণ সখা হরি, প্রাণ মনোহারী শ্যাম নন্দ দুলাল।
অধরে মধুর হাসি, ফুকারে মোহন বাঁশী প্রেমানন্দ নিত্যগোপাল।
হৃদয় কদম্ব মূলে এস্যো রসরাজ।
প্রেমানন্দ রসময় আনন্দে বিরাজ।
(আমি দেখতে চাই শ্যাম) রাই ভুলান বঙ্কিম ঠাম
প্রাণ জুড়ান পীযষ হাসি (আমি দেখতে চাই শ্যাম।)
আমায় করো না বঞ্চিত।
রুণু ঝুণু নূপুর বাজে নাচ হরি মনো-মাঝে
আমি তোমাতে মোহিত।
(আমায় দেখতে হবে) জীবনের সাধ ও রাঙ্গা পদ,
(আমায় দেখতে হবে) দেখাও চরণ কমল।
"যাহে জাহ্নবী জীবন লভিল॥
যদি বল আমি মন্দ হীন অভাজন,
তবে কেন বলে তোমায় পতিত পাবন॥
(পতিত থাক্‌ব কেন) পতিত-পাবন পদ-পরশে
(পতিত থাক্‌ব কেন।)
ঐ ত বাজে মোহন বাঁশী, ঐ এলো মোর কাল শশী অঙ্গের সৌরভ ছুটিল।
(আর কি থাক্‌তে পারে) আমার হরি আমার ডাকে,
(আর কি থাক্‌তে পারে) সে যে প্রেমেরই পাগল।

সুখে নাচরে তোরা, হরি হরি হরি বলে
সুখে নাচরে তোরা, আজ হরিবোল, হরি পেলো।
হলো জীবন জনম সফল ॥

(কানাই লালের প্রবেশ)

কানাই। আ হা! কি মধুর! কি মধুর! কৃষ্ণনাম কি মধুর! ইচ্ছা করে এই খানে ব'সে কেবল হরি নাম করি, নয়ন মুদে ঐ বাঁকা রূপ ধ্যান করি। পারি না, সংসার পিছে লেগে আছে! কেমন আছ রাধা ঠাকুরাণী!

রাধা। ভালই আছি!

কানাই। আঃ! কি মিষ্টি কথা! প্রাণ শীতল হয়! সাধে কি এত বড় মানুষের ছেলে সরোজ বাবু পাগল হ'য়েছে! ধর্ম্ম! ধর্ম্মে পাগল করেছে তাকে। চেন রাধা, সরোজ বাবুকে।

রাধা। চিনি না? খুব চিনি। সেই খুব সুন্দর পুরুষটা।

কানাই। তার কি ইচ্ছা শুনেছ?

রাধা। বড় মানুষের কতই ইচ্ছে হয়।

কানাই। বড় সৎ ইচ্ছে তাঁর! তোমার ঠাকুর ঘরটা পাকা করে দিতে তার বড় সাধ হয়েছে।

রাধা! কাঙ্গালের ঠাকুর, কুড়েয়েই ভাল থাকেন। দালান কোঠায় তার কি ভাল লাগে?

কানাই। না না, তুমি এতে আপত্তি করো না। ভক্তের ইচ্ছে, তাকে নিরাশ করা কি ভাল। দেখ, সরোজ বাবুর ইচ্ছা আছে তিনি বোষ্টম ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'বেন। তোমাকেই হতে হবে তার গুরু। কি বল রাধা!

রাধা। তাঁকে বলো, এ গুরুর বেত তাঁর পিঠে সইবে না। অন্য গুরু খুঁজে নিন্!

কানাই। তিনি তোমার জন্য সব ছাড়তে, সব সইতে রাজি !

রাধা। এত তাঁর অসীম দয়া দেখছি। তাঁকে বলো, এক গাছা শ্যামা লতার মালা করে, তমাল গাছে ঝুলে পড়তে। নইলে তাঁর এ রাধা প্রেমের তুফান ঠাণ্ডা হচ্ছে না। এখন আর আমার সময় নেই, গরু চরাতে যাব।

কানাই। ওতেই সরোজ বাবুর প্রাণটা কালী হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, একটি রাখাল রেখে গরু চরিয়ে নিতে। তার খরচের এই দশটা টাকা দিয়েছেন।

রাধা। আহা ! এতদূর ! কিছু গয়না কাপড় পাঠান নি ?

কানাই। তোমার দয়া হলে,—

রাধা। তাই ত, তাঁকে বলো তিনি ইচ্ছা করলে নিজে আমার গরু চরাতে পারেন, অন্য রাখালে আমার গরু চরাতে পারে না। তবে রাধার রাখাল কেষ্টর মতন ধড়া চূড়া বেঁধে মাঠে মাঠে ঘোরা চাই।

(সুর করিয়া)

চৈত দুপুরে আগুন খরে মাঠে চরাবে ধেনু,
তারই মাঝে মধুর রাগে ফুকরে উঠবে বেণু,
সেই রাগে ও অনুরাগে রাধার প্রাণ উদাসী।
সে যে আমার প্রাণের হাসি ॥ (প্রস্থান)

কানাই। পাগলা ছুড়ীটা দুষ্ট খুব। হবে, বাবা টাকার অসাধ্যি কিছু আছে ? মেয়ে বটে, যেমন রূপ, তেমনি গায় ! সাধে কি সরোজ মজে গেছে ! বুঝলাম লক্ষ্মী, রমাকান্ত মুখুয্যের জমিদারী তোমার পায়ই বিকাবে ! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

মহেশের অন্তঃপুরে দয়া ও পরেশ।

দয়া। এইত, যে একা সেই একাই হলাম্। মেঝ বউ চলে গেল! আজ যেন বাড়ীটা ফাকা ফাকা কচ্ছে! এখন একটী ছোট বউ থাকলে কি এমনি ফাকা ফাকা লাগত?

পরেশ। ছোট বউ বুঝি আর বাসায় যেতে পারত না? ছোট বাবু তখনই অমনি একটা কবিরাজী ডিস্পেন্সারি ছেঁদে বস্ত গিয়ে সহরে। কাজ কি বউ ঠাকৃরূণ ওসব বাজে ঝঞ্চাট কুড়িয়ে?

দয়া। মেঝ বউ, মেয়েটী বড় ভাল। সত্যি মেঝ বউ যেন ঘর আলো করেছিল; কেমন মিষ্টি স্বভাবটী! কত মিষ্টি ছিল তার "দিদি" ডাকটী। একে ছেলে মানুষ, তায় বড় ঘরের মেয়ে, ঘর কন্নার কাজ জানে না।এ কলাটী গিয়ে এখন কি সংসার ধর্ম্ম করতে পারবে? মেঝ ঠাকুরপোকে বল্লাম, কিছুদিন যা'ক, একটু ঘরকন্নার কাজ শিখিয়ে দেই; তা শুনলে না। যা'ক আজ নিলেও নেবে, কাল নিলেও নেবে। হাঁ! ছোট ঠাকুরপো, তোমাদের ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে যে আজ ক'দিন দেখি না।

পরেশ। তিনি আজ ক'দিন আশ্রমে নাই। দক্ষিণ দেশে বড় দুর্ভিক্ষ, তার জন্য ভিক্ষা কর্ত্তে বেরিয়েছেন।

দয়া। আচ্ছা! উনি শাক্ত না বৈষ্ণব?

পরেশ। শাক্ত বৈষ্ণব ভেদাভেদ ওঁতে নাই। উনি সত্যধর্ম্মী। সদাই শিশুর মতন সরল, তাই মা ডেকেই ইষ্টের আরাধনা করেন। আচ্ছা বউ দিদি, তুমি তোমার ইষ্টকে কি বলে ডাকতে ভালবাস?

দয়া। ইষ্টকে ইষ্ট বলে ভাবি আবার কি?

পরেশ। বুঝলে না? কেউ বলে হরি, কেউ বলে কালী, কেউ বলে গোপাল, কেউ বলে শিব। ভক্তের কাছে ভগবান, ভক্তেরই মনোমত ভাবে প্রকাশিত। তুমি হচ্চ মা, গোপাল ভাবেই ভগবান্‌কে ভাবা তোমার সহজ, মা যশোদা ত এমনি ভাবেই ভগবানকে পেয়েছিলেন।

দয়া। তাই ঠাকুরপো তাই, আমি ব্রজ দুলালকে পুত্র ভাবে ভাবতেই সহজ মনে করি। কিন্তু মা যশোদার মতন প্রাণ-ভরা প্রীতি আমি কোথায় পাব?

পরেশ। অভ্যাস করতে থাক, অভ্যাসে সব হয়। আগে তুমি সকল ছেলেকে আপন ছেলের মতন দেখ্‌তে শেখ। হরিদাসকে যেমন ভালবাস, বামন বাগ্দী সকল ছেলেকেই তেমনি ভাবে ভালবাস্‌তে শেখ। হরিদাসকে একটী সন্দেশ বা একটু দুধের সর খাইয়ে তোমার যে আনন্দ হয়, ঐ ভিকারী ছেলেটাকে খাইয়ে তেমনি আনন্দ হবে। তখন আপন পর ভেদ কেটে যাবে। তবেই ত গোপাল আপন হবে।

(হরিদাস সহ রাধার প্রবেশ।)

রাধা। (গীত) কুঞ্জের দুয়ার বন্ধ হেরে,

হরি আমার কেঁদে ফিরে যায়!

হায়! হায়! হায়! কি করিলাম

ছার মানের দায়!

হরিদাস। এইত মা রাধা দিদি এসেছে! কত গান গাইবে! আমি সেই বাড়ীতে গিয়ে ডেকে এনেছি! আর কত ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে এসেছি! কলা, পেয়ারা, শসা, বাতাসা!

দয়া। হাঁ! বোস রাধা। মেঝ বউটা চলে গেল, আমি কাঁদ্‌-ছিলাম। তাই ছেলেটা ছুটে গিয়েছে তোমার কাছে। বলে গিয়েছে, রাধা দিদি আস্‌লে তার গান শুনলেই তোমার মন ভাল হয়ে যাবে।

হরিদাস। হাঁ! মা, মেঝ কাকিমা আর আসবে না?

দয়া। বালাই আসবে না কেন? পূজার ছুটিতে বাড়ী আস্‌বে।

হরিদাস। মেঝ কাকিমা বড় দুষ্টু।

দয়া। কেন তোর কি করেছে?

হরিদাস। তার আতরের শিশি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, আমায় কত বকেছিল।

দয়া। তা বক্‌বে না?

হরিদাস। আমি কি ইচ্ছা করে ভেঙ্গেছিলাম? হাত থেকে সরে গেল! কাকা বাবু! আজ তোমার ঠাকুর ঘর খানি আমি ঠিক রাধা দিদির ঠাকুর ঘরের মতন সাজাব। আহা কেমন সাজিয়েছে, রাধা দিদি তার ঠাকুরকে! কত রকমের ফুল!

পরেশ। আচ্ছা চল, এখন একটু পড়ে নাও।

হরিদাস। আজ কিন্তু তোমার সাথে আমি আশ্রমে যাব।

শরেপ। আচ্ছা! (উভয়ের প্রস্থান)

দয়া। কেমন আছিস্ রাধা, আজ ক'দিনত আসিস্ না?

রাধা। আসি কি করে মা! ঘরকন্নার কাজত কম নয়?

দয়া। তোর আবার কিসের ঘর কন্না! সে ধার ত তুই ধারলি না! আচ্ছা রাধা! তুমি একলাটী সেই গ্রামছাড়া আখড়া বাড়ীতে পড়ে থাক, তেমোর ভয় করে না?

রাধা। আমি একলা থাকি কে বলে? আমি যার ঘর করি, সে কি আমায় একলা থাকতে দেয়? (হাস্য করণ)

দয়া। সেকি! তুমি আবার কার ঘর করো? তুই ত বিয়ে সাঙ্গা কল্লি না?

রাধা। আমার বিয়ের কথা তুমি শোন নি?

দয়া। কই তোর বরকে ত কখনও দেখি নাই।

রাধা। (খঞ্জনি বাজাইয়া গীত)

ঐত আমার বর!

বনমালী বংশী ধারী শ্যাম নটবর।

সে যে আমার আঁচল ধরা, সদা অভিমানে ভরা,

আমি যে তার নয়ন তারা, আর সব আমার পর॥

একটু যদি যাই আড়ালে, বুক ভাসে তার নয়ন জলে,

এমনি প্রেমের পাগল নিয়ে আমি করি ঘর॥

দয়া। রাধা তুমি সত্যিই রাধা।

রাধা। আচ্ছা দেখ বউ ঠাক্‌রূণ, আমি খুব সুন্দরী।—না?

দয়া। তোমার মতন সুন্দরী আমি দুটীত দেখি না।

রাধা। কেন? তোমাদের মেঝ বউ ঠাকরূণ।

দয়া। সে ত সেজে গুজে সুন্দরী। তুমি বনফুলের মতন আপন গৌরবে আপনি মাতোয়ারা, আপন সৌরভেই ভুবন মুগ্ধ-করা।

রাধা। আমি কেমন সুন্দরী জান? এই যেমন তোমাদের চিমনি ঢাকা আলো! এ দেখে কত পোকা ফড়িং ছুটে আসে, তারপর চিমনিতে আছাড় খায়, আর পাখা পোড়া হয়ে জ্বলে মরে। কেমন নয়?

(খুব উচ্চ হাসি)

দয়া। তাইত বলি, একলাটী থাকিস, তোর ভয় করে না?

রাধা। শুনবে একটী মজার গল্প! আমার যে পাকা ঘর, আর সোনার বালা তাগা হার হ'তে যায়! আহা, মুখুয্যে ঠাকুরের কি দয়া আমার উপর!

দয়া। কোন্ মুখুয্যে! রমাকান্ত বাবুর?

রাধা। দূর, সে যে বুড়ো! খোকা বাবুর।

দয়া। ও, তার ছেলে। শুনেছি, বড় দুরন্ত। রাধা, ওর অসাধ্যি কিছু নেই। তাইত বলি, অমন তেপান্তর মাঠে একলাটী থাকিস। বড় ভয়ের কথা।

রাধা। ভয় আমার? না তার?

দয়া। হাজার হলেও মেয়ে মানুষ, মাটীর হাড়ি, টোকাটী বাড়িটী সয় না।

রাধা। কি বল মা! মেয়ে মান্‌ষের এত ভয়! কেন? তুমি স্বামীর প্রণয়িনী সন্তানের জননী হ'য়ে তুমিও বল মেয়ে মানুষের ভয়? যারা নাড়ী ছেড়া যাতনা সয়ে, সন্তানের প্রসব প্রতিপালন করে, ভগবানের সৃষ্টি-প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখেছে, পুরুষ অভিধান করেছে তাদের নাম অবলা। মিথ্যা পুরুষের দাম্ভিকতা মাত্র। হা হাঃ হাঃ! কি বল্‌তে কি বলে ফেলেছি! শোন একটা গান শুনাই।

(গীত)

সে যে আমার প্রাণের হাসি।
তারই হাওয়ায় হিয়ার কুঞ্জে ফোটে পুষ্পরাশি।
একলা পথে আঁধার রেতে তারই সনে দেখা,
তারই সনে এক সাথে এক গাছ তলাতে থাকা।
সেই দিনেতে তারই সনে প্রাণ বেঁধেছে ফাঁসী॥
আঁধার ঘরে এক দুর্দ্দিনে জ্বলো নাক বাতি
ভরাবাদল মেঘের কোঁদল কেউ ছিল না সাথী।
কোথা হতে ভাঙ্গা দীপটী সে জেলে দিল আসি॥
সে যে আমার প্রাণের হাসি।(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

সহরে গণেশের বাসা বাটীতে পরিমল উপন্যাস পাঠে নিবিষ্টা। দাসী বিনোদা প্রবেশ করিল।

বিনোদা। আচ্ছা দিদিমনি। কেবলই ত বই পড়্‌ছ, ঘরকন্নার কাজত কিছু দেখলে না।

পরিমল। ওর আর কি দেখ'বো। ঠাকুরকে বলিস, একটু পুঁয়ের চচ্চড়ি কর্ত্তে, বাবু বলেছিলেন। জলখাবার তৈরী হয়েছেত?

বিনোদা। তা হয়েছে, চল না একটু মুখে দেবে।

পরিমল। না না, আমায় এখন খেতে হবে না। এই বইটা সারা না করে আর খাওয়া নেই। আহা, শৈবলিনী বেচারীর কি দুঃখ!

বিনোদা। ওখানা কি পুঁথি দিদিমনি? রামায়ণ? না বিদ্যে সুন্দর?

পরিমল। ও সব কিছু নয়, এখানা হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর; আহা শৈবলিনী বেচারীর দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায়। বেচারীর দোষ কি? এমন রূপ, এমন গুণ, মনের মতন পুরুষে প্রাণ দিয়েছিল। তাকে কিনা বুড়ো বামন চন্দ্রশেখর বিয়ে কল্লে। এমন হ'লে এমনিত হবে। কেন বাপু? তোর এ সখ কেন! সমাজের মুখে আগুন।

বিনোদা। ওমা! তুমি দেখছি পুথি পড়ে পড়ে দেয়ানা হবে। দেখেছ দিদিমনি, ও বাড়ীর ডেপুটী গিন্নী কেমন এক গাছা নেক্‌লেস্ গড়েছ। আহা যেমন গড়, তেমনি সাজ। দেখে চক্ষু জুড়ায়, তুমি অমনি এক গাছা গড়ে নাও না দিদিমনি।

পরিমল। ডেপুটী গিন্নী মাসে পাঁচশ টাকা মাইনে পায়, তার গিন্নী ত পরবেই। আমার কি অত সাজে?

বিনোদা। সাজবেনা কেন? এমনই বা কি? এখন পরবে না ত পরবে কখন? এর পর খোকা খুকী হবে, খরচ বেড়ে যাবে। এখন দুখানা জিনিষ পত্র করবে নাত করবে কখন? সত্যি দিদিমনি, অমনি নেকলেস যদি তোমার গলে হতো, তবে কি মানাত? ডেপুটী গিন্নী একে গালফুলো গোবিন্দের মা, তায় আবার বুড়ী। তোমার বড় দিদির কেমন ভাল ভাল গয়না দেখেছ ত? তোমার বাবা যে কেন তোমায় পাড়াগেঁয়ে বরের হাতে দিলেন?

পরিমল। সে হ'বে, তুই যা এখন। আমার পড়ায় বাধা দিস না। এর পর বাবু অফিস থেকে এলে হবে না।

বিনোদা। তা যাই! বল্লে জানি কি ভাব! তুমি যখন ঐ সব ডেপুটী গিন্নী, মুনসেফ গিন্নী, উকিল গিন্নীদের সঙ্গে মিশে নিতি নেমতন্নে যাও, তখন তারা আসে কত রকম রং বেরংএর সাজ পরে, তুমিত যাও এই ন্যাড়া গায়ে, তখন সত্যি বলতে কি, আমাদের বড় লজ্জা করে।

পরিমল। তা সত্যি, ওদের সঙ্গে মিশতে আমার বড় লজ্জা করে। তা আর কি করবো! যেমন ঘরে পড়েছি। বাবা যা দুগাছা চুড়ী বালা দিয়েছিলেন, তাই সম্বল।

বিনোদ। বাবু এত গুণো টাকা মাইনে পায়, তা করে কি?

পরিমল। বাড়ীতে দাদার কাছে পাঠান। সেখানে যে এক কুড়ী লোকের ভাত যোগাতে হয়। সে যদি দেখিস্। বোন ভাগ্নে, মাসি, পিসি, থাবার সময় যায়গায় কুলোয় না।

বিনোদ। তবেই তুমি করেছ। বুঝিয়ে দিতে পার না? এমন করে বাজে খরচ করে ফকির হওয়া কি ভাল! আমি আর কদিন? নেহাৎ তোমার বাবা বলে ক'য়ে পাঠিয়ে দিলেন, কিছুদিন থেকে তোমায় একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে মানুষ করে দিয়ে যেতে। আমার আর এ বাঙ্গাল

দেশ ভাল লাগে না। বোঝ মনি, আজ যেন চাকরী আছে। ভাল মন্দ ত আছে, তখন কেউ কুলুবেনা, কেউ কুলুবেনা।

(গণেশ বাবুর প্রবেশ)

পরিমল। (ব্যাস্ত ভাবে উঠিয়া) আজত খুব সকাল সকাল অফিসের ছুটি হলো। আজত মাইনে পাওয়ার দিন। (স্বামীর বোতাম খুলিয়া মুখ মোছাইলেন)

গনেশ। মাইনে পেয়েছি, নাও রেখে দাও। আস্‌ছে মাস থেকে বোধ হয় গোটা প'চিশেক টাকা বাড়বে। আমাদের ইন্‌ক্রি-মেণ্ট পাশ হয়ে গেছে।

পরিমল। ঝি! জল খাবার সাজিয়ে আন। আর সরবৎটা দিয়ে যাও। ঠাকুরকে বলো চায়ের জল চড়াতে।

বিনোদা। সরবৎত তৈরী হয় নাই, বলো নি।

পরিমল। বলিনি ; নিশ্চয় বলেছি!

বিনোদা। না, বল্লে কি আমার ভুল হয়?

পরিমল। না হয় নাই বলেছি, তোমরা কি সব প্রসাদ পেতে রয়েছ? কেবল মুখে মুখে কথার জবাব!

গণেশ। যা'ক ঝি, তুমি চা টা তৈরী করে নিয়ে এসো।

(ঝি চলিয়া গেল)

পরিমল। এ মাসের মাইনের টাকা কটা কিন্তু আমি দেবো না!

গণেশ। কেন? তোমার মাস হরা জলপানি দশ টাকা রাখ। বাড়ীতে এবার একশ টাকা পাঠাতে হ'বে।

পরিমল। তা পাঠাতে হয় পাঠাবে, আর কোনও দিন কি চেয়েছি?

গণেশ। তা চাও নি, কিন্তু আজ এত জরুরি গরজ কিসে!

পরিমল। সে বলবো, আগে বলো আমার কথা রাখবে?

গণেশ। তোমার কথা কবে না রেখে থাকি? আগে বলোই না।

পরিমল। তিন সত্যি! আমার কথা রাখ্‌বে ত?

গণেশ। আচ্ছা, তাই হলো, বল তোমার গরজটা।

পরিমল। এবার আমায় এক গাছা নেক্‌লেস গড়ে দিতে হবে।

গণেশ। এই বুঝি বড় গরজ! কেন তোমার যে কড়ি হার আছে?

পরিমল। সে এখন পরতে লজ্জা করে! সে দিন সেই উকিলের বউটা কি লজ্জাই দিলে! আমি আর দশ জনের ভিতরে বার হবো না। তুমি শুনে কষ্ট পাবে, তাই এতদিন বলি নি।

গণেশ। তাইত, দাদাকে যে এবার একশ টাকা পাঠাতে হ'বে। বাবার শ্রাদ্ধের তিথিতে সামাজিক দের একটা ভোজ দেবার তার ইচ্ছে হয়েছে! এ বাবৎ তাঁকে ত বিশেষ কিছু দিতে পারি নাই। বাসা খরচ, আসবাব পত্র কর্‌তে কুলিয়ে উঠতে পারি নাই।

পরিমল। আর আমাকে অনেক দিয়েছ! এইত দুটো বছর তোমাদের ঘরে এসেছি, এর মধ্যে একটা নোয়ার আংটিও কি আমায় দিয়েছ? আমার কপাল মন্দ, নইলে বাঙ্গাল দেশে আস্‌বো কেন? (রোদন)

গণেশ। ছি! ছি! কেঁদে ফেল্লে যে দুটো মাস আমায় সময় দাও!

পরিমল। থাক্ আমার কিছুতেই দরকার নেই। মরা বাপের শ্রাদ্ধ, এমন নয় যে গলা থেকে কাঁচা নামেনি, না কর্‌লে নয়। বছরে বছরে বাবার শ্রাদ্ধে কে দু'শ পাচশ টাকা খরচ করে থাকে? আমরা ত কোথাও দেখিনি। বাঙ্গাল দেশের সব আজগুবি। ভাল, এর আগে তোমার দাদার বাবার শ্রাদ্ধ চল্‌তো কি করে? নেহাৎ যেন বাবা সই সুপারিস করে চাকরীটা জুটিয়ে দিলেন। আমার অদৃষ্ট!

গণেশ। দাদা পাড়াগেঁয়ে সেকেলে মানুষ, এ সব কুসংস্কার সহজে ছাড়তে পারেন না।

পরিমল। তা কর, বাবার শ্রাদ্ধ কর, ভাজ ভাইপোর আদর কর। আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার সেখানে দুটী অন্ন যুটবে।

(নেপথ্যে কানাইপাল। গণেশ বাবু, গণেশ বাবু।)

গণেশ। কে? কে? বসো, আসছি।

কানাই। (প্রবেশ করিয়া) ভিতরে ঢুকে পড়েছি, বেয়াদবি মাপ হয়।

গণেশ। যাও ভিতরে যাও। (পরিমল সরিয়া গেলেন) এসো দাদা! তুমি কোত্থেকে?

কানাই। একটু শ্রীপাট নবদ্বীপ দেখতে যাব ভাবচি! সেখান থেকে একটু কালীঘাট মায়ের বাড়ীতেই একটী প্রণাম করে যাব ইচ্ছা আছে। একটী হাইকোর্টের উকিল কি ব্যারিষ্টারের কাছেও একটু দরকার আছে।

গণেশ। বেশ বড় খুসি হ'লাম, দেশের খবর কি?

কানাই। খবর ভাল। তোমার দাদা ত এবার বাবার শ্রাদ্ধের বেশ আয়োজন কচ্ছেন। যাবেত দেশে?

গণেশ। দাদাত যেতে লিখেছেন, দেখি যদি ছুটী পাই।

কানাই। যেও ভায়া যেও, তোমার দাদা যে এবার কি কাণ্ড বাধান, বলা যায় না।

গণেশ। বাধা বাধি আবার কি?

কানাই। তুমি বোধ হয় শোন নি! রমাকান্ত বাবু দল যোটাচ্ছেন, যাতে তোমাদের বড়ীতে কোন সামাজিক না যায়।

গণেশ। না যায়, না যাক, ড্যাম সোসাইটী, যত যায় ততই মঙ্গল।

কানাই। তা বটে, তবে এ সব বাধাবাধি কেন? রমাকান্ত মুখুয্যে গ্রামের বড় লোক, তার সঙ্গে আড়া আড়ি কর্ত্তে যাওয়া কেন? তোমরা এখনও ত তার দেনদার আছ।

গণেশ। এ কাজে কত খরচ হবে বলে বোধ হয়?

কানাই। পঞ্চাশ টাকা কি পচাত্তর লাগতেও পারে।

গণেশ। দাদা যে তিনশ টাকার কথা লিখেছেন, আমার কাছে দুশ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন।

কানাই। তা আর কেন চাইবেন না। চাকুরে ভাইয়ের কাছ থেকে ঐ ভাবেই টাকা চেয়ে নিতে হয়। বাবার শ্রাদ্ধে না লাগে, গিন্নীর এক খানা গয়না না হয় এই ফাকে হয়ে গেল! ওতে কিছু ভেবো না।

গণেশ। দাদা কি এখন বুড়ো বয়সে গয়না গড়তে মন দিলেন!

কানাই। কি জানি, পাঁচু শেকরাকে ত আনা গোনা করতে দেখতে পাই। মেঝ বউমার গা ভরা গয়না দেখে, বড় বউ ঠাকুরাণীর কি দু' একখানা গড়তে সাধ হয় না?

গণেশ। আমাদের দেনার কিছু শোধ হলো?

কানাই। কই? তারত কিছু দেখি না! শুনেছি, দেনা শোধের ভারটা তোমার উপর।

গণেশ। তাইত, দাদা বুঝে বসেছেন বেশ।

(চা আসিল, উভয়ে চা পান করিতে করিতে)

তাইত! দাদা বোধহয়, আমার উপর চটে যাচ্ছেন! মাসে ২০।২৫ টাকা বইত তাঁকে দিতে পাচ্ছি না! তিনি হয়ত মনে কচ্ছেন, আমি দেড়শ টাকা মাইনে পাই! বিদেশে চাকরী করে থাওয়া যে কি ঝঞ্ঝাট, তা কি তারা বোঝেন?

কানাই। তা, তোমার উপর মহেশ দাদার একটু মন ভারই হ'য়েছে, তার ইচ্ছা ছিল না যে তুমি বাসায় পরিবার এনে, এতটা খরচ বাড়িয়ে দাও। তিনি ভাবছেন, দেনার দায়ে জমি জিরেট বিক্রী হয়ে যায়, তিন ভাইএরই যাবে, এখন থেকে কিছু পুঁজি পাটা গুছিয়ে নিতে পাল্লে আখেরে কাজ হবে।

গণেশ। কি জানি ? সংসারে মানুষ চেনাই দায় !

কানাই। তোমরা হচ্ছ আধুনিক শিক্ষিত সরল-চিত্ত লোক। বিষয় কর্ম্মের লোকের ভাব তোমরা কি বুঝবে ? এই রকম ব্যাপার ঘটেছিল আমার এক মামাত ভাইদের ভিতরে। ছোট ভাই বিরক্ত হয়ে দেশের বিষয় আসয় সব বড় ভাইকে লিখে দিয়ে গেলেন !

গণেশ। তাতেই বড় ভাই তুষ্ট হলেন !

কানাই। তুষ্ট অতুষ্ট কি ? ছোট ভাই একবারে দেশ গাঁয়ের সম্বন্ধ ছেড়ে দিলেন। ত্যাগ স্বীকারত কম কল্লে না ! নেহাৎ কম হাজার টাকার সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে, ভায়ের ঋণ শোধ করে দিলে !

গণেশ। লোকটা বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই। কত আর পারা যায় ! সারা জীবন দাও. দাও, ঘ্যান্ ঘ্যান্, তার চেয়ে এক দিনে সব অব্লিগেশনটা কাটিয়ে সুস্থ হয়ে এসা মন্দ কি ! দুদিক সামলিয়ে আর কত পারা যায় !

কানাই। তবে আসি এখন ভায়া !

গণেশ। না না, এখন যাবে কোথায় ? আজ এখানে থাক ! যাও বাহিরে গিয়ে কাপড় টাপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধোও গিয়ে। আমিও কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি ! ভাল মন্দ দুটো কথা বলবো। আচ্ছা দাদা, পরেশটা এখন কি করে ?

কানাই। ঐ যা করত, আর কি ? পাড়ার ডবকা ছেলেদের নিয়ে গান বাজনা আমোদ ফুর্ত্তি; আর গোঁসাইর দলে ভিড়ে দেশ উদ্ধার।

গণেশ মদ গাঁজা ধরলে নাকি ?

কানাই। বিচিত্র নয়, দল বল ত তেমনই জুটেছে।

গণেশ। আচ্ছা, যাও দাদা, সুস্থ হয়ে নাও গিযে, আমি আস্‌ছি।

কানাই। আহা, তোমাদের প্রসাদেইত খেয়ে বেঁচে আছি ! (স্বগত) ওষুধটা ধরিয়েছি কেমন ! মহেশ চক্রবর্ত্তীকে দমিয়ে না দিতে পাল্লে কি আর গাঁয়ে ভাত করে খাবার যো আছে ? ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই হবেই হবে, আজ আর কাল ! (প্রস্থান)

(পরিমলের পুনঃ প্রবেশ)

পরিমল। শুন্‌লে কি ? তুমি ভাবছ, দাদা আমার যুধিষ্ঠির !

গণেশ। তাইত, কিছুই বুঝ্‌লাম না, পরিমল।

পরিমল। আমিত বুঝেছি অনেক দিন। হাসি পায় আবার, তোমার বৌ ঠাকুরাণীর মায়া বাড়ান ভাল বাসা দেখে, ঠাকুরপো বল্‌তেই অজ্ঞান।

গণেশ। ভাববার বিষয় বটে। অজস্র আয় উপার্জ্জন থাকত, যা আবদার কর্ত্তেন, কুলিয়ে যেতাম। এমন সঙ্কীর্ণ উপার্জ্জনে সকল দিক বজায় রেখে চলা যায়না। কিন্তু দাদা করেছেন অনেক আমাদের জন্যে !

পরিমল। বাড়ী ভুঁইটাও অবিসম্বাদে ভোগ কচ্ছেন। এখানে পাঁচ পয়সায় একটা ডাব কিনে খেতে হয় ! বাড়ীতে দু'শ টাকার আব কাঠাল নারীকেল কলা ফলে।

গণেশ। যা'ক, ভেবে দেখি ! সারা জীবন টানা হ্যাচড়ার চেয়ে, এক টানেই ছিড়ে ফেলা যেন ভাল। চল। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঠাকুরঘরে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির সম্মুখে পুষ্পাভরণে সজ্জিতা রাধা একাকিনী।

রাধা। দেখেছ বঁধু কেমন সেজেছি; সাজবো না? তুমি যে সুন্দর দেখ্‌তে ভালবাস; তুমি আপনি সুন্দর কিনা? আমিও সুন্দর ভাল বাসি! সুন্দর মুখের সুন্দর হাসি, আহা কি সুন্দর! বড় সুন্দর তোমার বাঁশী! তুমি বড় দুষ্টু; ঘুমঘোরে বাঁশী বাজিয়ে আমায় জাগিয়ে তোল! তুমি মাঝে মাঝে আমায় লুকিঁয়ে থাক। আমায় বুঝি মনে ধরেনা! আমি বুঝি সুন্দরী সুরূপা নই। আমি তোমায় মনের মতন আদর কর্ত্তে পারি না, তা বলে তুমি কি আমায় ছেড়ে যেতে পার? গান শুনবে? শোন! বেসুর হলে হেসে আমায় লজ্জা দিওনা! আমিত তোমার মতন গাহিতে পারি নে! (গীত)

এসোগো এসো প্রাণ বধুয়া।
তোমারই তরে দেখ এ কুটীরে,
সিংহাসন রেখেছি পাতিয়া॥
ভাঙ্গা এ কুটীর দেখি, যাও বুঝি বঁধূ ফিরিয়া,
তুমি এসো, ভেঙ্গে এ কুটীব কোঠা বাড়ী লও গড়িয়া॥
চীর বাস অঙ্গে হেরি যেও নাক বঁধু চলিয়া
দাওনা তুমি হীরা মনি সোনা। (বধুহে)
আমি রহিব সতত সাজিয়া॥

(মত্ত অবস্থায় সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। বহবা কি বহনা?

রাধা। তোমারও গানটী ভাল লেগেছে বুঝি।

সরোজ। গানটি! গানটি মধুময়! তার চেয়ে মধুময় তোমার প্রাণটি।

রাধা। তুমিত খুব মধুর সমঝদার দেখছি! যেন মধুকর! এমনি রোজ এসো, গান শোনাব!

সরোজ। সুধু গানেত হয়না, প্রাণটির কথা বলো! প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও পিয়ারী!

রাধা। এ প্রাণ ত পরের উচ্ছিষ্ট! তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, উচ্ছিষ্টে লোভ কর্ত্তে কি আছে?

সরোজ। না, আমি আর ব্রাহ্মণ থাক্‌বো না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম নেব!

রাধা। বেশ! আমি তোমার গুরু হলাম, তোমায় কৃষ্ণ নামে দীক্ষিত করে দেবো।

সরোজ। না রাধা, বাজে কথা নয়, আজ তোমার সঙ্গে একটা রফা নিস্পত্তি হয়ে যাক। দেখ রাধা, আমি তেমায় বড় মানুষ করে দেবো।

রাধা। ঐ খানে দাঁড়াও কুকুর, দেখ্‌ছনা এ দেবতার নৈবেদ্য!

সরোজ। নেহাৎ কুকুরই যদি হই, তবে দেবতার নৈবেদ্য আজ কেড়েই খাব। (অগ্রসর হইল)

রাধা। শান্ত হও সরোজ, মরণের পথে আর এগিওনা।

সরোজ। দেখ, আমি দেশের জমিদার।

রাধা। বেশ।

সরোজ। আমি তোমায় যা ইচ্ছে তাই কর্ত্তে পারি।

রাধা। ফিরে যাও সরোজ ঘরে, আমি তোমার পায় পড়ি, মিনতি করি। অবোধ সন্তানের মায়ের মত আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা কচ্ছি! সচ্ছন্দে ঘরে যাও।

সরোজ। সাবধান দুষ্টা, যা তা মুখে আনিস না।

রাধা। তাইত, মায়ের ইজ্জৎজ্ঞান তোমার দেখি আছে। তবে কেন এ দুষ্প্রবৃত্তি, হে অবোধ সন্তান ?

সরোজ। যা থাকে কপালে! আজ তোমার একদিন, আর আমার একদিন ! (রধাকে ধরিতে যাইয়া পদাঘাতে ভূমে পতিত হইল) তৎক্ষণাৎ সরোজের অনুচরগণ উপস্থিত হইয়া রাধাকেআক্রমণ করিল।

রাধা। (ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া) দাঁড়িয়ে কি দেখছ প্রভু! এবারত রক্ষা কর্ত্তে হবে। বাঁশী ছেড়ে অসি ধর, নইলে যে তোমার রাধার মান যায় ; মান গেলেত প্রাণ রাখবে না রাধা।

(অন্যদিক হইতে পরেশ ও পরাণ মণ্ডল প্রভৃতি আসিয়া আততায়ীদিগকে তাড়াইয়া সরোজকে ধরিল।)

পরাণ। হারামখোর পাজি! আজ তোর শেষ দিন।

সরোজ। এঁ্যা! এঁ্যা! কেও ? পরাণ ; আমি সরোজ মুখুয্যে ! সরোজ বাবু! বড় বাবু।

পরাণ। কিসের বড় বাবু! তুমি কুকুরেরও অধম। আজ কেটে টুক্‌রা টুক্‌রা করে বাওড়ে ভাসাব।

সরোজ। পরাণ আমি ব্রাহ্মণ! ব্রহ্ম হত্যা করবে ?

পরেশ। একি সরোজ বাবু! এই কি ব্রাহ্মণের কাজ ? এই কি ভদ্রলোকের কাজ ? এই কি বড় মানুষের কাজ ?

সরোজ। ভাই এবার আমায় মাপ করো। আর এমন কর্ম্ম করবোনা, আমি আজ থেকে গোসাই বাবাজীর শিষ্য হবো। এবার রেহাই দাও।

পরাণ। রেহাই! তোকে আবার রেহাই? হাড় গুড়া গুড়া করবো, কাণ দুখানা কেটে নেব, তারপর ছাড়বো। হারামজাদ শুয়ার।

সরোজ। দোহাই ধর্ম্ম বাবা। পরাণ, ব্রহ্ম হত্যা করিস না।

পরেশ। সরোজ কান্ত! আর ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিওনা। ব্রাহ্মণ কুলের খুব মর্য্যাদা রেখেছ। তোমার মরণই মঙ্গল! কে আছ, তুমি বিশ্বনিয়ন্তা! আর কেন এ বিশ্বলীলা! এ ভীষণ দানব—লীলার সংবরণ কর; সর্ব্ব-সংহারী প্রলয়-বাত্যা বহিয়ে দাও। বিশ্ব সংসার প্রলয় পয়োধি জলে বিলীন হ'য়ে যাক।

(ভোলা খ্যাপার প্রবেশ।)

খ্যাপা। (গীত) এ যে আনন্দ ধাম ধরা।

আনন্দময় দাঁড়িয়ে দ্বারে নিয়ে সুখের ভরা॥
আনন্দ-সিন্ধু মাঝে, আনন্দ কমল সাজে,
সদানন্দ তায় বিরাজে আনন্দে বিভোরা।
সেই আনন্দের বিন্দে ফোটে কোটি বসুন্ধরা।
সেই আনন্দের ফুলকি নিয়ে এমন রবি শশী গ্রহতারা॥
ঐ যে দেখ্‌ছ বিরাট আকাশ, আনন্দের বিরাট বিকাশ,
আনন্দের বইতেছে শ্বাস বিরাট বিমান জোড়া।
বইছে পবন জ্বলছে তপন, আনন্দে মাতোয়ারা।
আনন্দের বিরাট বীণা ওঙ্কার ঝঙ্কার॥

পরেশ। একি! গুরুদেব কোথা হতে? আপনি না তীর্থ—ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

খ্যাপা। গিয়েছিলাম; যিনি ডেকেছিলেন, তিনি আবার ফিরিয়ে দিলেন। কেন যাব তীর্থে? কিসের জন্ম? পুণ্যের জন্ম? জন্মভূমি তীর্থের কোল ছেড়ে আর কোন তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় কর্ত্তে যাব? আপন মায়ের [illegible] ছেড়ে আর কার সেবার আনন্দ পাব। এই যে ছায়া শীতল শ্যাম শোভাময়ী কুসুম সুরভি-[illegible] এইত আমার তীর্থ, এইত আমার

স্বর্গ! এই যে তীর প্লাবনী তটিনীর বক্ষপীযূষ ধারা, এইত আমার সুধা নির্ঝরিনী মন্দাকিনী। শত শত মহানগরী আমার পল্লী জননীর বক্ষপীযূষ পান করে, সম্পদে, শোভায় গর্ব্বে, ফুলে উঠছে! সে অট্টালিকা ধন সম্পত্তির মহাসমুদ্রের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি, তাদের জীবন-প্রবাহের মূল প্রস্রবণ আমার পল্লী মায়ের বক্ষে! অবিরাম শোষণ কচ্ছে।—দুরন্ত রাক্ষস ছেলেগুলি অবিরাম মায়ের বক্ষসুধা শোষণ কচ্ছে, তবু তা অফুরন্ত, অক্ষয়।

(গীত)

আপন মাকে ফেলে দূরে, যাব বা কোন পরের কোলে?
মায়ের বুকের স্নেহ সুধা পরের কাছে কোথা মিলে?
মায়ের আদর কেউ জানে না, ছেলের দরদ কেউ বোঝে না,
মায়ের মাটী আমার সোনা, পরের সোনায় মন না ভুলে।
মায়ের বাতাস মলয় মাখা, মায়ের আকাশ মণি ঢাকা,
মধুর সুধা ঝরছে আমার পল্লী রাণীর ফলে জলে॥

পরাণ। কি নাচ গান আরম্ভ করলে গোসাঁই? আগে এই জাত নাশা বামনটার কাণ দুখানা কেটে নি, তার পর আনন্দ করবো।

খ্যাপা। এইত আনন্দের দিন ভাই। মায়ের মান রেখেছ, অনাথা ভগ্নীর ধর্ম্ম রক্ষা করেছ, সতীর ইজ্জৎ বাঁচিয়েছ, এর চেয়ে আনন্দের দিন আর কি আছে! (রাধার প্রতি) রাধা! মা আমার? একি? মা যে জ্ঞান হারা?

পরেশ। রাধা যে ভয়ে অচেতন।

খ্যাপা। ভয়ে নয়, প্রেমে! মা যে আমার অনন্তাশ্রয় হয়ে হৃদয় দিয়ত প্রেমিকের আশ্রয় নিয়েছিল! মা! মা? (রাধার হাত ধরিলেন

রাধা। (সম্বিত লাভ করিয়া) আহা! কত বড় লজ্জা টাই ঠাকুর আমায় দিলেন! বড় বদ খেয়ালী পুরুষ যাই হ'ক।

খ্যাপা। মা, আমরা সন্তান!

রাধা। বেশ, থাক, খাও দাও, আনন্দ কর।

খ্যাপা। তোমার দুষ্ট ছেলে সরোজকে ক্ষমা করো মা!

রাধা। তা বেশ, ও ভাল হোক্।

খ্যাপা। দাও ছেড়ে তোমরা সরোজকে! (সরোজের প্রতি) সরোজ, যা ভেবেছ তা নয়। এ জগৎ পাপের নয় ধর্ম্মের। মনের গতি ফিরিয়ে দাও।

পরাণ। এক কাজ করি ছোট বাবু! এই খোকা বাবুকে হাতে পায়ে বেঁধে, বড় বাবুর দরজায় নিযে রেখে আসি। তিনি দেখুন তাঁর ছেলের গুণ পণা, আর মান ইজ্জৎ! কি বল? গোসাঁই বাবাজি।

খ্যাপা। যা হয় তোমরা কর। এখনও মায়ের আমার সব জ্ঞান ফিরে আসে নাই। আমি এঁকে নিয়ে ঐ কুটীরে যাই। তবে তোমরা কিন্তু আর সরোজের গায়ে নখের আচড়টীও দিওনা।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রমাকান্তের গৃহে গ্রামের প্রধান পণ্ডিত বাচস্পতি ঠাকুরের সহিত রমাকান্তের আলাপ হইতেছে।

রাধা। কি বলেন, বাচস্পতি মশাই? সাত পুরুষের মান যেতে বসেছে, জাতি ধর্ম্মত গিযেছে, আপনারা যদি এইসব কদাচারেম

প্রশ্রয় দেন, তবে আজ বাদে কাল পরাণে নম বল্‌বে, আমার বাড়ী পাতা পেতে বোস ঠাকুর, আমি ব্রাহ্মণ ভোজন দেবো। এ যে একাকার হ'লো।

বাচস্পতি। নিশ্চয়! নিশ্চয়! একাকার, একাকার! কবে যে ভগবান অবতীর্ণ হয়ে, বেদ গায়ত্রীর উদ্ধার কর্‌বেন, তাই কেবল ধ্যান কচ্ছি! "ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে ধৃতবানাসি খর করবালং" আহা! ভগবদ্‌বাণী কবে সার্থক হবে।

রমা। দেখুন, মেঝ ভাইটী বিয়ে কল্লে কলকাতায় এক খ্রিষ্টানের মেয়ে,—ছোটটা রাধাবোষ্টমীর উচ্ছিষ্ট খায়! এতেও কি আপনারা বল্‌বেন মহেশ চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ!

বাচস্পতি। রাম! রাম! পরেশ ত বেশ ভাল ছেলেই ছিল, তার এমন অধঃপাত! পরেশ বেশ কবিরাজী চিকিৎসা করে, ডাকলেই রোগীর বাড়ী ছুটে যায়, পয়সা কড়ি ভিজিট ত চায়ই না, আমার বাড়ীতে ওষুধের দামটাও চায় না।

রমা। তাই বলে ধর্ম্মটা খোয়াবেন? আমিত মনে করেছি, দেশের উপকারার্থে একজন ভাল ডাক্তার এনে একটী ডিস্‌পেনসারি করে দেই। পরেশ হাতুড়ে ছাড়া আর কিছু নয়।

বাচস্পতি। তা বটে, তা বটে, তুমি মন করলে সকলইত পার! লক্ষ্মী তোমার উপর অনুকূল! ছোট পুত্রটীর উপনয়ন কার্য্যটাএবার-কার মার্গশীর্ষে সম্পন্ন কর্‌ব ভাবছি, মহেশ বলেছিল, একটী ব্রাহ্মণ মানবকের উপনয়ন সংস্কার বিধান করে পুণ্য সঞ্চয় কর্‌বে।

রমা। কি বলেন আপনি? জাতনাশা মহেশ চক্রবর্ত্তীর দেওয়া উপনয়নে আপনার পুত্রের উপনয়ন হতে পারে? আমরা ভরে আছি

কেন? এ সব জমিজিরেট জমিদারী ত স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য, সাধু ব্রাহ্মণ-দের পোষণ জন্য।

বাচস্পতি। নিশ্চয়ই, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ! কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার! মহেশ চক্রবর্ত্তী কুলাঙ্গার।

রমা। তবে আপনার নাম করে সামাজিকদের ভিতরে প্রচার করা যা'ক, মহেশের অন্নজল অখাদ্য, অস্পৃশ্য। কি বলেন?

বাচস্পতি। ফলাহারটা ভালই দিত। গ্রামবাসী খুব ক্ষুণ্ণ হবে।

রমা। তার পরিবর্ত্তে দুদিন বাদে আমিও কি লুচি সন্দেশের বন্যা ছড়িয়ে দিতে পারবো না? মোদ্দা মহেশকে যদি জাতিচ্যুত, পতিত কর্ত্তে না পারি, তা হ'লে এদেশে আর বাসই করবোনা, কোন তীর্থবাসে বা বনবাসে গিয়ে থাক্‌বো। আজ বলে যাবেন, আপনারা আমাকে চান, না মহেশ চক্রবর্ত্তীকে চান?

বাচস্পতি। রাম! রাম! তোমার যখন এত নির্ব্বন্ধ, তখন আর দ্বিধা কর্ল্লে কি হয়? মা কমলা তোমার অনুকূলা; গৃহিণীর বস্ত্রাভাবে ভেবেছিলাম মহেশের বাড়ীতে সপুত্র পরিবার যে ভোজন দক্ষিণাটা পাব, তাতে এ আত্যন্তিক অভাবের আপাততঃ নিরাকরণ হইবে।

রমা। ঠাকুরাণীর এক যোড়া সাড়ী আমি যে আনিয়ে রেখেছি।

বাচস্পতি। রাম! রাম! তোমার ন্যায় দাক্ষিণ্যশালী সদ্‌ধর্ম্মনিষ্ঠ কজনই বা আছে?

(কানাই পালের প্রবেশ)

রমা। এই যে পাল মশাই এসেছেন। কানাই একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান সৎশূদ্র, দেবদ্বিজে ওঁর অসীম ভক্তি। শুনে দেখুন ওঁর কাছে মহেশের ভাই গণেশের ব্যবহার।

কানাই। প্রাতঃ প্রণাম! আজ্ঞে স্বচক্ষে দেখে এসেছি। চক্ষু

কর্ণের বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছি, হুবহু সাহেব বিবি ছ'জন। বাবুর্চি সাহেবের ইয়া দাড়ি, আমায় পেয়ে বাসায় নেমন্তন্ন, কত যত্ন। আছি না হয় শূদ্র, তা বলে দেখে শুনে ম্লেচ্ছের ভাত কিকরে খাই ; ব্রাহ্মণ অন্ন মাথার উপর থাক !

বাচস্পতি। রাম ! রাম ! শ্রীবিষ্ণু ! শ্রীবিষ্ণু ! বাবাজির বাগানে নাকি খুব বেগুন ফলেছে ?

রমা। হ্যাঁ ! আজই মালী নিয়ে দিয়ে আস্‌বে।

বাচস্পতি। বড় পুত্রবধুটী বেগুণ পোড়া খেতে চেয়েছিলেন, অন্তঃস্বত্বা কিনা ; রামনারায়ণ ! কমলা তোমার অনুকূলা ! আসি তবে। (প্রস্থান)

রমা। তার পর মঙ্গল ত কানাই !

কানাই। আপনার আশীর্ব্বাদে মঙ্গলের চেয়ে মঙ্গল। দেখ্‌বেন ছুদিন সবুরে, আমি খাটি কায়স্থের বাচ্চা !

(ভোলা খ্যাপার প্রবেশ।)

রমা। একি ভোলানাথ গোঁসাই কি মনে করে ?

কানাই। প্রাতঃ প্রণাম বাবাজি।

খ্যাপা। গ্রামের সকল সামাজিকদের ডাক্‌ছেন, আমি বাদ পড়্‌লাম কেন, তাই জান্‌তে এলাম।

রমা। বটে ! গোয়েন্দাগিরি তশিখেছ বেশ ! তুমি নাকি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ। তোমার এ সব ব্যাপারে কি প্রয়োজন ?

খ্যাপা। প্রয়োজন, আমি এই পল্লীবাসী, ব্রাহ্মণ, পল্লীর মঙ্গল অমঙ্গলের ভাবনা ভাবা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রমা। বেশ, আখড়ায় বসে ভাব গিয়ে।

খ্যাপা। রমাকান্ত বাবু! তুমি এ গাঁয়ের প্রধান ধনবান ব্যক্তি, তুমিত এ গাঁয়ের রাজা হয়ে বস্‌তে পার।

রমা। প্রজা হয়েই টিক্‌তে পারিনা, আর রাজা। তোমরা আমায় রাজা বানাবার যোগাড়ই কল্লেছ। সেদিনকার সরোজের অপমান ব্যাপারে তুমিই নেতা, সন্দেহ নাই। তুমি জান, সরোজ আমার পুত্র! সে প্রতিহিংসা নিতে লক্ষ টাকাও আমার কাছে তুচ্ছ!

কানাই। নিশ্চয়ই! যাঁর প্রতাপে বাঘে ছাগে এক ঘাটে জল খায়; তার উপর একি অত্যাচার! বড় বাবু নেহাৎ শিব, তাই এতকাল রক্ষা।

খ্যাপা। আমি তার জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি! সে কথা লোক সমাজে ঘুণাক্ষরেও প্রচার হয় নি। তুমি ছেলে শাসন করবে এই মতলবে এরূপ করা হয়েছিল।

রমা। কি স্পর্দ্ধা! দেশের চাষা ছোট লোক, ডোম নমঃশূদ্র নিয়ে এই কাণ্ড! হ'তে পারে, বড় মান্‌ষের ছেলে বয়সের দোষে একটা সামান্য অন্যায় কাজ করেছে, তার শাসন করবে পরাণ মণ্ডল আর পরেশ চক্রবর্ত্তী! অপমানের বিষে, হিংসার আগুনে আবার বুক খাঁক হয়ে যাচ্ছে না? আচ্ছা, দেখা যাক।

কানাই। মর্ম্মচ্ছেদী ব্যাপার! কি ভয়ানক! এর শাসন হওয়া চাই-ই চাই! এতক্ষণ ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে নি, এটা বড় বাবুর অসীম সহিষ্ণুতা!

খ্যাপা। চুপ রহ, অধম মোসাহেব। রমাকান্ত বাবু। আমার অতি বড় বিনয়, অকপট ভিক্ষা, গ্রামে অশান্তির আগুন জ্বালিও না। তুমি ব্রাহ্মণ, সমাজের শ্রেষ্ঠ বর্ণ, তায় ধনবলে আভিজাত্যশালী। তুমি গ্রামের নিতৃত্বগ্রহণ কর। অত্যাচারীকে দমন কর, পীড়িত নিগৃহীত

জনকে আশ্রয় দাও, সত্য ধর্ম্মের বিস্তার কর। বৃথা অভিমানের বশীভূত হয়ে দানববৃত্তির আশ্রয় নিও না। তোমার এই যে, ধন জন সম্পদ, যাকে তুমি অফুরন্ত মনে কচ্ছ, ও কিছুই নয়, দুদিনেই উড়ে ছুটে কোথায় চলে যাবে। এ পল্লীতে তুমি ন্যায়ের আসন পেতে ব'সো, আবালবৃদ্ধ নরনারী তোমার আয়ত্ত হবে।

রমা। চুপ রহ, লেক্‌চার দিতে এসো না। মানে মানে সরে পড়ো। কানাই, একটা দারোয়ান ডেকে ভণ্ডটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও।

খ্যাপা। তাইত, পতনের দিকে বড় বেশী ঝোক্ পড়েছে।

(গীত)

তুমি বনিয়ে গেছ ভেড়া।
মুখে বটে বটের পাতা, ঊর্দ্ধে উচু খাড়া॥
চারিদিকে মন্ত্র জপা, রোশনচৌকি কিবা তোফা,
করতে তোমার দফা রফা, এত রোশনাই করা।
ওত নয় পীরিতের গান, বলির মন্ত্র পড়া।
তোমার পশুলীলা ফুরিয়ে এলো, এখনও তার পাওনি সাড়া॥

যার কর্ম্মফল, সে তা ভোগ করবেই। মহেশের দম্ভ সে সাধু, সৎকর্ম্মশীল,—এই অহঙ্কারে তার পতন নিশ্চিত। আর রমাকান্ত ধনমদে অন্ধ, কাউকে চায় না বাড়তে দেখতে,তাই হিংসানলে তার দাহন পতন অবশ্যম্ভাবী! আমার দম্ভ, আমি লোকহিত কামনায় যা করি, তা অভ্রান্ত। তাই এই পতনের পথে আমি নিমিত্ত! জয় জগদীশ্বরী! তোমারই ইচ্ছা! (প্রস্থান)

রমা। জ্বালিয়ে দাও, এই ভণ্ডতপস্বীর আশ্রম কুটীর! সেই আগুনে একে জীবন্ত দগ্ধ কর! (প্রস্থান)

কানাই। এই ফাকে যা কিছু যোগাড় করে নিতে পারি। বাজার নেহাত দমে গিয়েছিল, এই নিয়ে কিছুদিন তাজা হ'বেই হবে !

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। দাদা ! যাই কর, একটা দিনের জন্য যদি রাধাকে পাই !

কানাই। সেই লাতি খেয়ে, আবার ! ধন্য তোমার রাধা-প্রেম !

সরোজ। যাই বল দাদা, রাধার লাল ঠোট দুখানির কথা মনে হলে, আমার ক্ষীরের সন্দেশ আর রসগোল্লায় অরুচি ধরে যায় !

কানাই। তবে হবিষ্য আর কাঁচকলা ধর।

সরোজ। না দাদা, আসল কথা হচ্ছে, পরেশের ঐ নধর চেহারাটায় ছুড়ী মজে গেছে। নইলে ওসব সতীপনা কথার কথা। সে দিন আমার হীরের আংটীটে ইচ্ছা করে ফেলে এসেছিলাম, ওর বাড়ীতে। ভেবেছিলাম চুরি গেছে বলে এজাহার করে, খানাতল্লাস করিয়ে ধরে দেব। পর দিন দেখি তা আমাদেরই উঠানে পড়ে ! ব্যাটারা খুব চালাক।

কানাই। আচ্ছা দেখা যাক্। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

মহেশের গৃহে মহেশ ও দয়া।

মহেশ। কি ব্যাপার! কিছুইত বুঝতে পাচ্ছি না। গণেশ লিখ্‌লে একশ টাকা পাঠাচ্ছি! তার যে কোন খবরই পেলাম না। আজ যে বিশ দিন হ'তে যায়।

দয়া। তার কি কোনও অসুখ বিসুখ করলে?

মহেশ। কি জানি! আমিত খুব বিপদেই পড়লাম! জিনিষ পত্রের বায়না করে ফেলেছি, টাকার সংস্থান কিছু করিনি। গণেশের একশ টাকা আস্‌ছে, নিজেও শতাবধি ব্যয় করেছি, বাকি একরূপ ধারে ধোরে কেটে যেত! জমিদারের লাটের টাকাটা গেলে, নিজেরও মাইনে গণ্ডা পাওনা আছে।

দয়া। আমারত মনে হচ্ছে, মেঝ ঠাকুরপোর কোনও অসুখ বিসুখ করেছে! আমারত বড় ভয়ে যেন হাত পা সরছে না। তুমি ছোট ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দাও।

মহেশ। তাইত, কোন্ দিকেই বা যাই। এদিকে রমাকান্তবাবু সমাজে ঘোট কচ্ছেন। দেখি পরেশ ফিরে এসেই বা কি বলে। তাকে পাঠিয়েছি, সামাজিকদের কাছে।

দয়া। আমার ত এ সব মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না! মেঝঠাকুরপো রইল বিদেশে, একাকী বিদেশে আছে কোনও আপদ বিপদে ঠেকল নাকি কে জানে। আজ দশদিন পথ পানে চেয়ে আছি, মেঝ বউকে নিয়ে মেঝ ঠাকুরপো বাড়ী আস্‌ছে, কত আহ্লাদে কাজ কর্ম্ম ক'রবো! মা কালী! এ কি কর্ল্লে?

(পরেশের প্রবেশ)

পরেশ। কোনও সামাজিকই আমাদের বাড়ী আস্‌বে না।

মহেশ। কেন? আমাদের অপরাধ?

পরেশ। দেশের বড় লোক রমাকান্ত বাবুর ষড়যন্ত্র। গ্রামময় অপবাদ রটেছে, মেঝ দাদা অহিন্দুর মেয়ে বিয়ে করেছেন। কেবল বিশ্বনাথ পুরোত বল্‌ছেন, তিনি ধনবানের অনুরোধ মানেন না, সত্যের সম্ভ্রম মানেন, তিনি অস্‌বেন।

মহেশ। বিশ্বনাথ গরীব ব্রাহ্মণ, রমাকান্তের ধন ধমকের ভয় রাখে না? তা যাক, এদিকে গণেশের যে এখন পর্য্যন্ত কোনও খবরই পাচ্ছি না! মনের অনন্দ স্ফূর্ত্তি যে একেবারেই দমে আস্‌ছে।

পরেশ। মেঝ দাদা বোধ হয় বাড়ীতেই আস্‌ছেন, তাই চিঠিপত্র লিখ্‌ছেন না।

মহেশ। কি জানি? পিতৃ পুরুষের মনে কি আছে কি জানি! পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ! ভোলানাথ ব্রহ্মচারীকে আস্‌তে বলেছিলে?

পরেশ। বলেছিলাম। তিনি কেমন উদাস ভাবে বল্লেন, যাব সময় মত।

মহেশ। তাইত, তিনিও যেন আজ ক'দিন আমার আছে ঘেঁস্‌তে চাচ্ছেন না। নির্লিপ্ত যোগাচারী ব্রাহ্মণ, উনিও এই গ্রাম্য দলাদলিতে যোগ দিলেন নাকি? প্রাণের ভিতর যেন অফূর্ত্তি নিরানন্দের আঁধার জমাট বেঁধে আস্‌ছে! পিতৃপুরুষের নামে দশজন জ্ঞাতি বান্ধব নিয়ে আনন্দ করবো ভেবেছিলাম, তা আর হলোনা! মানুষ ভাবে এক, হয় আর। ভগবানের ইচ্ছা সব।

(গণেশের প্রবেশ)

পরেশ। এই যে, মেঝ দাদা এসেছেন।

মহেশ। মা জগদম্বা! ভেবে ভেবে হয়রাণ হচ্ছি, আস্‌তে দেরী হচ্ছে, একখানা চিঠি লিখ্‌লেই হতো।

দয়া। আমিত তাই ভাবছি, মেঝ ঠাকুরপো নিশ্চয়ই বাড়ী আস্‌ছে। আজই হরিতলায় পাঁচসিকার ভোগ দিতে হবে। ছোট ঠাকুরপো, পাল্কি পাঠাও, মেঝ বউ বোধ হয় নৌকায় রয়েছে।

গণেশ। না, আর কার আসা হয় নি।

দয়া। সেকি, মেঝ বোউ আসে নি? তাকে একলাটী রেখে এলে! তোমরা কিযে বোঝ। বাড়ীতে যজ্ঞি, মেঝ বোউকে রেখে এলে! চল ঘরে, মুখখানা দেখি শুকিয়ে গেছে। রাত্রিতে বুঝি খাওয়া দাওয়া হয় নি।

গণেশ। হবে এখন, আগে শুনে নি!

দয়া। ও আর এখন শুন্‌বে কি! স্নান করে কিছু খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে নাও।

গণেশ। তারপর দাদা! এসব কি ব্যাপার!

মহেশ। বাবার মৃত্যু তিথি উপলক্ষে গ্রামের সামাজিকদের একবার ডাক্‌ব ভেবেছিলাম, রমাকান্ত বাবু যে গোল বাধিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় হবে না।

গণেশ। এ সব কেন!

মহেশ। সন্তান হ'য়ে পিতা মাতার উদ্দেশে কখনও কিছু করি নি। পিতৃলোক তুষ্ট হইলে দেবলোক তুষ্ট হ'ন, পিতৃ যজ্ঞের ন্যায় যজ্ঞ নাই। পিতৃ মাতৃ আত্মার তৃপ্তি উদ্দেশে দশজনকে আহারে তৃপ্ত কর্ত্তে পাল্লে, প্রাণে যে আনন্দ আসে, তা আর কিছুতেই আসে না।

গণেশ। এখন কি আপনার আনন্দ করবার সময়!

মহেশ। নিশ্চয়ই! তোরা মানুষ হয়েছিস, এখন আমি

আনন্দইত কর্‌বো। আমি মানস করেছিলাম, গণেশ উপর্জ্জনক্ষম হলে আমি আগেই বাবার উদ্দেশ্যে কিছু ব্যায় করবো। বাবা যখন মারা গেছেন, তখন তাঁর জন্য আমি একমণ চাল ও খরচ কর্ত্তে পারি নি।

গণেশ। আপনি দেনা শোধের কি মতলব কচ্ছেন!

মহেশ। পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে দেনা আর আমাদের থাকবে কেন? প্রতি বৎসরে সুদটা আমি শুধিয়ে রাখছি, এখন তুমি মাসে শ' টাকা করে দিতে পাল্লে বছর মধ্যেই দেনা শোধ হয়ে যাবে। কতই বা দেনা।

গণেশ। আমি টাকা দেব, আপনি দেনা শোধ কর্‌বেন, খুব বুদ্ধি এটেছেন বটে। তার নমুনা ত এই দেখাচ্ছেন। আগে দেনাটা শোধ করে এ আমোদ ফুর্ত্তি কর্ল্লে ভাল হতো না?

মহেশ। কি বল্‌ছিস গণেশ, তুইকি এতে অসন্তুষ্ট হচ্ছিস? আমিত কোনও মন্দ কাজ কচ্ছি না। সকলের আগে দেবতার পূজা কর্ত্তে হয় না? আমাদের যা উন্নতি, তা আমাদের বাবার পুন্যফলে। পিতৃপুরুষের আশীর্বাদেই আমাদের সুসময় এসেছে, আগে পিতৃ কার্য্য পিতৃ পূজা সম্পন্ন করে, অন্য কাজে হাত দেব।

গণেশ। ড্যাম পিতৃপুরুষ! কি প্রিজুডিস্। কবে পিতা মাতা মারা গ্যাছেন, তাদের চা'ল কলার পিণ্ডি খাওয়াতে হবে। এসব বাজে খরচে আমি নই দাদা!

মহেশ। ছি! গণেশ, ওরূপ বল্‌তে নেই। পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা: বাবার কথা তোর ভাল মনে না থাক, মায়ের কথাত মনে আছে। অমন প্রাণভরা স্নেহ যত্ন কি আর কোথাও পাওয়া যায় রে ভাই! শত অপরাধেও স্নেহময়,—রোগ যন্ত্রণায় অধীর—মরণের নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তেও পিতামাতা চিন্তা করেন সন্তানের মঙ্গল! মনে পড়ে

না বাবার মরণ কালের সেই মুখখানি ? তোরই মুখপানে চেয়ে শেষ চক্ষের পলক ফেলেছিলেন !

. গণেশ। একটা বৃথা সেনসেটিব্‌নেস্ (Sensetiveness) মাত্র। তার জন্য এই তিন শ টাকা খরচের আয়োজন ! টু স্পিক দি ট্রুথ্। (to speak the truth) এ রকম কল্লে আপনার সঙ্গে আমার বনিবনাও রেখে চলা দায় হবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার কর্‌বো, আর আপনি এইভাবে উড়িয়ে দেবেন। কতক বা পুজি কর্‌বেন, এ সব আমি প্রেরে উঠ্‌বো না।

মহেশ। কি বল্‌ছিস গণেশ ? তুই নেশা করে এসেছিস নাকি !

গনেশ। কি ইম্পার্টিনেণ্ট ? (impertinent) একজন ভদ্র-লোকের সঙ্গে কথা বল্‌ছেন্, তা বুঝে দেখবেন।

মহেশ। হা অদৃষ্ট ! গণেশ ! একি ! তুই আমার কত আদরের ভাই জানিস্ ?

গণেশ। এমন আদর আমি চাহি না। ও সব আদর নয়, সেল্‌ফিস্‌নেস্ (Selfishness)

দয়া। মেঝ ঠাকুরপো, আমার মাথা খাও ঘরে চল। আর কথা বাড়িও না। •

গণেশ। কি বদারেশন ! আচ্ছা দাদা, পাঁচু শ্যাক্‌রা আপনার কাছে কি টাকা পাবে ?

মহেশ। গুরু-পুত্রবধূর মুখ দেখ্‌তে একজোড়া মাকড়ি গড়িয়ে ছিলাম, তার দুটী টাকা বাকী আছে।

গণেশ। দেখুন, আমি ইডিয়ট নই, (idiot) এজুকেটেড ম্যান। (Educated man)

মহেশ : তুই এ সব কি বল্‌ছিস্ গণেশ ? কে তোকে এ সব

শিখিয়ে দিয়েছে? কে আমার সংসারে এমন শনি হ'য়ে ঢুকেছে? আমি যে অনেক কষ্ট করে, আপনি না খেয়ে, পরের ধারে বাঁধা হয়ে ভাইকে মানুষ করেছি, দুটো বছর যেতেও আমায় সময় দিলি না?

গণেশ। এত কথা জুটিয়ে রেখেছ! আমায় লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করেছ। অবশ্য আমার বাবার কিছু ছিল না তা নয়। তা যা'ক তোমার ডেট (debt) আমি শোধ করে দিচ্ছি,—আমিও আমার পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ তোমায় লেখা পড়া করে দিচ্ছি,—সারাজীবন ওরূপ তাগিদ সহিতে আমি পারব না! অত অব্লিগেশনে (obligation) থেকে মানুষের জীবনে শান্তি পাওয়া যায় না। তার পর যা পারি সাহায্য করবো। বাস্ তুমিও নিশ্চিন্তে থাক, আমিও হাপ ছেড়ে বাঁচি।

পরেশ। কি বলছ মেঝ দা! দেখছ না দাদার মুখের চেহারা! ওর সমস্ত রক্তগুলো যেন মাথায় উঠেছে! এ কি নিষ্ঠুরতা তোমার!

গণেশ। স্পষ্ট কথাই ভাল। দেখ আমরা রিফর্মড্ ক্লাস্ (reformed class) তোমাদের মতন আন্‌কাল্‌চার্ড (uncultured) মূর্খদের সঙ্গে আমাদের কখনও গুড টার্মস্ (good terms) থাক্‌তে পারে না।

দয়া। ঠাকুরপো, আর কথা বাড়িও না।. শ্রমকষ্টে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, চল ঘরে চল।

গণেশ। না না; এতে প্রত্যেকের ইণ্ডিপিণ্ডেন্স বজায় থাক্‌বে। যার যার ওজন বুঝে সেই সেই চলবে। দু' হাজার টাকার বিষয় লিখে দিচ্ছি, এতে পুরাণ ঋণ অবশ্য আমার শোধ গেল। এখন বড় বউ দশখানা গয়না পরেন, বা মেঝ বউ পাঁচখানা পরে, কারুর দেখবার আবশ্যক নাই।

মহেশ। গণেশ! গণেশ! চুপ কর। আর না। আমার

শ্বাস রোধ হয়ে আসছে। মাথা ঘুরছে, যা যা, আমার সুমুখ থেকে সরে যা। ওঃ! আমার যড় সাধের ঘরে আগুন লাগলো! আমার ইষ্টের আশীর্ব্বাদ বজ্র হ'য়ে শিরে নাম্‌লো! আমার এত সাধের সুখস্বপ্ন আজ ভেঙ্গে গেল! মা বসুন্ধরে, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার বক্ষে লুকিয়ে যাই।

(খ্যাপার প্রবেশ)

(গীত)

ছেলে পাশ করেছে বি-এ,।
কলেজ খরচ দিয়েছে বাবা বাস্তু বাঁধা দিয়ে॥
গ্রাজুয়েট টাইটেল ধরা, এটিকেট রিফর্ম করা,
এ যে চোস্ত ছেলের সেরা বিদ্যার বোঝা নিয়ে।
পজিশনে ভারি বুঝি ব্যাস বশিষ্ঠ চেয়ে,
বুঝি স্বর্গ হ'তে দেবতা কেউ, এসেছেন সাপ ভ্রষ্ট হয়ে॥
টাকা দিয়ে গুরুর কাছে, আপনার বুঝ বুঝে নেছে,
আপন ছাড়া আর কে আছে, সংসার আপনা নিয়ে,
আপনার বড় একজন আছে শ্বশুর মশার মেয়ে,
আর যত সব ভূতের বোঝা কাজকি ঝঞ্ঝাট দিয়ে॥
জমা ছাড়া খরচ ভারি, চাকর বামন আসবার বাড়ী।
গিন্নীর সদা মনটী ভারি কতই আবদার নিয়ে।
বাবার শ্রাদ্ধ নয়কো বড় গিন্নীর মানের চেয়ে,
বাবার চেয়ে বউটী বহুৎ বড় লোকের মেয়ে॥

গণেশ। এ কি? বেয়াদব—ইম্পার্টিনেণ্ট, ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর এসে এমনি গালাগালি করে গান গাচ্ছ?

খ্যাপা। এও কি গালাগালি হ'লো? মানুষকে মানুষ বল্লে কি তার গালাগালি হয়। পশুকে পশু বল্লে তার আপমান হয়?

গণেশ। চুপ রও বেয়াদব, তুমি জান আমি তোমার নামে ডিফামেসন কর্ত্তে পারি? আমি একজন গ্রাজুয়েট।

খ্যাপা। তাত বটেই, কুলপাবন পুত্র তুমি, ধন্য পতিত বাঙ্গালীর ঘরে! নেহাৎ অসার লতিয়ে বেড়ে যাচ্ছ, কবে গড়িয়ে পড়বে, বলা যায় না।

গণেশ। ছেঁদো কথা বল্‌তে জ্ঞান বেশ দেখ্‌ছি। তুমিইত আমার একটা ভাইকে এমনি গোল্লায় দিয়েছ।

খ্যাপা। ঠিক, আমি একটাকে গোল্লায় দিয়েছি, আর তুমি একটাকে রাজা করে তুলেছ। ভাই গোল্লায় যাক, আর স্বর্গে চড়ুক তাতে তোমার কি এসে যায় ভাই। সেল্প ছাড়াত তোমাদের হেল্প করবার কেউ নাই।

গণেশ। যাক দাদা, আমি এখন আসি। এই চৈত মাসের ভিতরই বিষয়ের কবলাটা রেজিষ্টারি করে পাঠাব।

দয়া। ওগো, মেঝ ঠাকুরপো, ফের, ফের, আমার মাথা খাও, দুটী খেয়েদেয়ে যা হয় করো! (গণেশের হাত ধরলেন)

গণেশ। না না,—পথে আস্‌তে সরোজ মুখুয্যে নেমন্তন্ন করেছে, সেখেনে খেয়ে এই ট্রেনেই যেতে হবে। (হাত ছাড়িয়ে প্রস্থান)

মহেশ। উঃ! পৃথিবীটা যেন টলছে! আকাশ যেন ঘুচ্ছে! দীপ্ত সূর্য্য যেন আকাশে লুকোতে যাচ্ছে! আহা হা! জীবন স্বপ্নময় হয়ে যাওয়াইত সুখ! ভাকি হয় না? সেই যে আঠার বছর বয়সে পিতৃহীন, অপগণ্ড দুটী ভাই, কি উপায়ে সে হ'তে এ পর্য্যন্তকার স্মৃতিটা মুছে ফেল্‌তে পারি? এমনটা কি আর কারু ভাগ্যে ঘটে থাকে? বড়

বউ! বড় বউ, আমার সুমুখ থেকে সরে যা। তোকে দেখলে সেই কথাগুলি আমার বেশী করে মনে আসে। ভোলানাথ ব্রহ্মচারী! দাদা! দেখতে এসেছ? আমার আশালতায় বিষফল ধরেছে, কণ্ঠের হার ভুজঙ্গ হয়ে দংশন করেছে, আশা করে যে সাধের ঘর বেঁধেছিলাম, আমার সে ঘরে আগুণ লেগেছে! তাই দেখতে এসেছ! এমন কি আর কারু হয়? উঃ! গণেশ কি চলে গেল? দুটী খেয়েও গেল না। কি এমন অপরাধ করেছি আমি! তোমরা ডেকে ফিরাও। অপরাধ করেছি, আমি তার কাছে ক্ষমা চাব। চাইনা আমি পিতৃকর্ম্ম দেবধর্ম্ম,— আমি ভাই চাই! আমি সব ছাড়তে পারি. ভাইত ছাড়তে পারি না! ওঃ! আমার কত আদরের ভাই! (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

দয়া। একি হলো? একি হলো? ও ঠাকুরপো? ও ঠাকুরপো একি হলো!

খ্যাপা। জল আন। ভয় নাই! পতন তোমার হবে মহেশ জানি,—এত বড় পতন হবে তা ভাবতে পারি নাই।

পরেশ। দাদা! দাদা একি হলো! মেঝদা একি করে গেলে! অবশেষে তুমি দাদাকে খুন করে চলে গেলে! দাদার বড় কোমল প্রাণ। এ কঠোর আঘাত সহ্য হবে না। দাদা! কেন অমন কচ্ছ? ভুলে যাও সব। মনে করো গণেশ বলে তোমার কেউ ভাই ছিল না। যে ছিল, সে মরে গেছে। আমি আছি,—আমি তোমার ভাইএর সাধ মিটাব। তুমিত আমায় জন্মভূমির কাজে দান করেছিলে। একটী রেখেছিলে নিজের জন্য। আর একটীকে দিয়েছিলে মা জন্মমাটীকে! আর আমি দেশের সেবায় যাব না। দেশের চেয়ে আমার দাদা বড়। দাদা! অশিক্ষিত হই, অসমর্থ হই,—আমি দাসত্ব করবো, আড়কাঠির কাছে বিক্রীত হবো, তোমার স্নেহের ধার শোধ করবো।

মহেশ। উঃ ! (চৈতন্ত হইল।)

খ্যাপা। এমন দুর্ব্বল চিত্ত নিয়ে এত বড় আশার ঘর বেঁধে বসেছিলে !

মহেশ। যা'ক ! অমৃত বৃক্ষ ব'লে যত্ন করেছিলাম, ফল ধরলে বিষ ! চূর্ণ হলো আমার দম্ভ অহঙ্কার ! দুরাশা ! এমনি কি সবারই হয় ? ব্রহ্মচারী গোঁসাই ! তুমিত বিচক্ষণ পণ্ডিত ! বল্‌তে পার এমন কেন হলো !

খ্যাপা। পারি বই কি ! কিন্তু তোমার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে এখন কি তা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মহেশ। পারবো। বলো ! বড় বউ, পরেশ তোমরাও শোন, আমি না বুঝি তোমরা বোঝ।

খ্যাপা। শোন। সকাল সকাল খাইয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা ছেলে পাঠাই স্কুলে। ছেলে যদি স্কুলের পরীক্ষাটা ভালরকমে পাশ করে যায়, তবে আমরা হাতে স্বর্গ পাই। তার পর তাকে পাঠাই সহরের বড় স্কুলে, যার নাম কলেজ। সে হচ্ছে তেতালা কোঠা-বাড়ী, সেখানে বিজ্‌লীর পাখায় হাওয়া করে। আর তার থাক্‌বার স্থান মেস বা হোটেলগুলিও অতি সুন্দর। বাবা দাদা বাস্ত বাঁধা দিয়ে খরচ যোগান, ছাত্র অবাধে আরামে বিদ্যা অর্জ্জন করেন। সেই সঙ্গে শিখে নেন, চা পান, সাবান আতর সেবন, আদব কায়দা, জামাজুতার ফ্যাসন আড়ম্বর। আর যে বিদ্যে, শিখ্‌তে যান তারা, তাতে দর্শন বিজ্ঞান, কাব্য সাহিত্য সকলই আছে। কিন্তু সকলের আগে, সকলের সঙ্গে মিশিয়ে শিখে চল্‌তে হয়, Self is all.,—আপনাকে সবার আগে চিন্‌তে হবে। Survival of the fittest, যে যত চতুর সে তত ভোগ করবার অধিকারী। Life is to enjoy.,—জীবন

ভোগের জন্য, যারা এই বিদ্যের গুরু মশাই, তাদের এইটাই প্রয়োজন, ছাত্রকে শিখিয়ে নিতে হবে, জীবন ভোগের জন্য। নইলে তাদের মনোমত গোলাম গড়ে উঠে না। পাঁচ ছ বছর এই শিক্ষার চাপে পড়ে, যখন ছাত্রের স্বাধীন মনোবৃত্তি, দেহের স্বাভাবিক শক্তি, চাপাপড়া গাছের মতন একবারে মুশ্‌ড়ে গলে আসে, তখন আবার এম-এ, বি-এ, পাশের বামে এসে দাঁড়ান এক একটী ধনবানের দুহিতা। দরিদ্র গৃহস্থ কন্যাকে এম-এ, বি-এ, বর কিনে দিতে পারে না। অনঙ্গ শাস্ত্রে যাকে বলে, soul's far better part, তাঁর সেবায় তখন বাবুর রক্ত-মজ্জা শুকিয়ে যেতে লাগে। যাক, আর একদিন বল্‌ব। তুমি নিজহাতে ভাইকে বিষপান করিয়ে পাগল করেছ, তার দোষ কি! এখন পার সংসারধর্ম্ম চালাও, না পার দর্প অহঙ্কার ত্যাগ করে, ফকির হও। যাও বউমা, খাবার আয়োজন কর গিয়ে।

মহেশ। তাই বটে। পরেশ, সামাজিক না আসুক, অন্য লোক,—নমো পোদ বাগ্‌দী কৈবর্ত্তেরা আস্‌বেত! এখন টাকার কি? তবে এখনই যাও জমিদারের কাছারী বাড়ীতে। লাটের টাকা সিন্ধুকে আছে, আমি চাবি দিচ্ছি, খাজাঞ্চিকে বলো, সিন্ধুক খুলে দেবে, তা' থেকে দু'শ টাকা নিয়ে এসো। আর কাছারীর সব আমলা, পেয়াদা নিমন্ত্রণ করে এসো। আমি কি একবার গণেশের কাছে গিয়ে, তাকে অকপটে সব জানিয়ে আস্‌বো?

খ্যাপা। নানা কোনও লাভই হবে না। তার এখন বড় প্রয়োজন, তোমার হাত হতে নিস্কৃতি পাওয়া। তার পদের মান, বিদ্যার মান, পত্নীর মান, সেই সঙ্গে তোমার মান রাখা তার দেড়শ টাকায় কুলায় না। এ সময়ে তোমার মায়া কাটান তার বড় প্রয়োজন, এ সুযোগ সে ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। তার সহায় বান্ধবও জুটেছে!—(গীত)

খলেরা অতিশয় ক্রুর, তাহা বল কে না জানে।
এত যে সুখের সংসার, ছারখার তাদের কারণে॥
সাপেতে কামড়ায় যারে, সেই মাত্র মরে প্রাণে,
খলেতে কামড়ায় একেরে অন্যে মরে অকারণে।
সাপের আছে ঔষধ মন্ত্র, খলের নাই যে কোন তন্ত্র,
কৃষ্ণ ইন্দ্রের কাঁপিছে অন্ত্র, জুতা বিনা উপায় দেখি নে।

(সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

বিশ্বনাথ পুরোহিতের বাড়ীর সম্মুখে, বিশ্বনাথ ও অনুচরগণসহ সরোজকান্ত।

সরোজ। কোথা যাচ্ছ পুরুত ঠাকুর ?

বিশ্ব। যজমান বাড়ী।

সরোজ। কোন্ যজমানের বাড়ী ?

বিশ্ব। মহেশ বাবুর বাড়ী।

সরোজ। মহেশ সমাজে পতিত, তার বাড়ী গ্রামের কেউ যাচ্ছে না, তুমি যাচ্ছ ?

বিশ্ব। মহেশ আমার যজমান।

সরোজ। যে পতিত, ধর্ম্মভ্রষ্ট, সে আবার যজমান কি ?

বিশ্ব। আমি তাকে পতিত বলে জানি না।

সরোজ। সমাজের সকলে জানে, তুমি জান না! না জান, আমাদের কাছে শুনলে।

বিশ্ব। সমাজে কেউ তাকে পতিত বলে জানে না। মহেশ স্বধর্ম্ম-নিরত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আপনারা তার হিংসা কচ্ছেন, আমি তার হিংসা করি না।

সরোজ। সমস্ত সমাজিকগণের বিরুদ্ধে তুমি এই কাজ কচ্ছ!

বিশ্ব। আমার অন্তর্দেবতা আমায় করাচ্ছেন, কে স্বপক্ষ কে বিরুদ্ধ তা আমি জানি না।

সরোজ। গ্রামে আরও অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ তোমার যজমান আছে। এ কাজে সবাই তোমায় পরিত্যাগ কর্‌বে।

বিশ্ব। করেন, আমি নিরুপায়; কিন্তু দশজনের হিংসা বিদ্বেষের অনুরোধে, আমি হৃদয়ের সত্য-দেবতার আদেশ অমান্য কর্ত্তে পারি না।

সরোজ। তুমি পুরোত বামন মাত্র, পণ্ডিত নও, দেশের প্রধান পণ্ডিত বাচস্পতি মশাইএর মতে মহেশ ধর্ম্মতঃ পতিত!

বিশ্ব। আমার বুকের মধ্যে যিনি চিরসত্য, চিরপণ্ডিত,—যার আদেশ মেনে আমি এ বয়স পর্য্যন্ত চলে আস্‌ছি, তিনি ত বলেন না। আমি আর কোনও পণ্ডিতের আদেশ মেনে ত কথনও চলিনি। আমার শাস্ত্র আমার হৃদয়।

সরোজ। এক মহেশ চক্রবর্ত্তীকে রাখ্‌তে গিয়ে তুমি গ্রামের পঞ্চাশ ঘর যজমান হারাচ্ছ! ভবিষ্যতে তোমার অন্ন বস্ত্র যোগাবে এক মহেশ চক্রবর্ত্তী?

বিশ্ব। সে ভাবনা কর্ত্তে আর পারি কই? ব্রহ্মণ্যদেব আমায় চালিয়ে নিচ্ছেন ঐ দিকে। আমার প্রয়োজন ব'লে ত, আমি সূর্য্য দেবের গতি ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমার গাছের ফলে, আমার পেট ভচ্ছে না, তা বলে ত আমি ধরণীর সবখানি রস শুষে আন্‌তে পারি না।

সরোজ। তোমার বয়স্থা আইবুড় মেয়ে ঘরে, তা জান ?

বিশ্ব। জানি সব, যে সব ভাব্‌বার সময় আমার নেই! পথ ছাড়, আমায় যেতে দাও।

সরোজ। যাও, কিন্তু জেনে রেখো, এ গাঁ থেকে তোমার আস্তানা তুল্‌তে হবে। মুখুয্যে বংশের বিরুদ্ধে তুমি যাচ্ছ!

(বিশ্বনাথ চলিয়া গেলেন, সহচরসহ সরোজও চলিয়া গেল)।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার রাত্রিতে পরাণ মণ্ডল লক্ষ্মী পূজার নব পত্রিকা ও সজ্জিত নৈবেদ্যাদি লইয়া যাইতেছে!

পরাণ। (স্বগত) না; আর হিন্দুর সমাজে ভিড়ে থাকা চল্‌বে না। কিসের হিন্দু আমরা চাঁড়াল পোঁদ! হিন্দুর মধ্যে কোন্ অধিকার আমাদের আছে? পূজা পার্ব্বণ চল্‌বে না! ঠাকুরের পায়ের ধুলি নিতে গেলে ঠাকুর সরে দাঁড়াবেন; ছু'লে তার কাপড়খানা পর্য্যন্ত মারা যায়! যাক্ কালই যাব পাদ্রি সাহেবের কাছে, যিশুর গির্জ্জায় নাম লেখাব, তবু একটা ধর্ম্মের ভিতর'ত থেকে যাব।

(বিশ্বনাথ পণ্ডিতের প্রবেশ).

বিশ্ব। কিরে পরাণ! এত রাত্রিতে কোথা যাচ্ছিস্।

পরাণ। যাচ্ছি আর কোথায়? গাঙ্গে!

বিশ্ব। কেন এত রাত্রিতে কেন! লক্ষী পুজার নব পত্রিকাত রাত্রিতে বিসর্জ্জন কর্ত্তে নাই।

পরাণ। কোথায় লক্ষী পূজা দেখছ ঠাকুর। চাড়ালের দ্বারা লক্ষী পূজা হয়! পূজা আর্চ্চা যা করবার, তা এই কল্লাম। আর না।

বিশ্ব। তোর বাড়িতে বুঝি পুরোত ঠাকুর আসে নি!

পরাণ। হ্যাঁ! এসেছে। একশ ঘর চাঁড়ালের এক পুরোত। ও গাঁ থেকে পূজা করে আস্‌ছিল, শুন্‌লাম পথে পেয়ে মুখুয্যেরা তাকে আট্‌কে রেখেছে। আমাদের উপর তাদের বেজায় আড়ি। আমাদের এ গাঁয়ে থাক্‌তেই দেবে না। তা করুক দেখি, আমরাও আর পা'র ধূলা নিতে যাব না। এবার গির্জ্জায় নাম লিখাব। সরো ঠাকুর আবার ছুয়েটুয়ে দেব।

বিশ্ব। দাঁড়া পরাণ! (হাত ধরিলেন)

পরাণ। আহা কি কল্লে? তোমার হাতে যে নারায়ণ! আমায় ছুয়ে দিলে।

বিশ্ব। ইনি আমারও নারায়ণ, তোমারও নারায়ণ! পরাণ! ফিরে চল, আমি তোমার ঘরে লক্ষী পূজা কর্‌বো।

পরাণ। কি বল, তুমি হচ্ছ ভদ্রলোকের বামন। একে মহেশ ঠাকুরকে নিয়ে একঘরে হয়ে আছ, আবার আমার ঘরে পূজা কল্লে তোমার জাত থাক্‌বে? শুন্‌ছি তোমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না।

বিশ্ব। সে সব পরের কথা। মা লক্ষীর ভক্ত, তোমার ঘরে মা লক্ষীর অধিষ্ঠান হয়েছে! চল, আমি পূজা করবো।

পরাণ। এই জন্যেই তোমাকে লোকে এক ঘরে করে! ঠাকুর, এতে তোমার পাপ হবে না?

বিশ্ব। পাপপুণ্য আমি মানি না, আমি মানি আমার বুকের আদেশ। বড় ব্যাথা পেয়ে তুমি তোমার আবাহন করা দেবতাকে বিসর্জ্জন কর্ত্তে যাচ্ছ! এমনি ভাবে মরণোন্মুখ হিন্দু সমাজের এক একটী

নাড়ী ছিড়ে যাচ্ছে! দাও পরাণ তোমার নব পত্রিকা আর নৈবেদ্য, আমি তোমার ঘরে পুজা করবো। এসো। (জীবন দাসের প্রবেশ)

জীবন। পরাণ! পরাণ! তুই এখানে?

পরাণ। হ্যাঁ কাকা, এত রাত্রে কি খবর?

জীবন। খবর অতি গুরুতর। তোমার সর্ব্বনাশ হয়।

পরাণ। কি সর্ব্বনাশ হয়?

জীবন। মুখুয্যে বাবুদের লোক, প্রায় ৩০।৪০জন হবে, তোর বড় বন্দ ক্ষেতের কাঁচা ধান কেটে নেচ্ছে!

পরাণ। সেকি? কেন?

জীবন। কেন, তাত জানছিস। ওরা ত এ গাঁয়ে কারু রাখবে না। এই রাত্রেই লোক লাগিয়েছে, ধান লুট কর্ত্তে। ওটা ওদের তালুকের জমি, খাস দখল করে নিতে চায়।

পরাণ। বল্লে কি কাকা! আমার সেই লক্ষ্মীখোলায় ধান! তাতে যে এবার মালক্ষ্মী পায়ের ধুলা ঝেড়ে দিয়ে গেছে। তাতেই যে আমার গোলা ভরে যাবে! আজ লক্ষ্মীপূজার দিনে আমার লক্ষী কেড়ে নিতে এসেছে, ডাকাতের দল! যাও ঠাকুর, লক্ষ্মীপূজা এই পর্য্যন্ত! (একখানা বাঁশ হাতে পাইল) এই! এতেই হবে! জীবন কাকা! দুটো ছেলে মেয়ে আর বউ রইল, পরাণের পরাণ এই পর্য্যন্ত!

জীবন। দাঁড়া পরাণ! অত লোকের মধ্যে একা যাবি!

পরাণ। কি বল তুমি! আমার কলজের হাড় তুলে নিয়ে যাচ্ছে! আমি দাঁড়াব! মা লক্ষ্মীখোলার মাটীতে আমি রক্ত দেব, ওরই দানায় ত এ শরীরে রক্ত মাংস, তার রক্ত তাকে দিয়ে আসি। এই আজ আমার লক্ষ্মীপূজা! রক্ত দিয়ে পূজা! লক্ষ্মীখোলার মাটী আজ রক্তে লাল হয়ে যাবে!

জীবন। সামলিয়ে যা, পরাণ। আদালতে গিয়ে দেখা যাবে, তোরইত হক, কাটিকাটা বিষয়।

পরাণ। আদালতে যাব? আদালত কাদের? ঐ জামা-জুতা-পরা বাবুদের। আদালতে সুবিচার হয়, টাকার ওজনে। থাক, সে সব পরের কথা! মায়ের বুকে কাস্তে চালাচ্ছে আমার, সবুর আর করা যায় না। যা করেন মা লক্ষ্মী! (প্রস্থান)

বিশ্ব। ব্যাপার বড় গুরুতর হলো!

জীবন। তাই ত আমি এমন সময়ে খবরটা দিয়ে ভাল করিনি। আমার বাড়ির নিচে ক্ষেতখানা। বড়ই ধানটা ফলেছে, আর ৮।১০ দিন পরে খাটি পাকবে। কি জানি ঘটে! পরাণে সোজা মরদ নয়, ত্রিশ জনের মোহাড়া একলা দিতে পারে। খুন জখম নিশ্চয়ই হবে। আমি এগিয়ে যাই। (প্রস্থান)

বিশ্ব। মা লক্ষ্মী! আমি কি করি! আমি তোমায় বিসর্জ্জন দিয়েই যাই। জান্‌লেম, এ গ্রামের লক্ষ্মীর বিসর্জ্জনই হয়ে গেছে! রমাকান্ত মুখুয্যে, আর কানাই পাল এ গ্রামটী শ্মশান না করে যাবে না! আমি আজ এই শেষবার, এ গ্রামে, এই চণ্ডালের গৃহেই লক্ষ্মীপূজা করবো, তার পরে লক্ষ্মী চিরতরে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে চলে যাব। এ গাঁয়ে আর লক্ষ্মীপূজার আবশ্যক নাই। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রমে বসিয়া ভোলা খ্যাপা গান করিতেছিলেন।

খ্যাপা। (গীত) আমার মরা হলোনা।
মর্‌লে পরে এমনি করে, মা বলা হবে না॥

জিহ্বারে তুই অন্তরঙ্গ, মা বলা দিও না ভঙ্গ।
মায়ের নামে কর না রঙ্গ, কুরঙ্গে মজো না ॥
তবে আমি মরতে পারি, এই কর যদি সঙ্করী।
রেখে রাঙ্গা চরণোপরি, বল্‌তে দাও সুধু মা! মা ॥

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। (গীত) মায়ের নামে ভক্ত ছেলের মরতে কিবা ভয়।
মায়ের নামে মরলে ছেলে হয় যে মৃত্যুঞ্জয়।
মরি, হায়, হায়, হায় ॥
মাটীর বুকটী আকড়ে ধরে আটি, দাঁড়াতে পার যদি খাটি।
মরণ যে, তোর নতুন জীবন, পতন যে তোর জয়,
জয় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, জয় গৌরাঙ্গ জয়।
মরি হায়, হায়, হায়, ॥

খ্যাপা। খুব জবাব গেয়েছিস্ পাগলি! ওকি! মুখ খানা যে ঝোড়ো মেঘের মতন কালো।

রাধা। মহাপ্রলয়ের ঝড় ছুটে গাছ পাহাড় লুঠিয়ে দিতে আস্‌ছে! আর তুমি ব'সে ব'সে আনন্দে গান কচ্ছ! এ ঝড় তুলেছে কে? তুমি? না আমি?

খ্যাপা। তোমার আমার ঝড় তুল্‌বার যদি শক্তি থাক্‌তো, তবে গোটা ভারতটা সাগরে ডুবিয়ে এতদিন একটা নতুন ভারত গড়ে তুল্‌তাম।

রাধা। এই যে গ্রামটা উলট পালট হয়ে গেল, এর জন্য তুমি আমি কিছু মাত্র দায়ী নই?

খ্যাপা। হ'তে পারি নিমিত্ত মাত্র!

রাধা। তোমার শিষ্য ভক্ত যে সব যেতে বসেছে! এই কি তোমার দেশসেবা!

খ্যাপা। হয়ত, একটা মস্ত বড় ভুল করে বসেছি। তার প্রতি-বিধান কি? যে প্রায়শ্চিত্ত বিধি হয়, শির পেতে নেব।

রাধা। কি বলো ঠাকুর? পরাণ মণ্ডল মানুষ জখম করে জেলে গেছে। বিশ্বনাথ পুরোতের বাড়ী লুট হয়েছে। মহেশ চক্রবর্ত্তী তহবিল চুরিতে পড়েছেন। গা উজোড় হয়ে গেল না। সকলের মুলেই আমি, না হয় তুমি।

খ্যাপা। পরেশের ত এখনও কিছু হয় নাই।

রাধা। আর বাকিই বা কি?

খ্যাপা। আছে বই কি? (পরেশের প্রবেশ)

সংবাদ কি?

পরেশ। আর সংবাদ কি! আমরা জাহান্নামে যাচ্ছি। আর আমাদের উদ্ধার নাই।

খ্যাপা। ব্যাপারটা কি বলত!

পরেশ। সেই ত জানেন, বাবার শ্রাদ্ধে মেঝদা রেগে চলে গেলেন, টাকা দিলেন না। কাছারীর সিন্দুকের চাবি দিয়ে দাদা পাঠালেন আমায় টাকা আন্‌তে। খাজাঞ্চি চাবি খুলে আমাকে ছ'শ টাকা দিলেন। তার পর দাদা কাছারী গিয়ে দেখ্‌লেন, তহবিলে হাজার টাকা কম। আমিই সর্ব্বনাশ করেছি। খাজাঞ্চিকে নিজের লোক ভেবে, চাবি খুলবার সময়ে কাছে থাকি নাই, সেই সুযোগে এ সর্ব্বনাশ ঘটেছে! তখনই দাদার মুচ্ছা হয়েছে! দু-দিন বাদে লাটের টাকা জমা দিতে হবে। এখন উপায়?

খ্যাপা। তাই ত বটে, মহেশ চক্রবর্ত্তীর পতনের গতি এত দ্রুত!

পরেশ। একটী কিছু উপায় বলে দিন গুরুদেব। মেঝ দাদা, দাদাকে ছেড়ে গেছেন মাত্র,—কিন্তু আমি তার সর্ব্বনাশ কল্লাম। আপনার কাছে দেশ সেবার টাকা আছে, তা থেকে অন্ততঃ হাজার টাকা আমাদের ধার দিন।

খ্যাপা। দেশ সেবার টাকা দেশের, মহেশ চক্রবর্ত্তীকে দান কর্‌বার টাকা ত নয়।

পরেশ। দান কেন? আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখছি। মেঝদা তার অংশ দাদাকে দান পত্রে লিখে দিয়েছেন, ষোল আনা সম্পত্তির মালিক আমরা।

খ্যাপা। অসম্ভব। দেশ মাতৃকার গচ্ছিত টাকা, দাদন কর্‌বার অধিকার আমার নাই।

পরেশ। এ সময়ে আপনিও একটু দয়া কর্ত্তে পারেন না? হা জগদীশ্বর! আচ্ছা! আপনি ত বলেছেন, আড়কাটিরা মানুষ কিনে নেয়। বলে দিন, কোথায় গেলে আড়কাটির সন্ধান পাব। আমি সারা জীবন বিক্রীত হতে রাজি আছি, আমায় টাকার পথ বলে দিন। আমার দাদার প্রাণ বাঁচান।

খ্যাপা। মহেশের উদ্ধারের পথ নাই। মহেশের পতন, তার কর্ম্ম-ফলে, তা কেউ রোধ কর্ত্তে পারে না।

পরেশ। কি বলেন, এমন কি কুকর্ম্ম দাদা করেছেন, যার জন্য তার এ দুর্গতি! জীবনে তিনি কারু উপকার ভিন্ন অপকার কখনও করেন নাই। আপনার দিকে না চেয়ে, আমাদের মানুষ করেছেন, কত স্নেহে কত আদরে! একজনও অন্ততঃ অন্নহীন অতিথিকে দাদা অন্ন দেন নাই, এমন দিন তার কখনও যায় নাই; বউ ঠাকুরাণীকে আমি কোলের ভাত অতিথিকে দিয়ে সারাদিন উপবাসী থাকৃতে দেখেছি।

এমন সতীলক্ষ্মী বউ ঠাকুরাণীর শেষে এই দশা! দাদা ত মরতে পড়েছেন। কোন্ পাপে তার এ দুর্দ্দশা!

খ্যাপা। মহেশের পাপ, তার বড় অহঙ্কার!

পরেশ। এ সময়ে আপনার রসনা সংযত করুন। দাদার আমার অহঙ্কার! তৃণের চেয়ে তাকে ছোট হয়ে থাকতে আমি দেখেছি। এক দিনের জন্য তাকে কোনও বিলাসাড়ম্বরে যেতে দেখিনি।

খ্যাপা। শান্ত হও, পরেশ। তোমার দাদার সব কাজ অহঙ্কার নিয়ে! আপনার দিক্ ভুলে ভাইদের স্নেহ আদরে পালন করেছেন, তাও অহঙ্কার নিয়ে। অহঙ্কার নিয়ে তার অতিথি ভোজন, পিতৃ-শ্রাদ্ধের আয়োজন। পাণ্ডবেরা রাজসূয় করেছিলেন, অহঙ্কার নিয়ে, তাই সে প্রলয় কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি! পরেশ, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, কৃপণের বরং অহঙ্কার নাই, সবার ছোট থেকে সে টাকার গণ্‌তি করে চুপে চুপে; কিন্তু দাতার অহঙ্কার অনেক! পাপীর অহঙ্কার নেই, কিন্তু পুণ্যবানের অহঙ্কার আছে! কাতর হচ্ছ কেন? বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হতে দাও।

পরেশ। বুঝ্‌লাম না আপনার এই অভিজ্ঞতার সীমা। অবশেষে আমাদের যেতে হলো, তবে রমাকান্তের আশ্রয়ে। টাকা আমাদের চাইই চাই। রমাকান্ত বাবু ছাড়া আর কে হাজার টাকা এখন দিতে পারে? কিন্তু আপনিও এ সময়ে আমাদের উপর দয়া কল্লেন না। অবশেষে রমাকান্তের হাতে যেতে হলো।

খ্যাপা। ঐত, অহঙ্কার চূর্ণ হবার সুবর্ণ সুযোগ।

পরেশ। অহঙ্কার মাৎসর্য্য বুঝি না, বুঝ্‌লাম আমাদের এই পরিণাম। এক ভাইদের হ'তে দেবাত্মা দাদার আমার এই দুর্গতি! মেঝদা, যা করেছেন বরং ভাল; তার দানপত্রে এ সময়ে উপকার

হবে। কিন্তু আমি কি কল্লাম? আমিইত তার সর্ব্বনাশ কর্ল্লাম? কি নির্ব্বোধ, কি অধম, বংশের কুলাঙ্গার আমি! (প্রস্থান)।

রাধা। আপনি কি পাষাণ?—এখনও আপনার বুক কাঁপছে না? চোক্ ফুটে পড়্ছে না। কি দেখ্ছ মুখশ্রী এ লোকটার? ও যে মরণের চেয়ে ভীষণ! আপনি নিশ্চিন্ত?

খ্যাপা। তুমি কিছু কর্ত্তে পার এর?

রাধা। পারি বই কি? আমার বাবার আখড়া বাড়ী দেবোত্র সম্পত্তি। তাই বেচে আমি মহেশ ঠাকুরকে টাকা দেবো।

খ্যাপা। পার করো! না না তা কর্ত্তে যেও না। রাধা, নিষেধ করি, দেবতার চেয়ে পরেশকে বেশী ভালবাস্‌তে যেও না। দেবতার ধনে মানুষের সেবা করো না। আমি তোমায় তা কর্ত্তে দেবো না। তোমায় নামতে দেব না পতনের দিকে। পরেশ সুরূপ যুবা, তুমি দেবতার চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসতে যাচ্ছ। সাবধান।

(রাধার প্রস্থান)

তারা পরমেশ্বরী। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর মধ্যে বটচ্ছায়ায় রাখালগণ ও হরিদাস।

রাখাল। একি ভাই হরিদাস! তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, মাঠে গরু রাখতে এলে কেন?

হরি। আমার বাবার ব্যামো, তিনিত টাকা রোজগার কর্ত্তে পারেন না। আমাদের চাকর রাখাল চলে গিয়েছে। গরু আর কে রাখবে?

রাখাল। আহা তুমি কি গরু রাখতে পারবে? তুমি স্কুলে পড়্তে যাও না?

হরি। না, বাবা আমায় স্কুলে যেতে মানা করছেন। আমি বাড়িতে ছোট কাকার কাছে পড়ব। আর ও পাড়ার পুরুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে কৃষিকার্য্য শিখব।

রাখাল। তোমার কটী গরু ?

হরি। পাঁচটী,—তিনটী গাই, দুটী বাছুর।

রাখাল। আচ্ছা, তোমার গরুগুলি আমরা রেখে দেব। তুমি ঐ গাছের তলায় বসো, রোদে আসতে তোমায় হবে না। হরিদাস ঠাকুর, হরি ঠাকুরও গরু রাখতেন, তিনি ছিলেন রাখালের রাজা। তুমিও আমাদের রাখাল রাজা। তুমি বড় ভাল গান কর, তোমার কাকা তোমায় শিখিয়েছেন। সেদিন যে গানটী গেয়েছিলে, বড় ভাল গান, আমরা প্রায় শিখেছি। আজ আবার গাও, আমরাও তোমার সাথে গাই।

(হরিদাস ও রাখাল বালকগণ গান গাহিল)

পল্লিমাটী সোনা খাঁটী, বুকটী তাহার কাশী ঠাঁই।
কালো ছায়ায় বাঁকা গাংটী ঐত আমার গঙ্গামাই।
পায়স পিষ্টক ক্ষীর নবনী, কালিয়া কোর্ম্মা যতই খাই।
সকল মধু জোগায় আমার পল্লী মাটীর লক্ষ্মী গাই।
হারে রাজা সাহেব বাবু মিষ্টার, (তোমাদের) কল কলমের বাদসাই।
পল্লী যদি লাঙ্গল গুটায় তবে সকল হবে ছাই॥

(কানাই পালের প্রবেশ)

কানাই। একি ? প্রাতঃপ্রণাম ! এযে আমাদের হরিদাস ঠাকুর !

হরি। তা আমায় প্রণাম কেন ! আপনি বুড় মানুষ।

কানাই। ও বাবা ! বামন ! দেবতা ! বামন, সাপের বাচ্চা কখনও ছোট হয় ? তুমি ঐ ছোটলোকের ছেলেদের সাথে গরু রাখতে এসেছ

কেন ? তুমি মস্ত নায়েবের ছেলে, তোমার এক কাকা হচ্ছেন, বি, এ পাস সাহেব! আর এক কাকা কবিরাজ! তোমরা হচ্ছ বাবু!

রাখাল। তাহা হোক মশাই, হরিদাসত আর গরু রাখছেনা, গরু রাখি আমরা। হরিদাস খেলা কর্ত্তে আসে। আমরা হরিদাসের কাছে গান শিখি, বই পড়ি!

কানাই। বেশ, হরিদাসের গরু ক'টি!

রাখাল। ঐত, দুটো লাল আর একটা সাদা গাই, আর দুটো সাদা বাছুর।

কানাই। (পেন্সিল কাগজ লইয়া) হাঁ! দুটী লাল আর একটা সাদা গাই, আর বাছুর দুটো সাদা, কেমন ?

রাখাল। ওর আবার লেখাপড়া কচ্ছেন কি!

কানাই। বুড় মানুষ, মনে থাকেনা, টুঁকে নিলাম। বাছুর দুটো বক্না না এড়েঁ ? (মস্তকে ফলের ঝুড়িসহ বিশ্বনাথের প্রবেশ)

বিশ্ব। পাল মশাই, মহেশ চক্রবর্ত্তীর গরুর হিসাব টুকে নিচ্ছেন, অস্থাবর ক্রোক দিতে হবে কিনা ?

কানাই। কে ? পুরোত ঠাকুর! প্রাতঃ প্রণাম ? এতবড় বোঝা মাথায় কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

বিশ্ব। বাজারে যাচ্ছি ?

কানাই। তাইত, আজ যেন বড়রকম বাজার খরচ হবে। মেয়ের বিয়ে টিয়ে জুট্‌ল নাকি ?

বিশ্ব। বিদ্রূপ ত অনেক দিন করেছ কানাই, বিশেষ কিছু লাভ ত কর্ত্তে পাল্লে না।

কানাই। আজ্ঞে, না না, তা না। দেখুন কত সুখে ছিলেন

আপনি। পুথি বগলে যজমান বাড়ী যেতেন, চাল ডাল দুধ বাতাসায় ঘর ভরা থাকৃত। আর এই মাথায় মোটে কষ্ট!

বিশ্ব। এইটে যেন তার চেয়ে কিছু আরাম বলে বোধ হচ্ছে

কানাই। যজমান বাড়ীতে গিয়ে দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ কর্ত্তাম,— সত্যই দক্ষিণা নৈবেদ্যের লোভে চাকরের মত বাধ্য হয়ে। অনেক স্থলে দেখেছি, আমি যখন যজমানের মণ্ডপে বসে, চণ্ডীর নমস্কার পড়ছি, যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ, তখন যজমান তার প্রজা খাতকের মুণ্ডপাত করবার জন্য মুহুরীর সঙ্গে ছলা পাকাচ্ছেন। আমি যখন শিবায় বিশ্ব-মঙ্গল-কারণায় নমঃ বলে শিবের মস্তকে অর্ঘ্য দিচ্ছি, যজমান তখন মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। আমি যখন অতি কষ্টেও নারায়ণের স্বরূপ ধ্যানে আনৃতে পাচ্ছি না, যজমান তখন রূপসী কোনও গণিকার ধ্যানে মগ্ন। এমন ধারা অর্থের দাসত্ব পৌরহিত্ব যে আমার খসে গেছে, তাতে বরং আরাম পাচ্ছি। আর এই দেখ্‌ছ, আমার বাস্তুমাটীর স্নেহের দান। এতে চল্‌ছে আমার ভাত কাপড়।—বড় আনন্দে।

কানাই। তা বটে, তা বটে, আপনি সু-ব্রাহ্মণ। তবে মেয়েটীর একটা সদ্‌গতি করে নেওয়াইত ভাল ছিল। লোকে কত কথা বলে।

বিশ্ব। মেয়ের বর জোটে নাই, বিয়ে হয় নাই। সেজন্য আমার ভাবনা কি। প্রজাপতির ইচ্ছা না হয়, বিয়ে হবে না।

কানাই। তা যাই বলুন, আমি আপনার উপকারের চেষ্টা যথেষ্ট করেছি। সাতপুরুষের পুরুত আপনি। ভাল বরও জুটিয়ে দিয়েছিলাম, শ চারেক টাকা খরচ কল্লেই হতো। টাকারও জোগাড় করে দিচ্ছিলাম। সুধু একখানা হ্যাণ্ডনোট দিলেই হতো।

বিশ্ব। কানাই! টাকা ধারকরে, সেই টাকায় বর কিনে মেয়ে

পাত্রস্থ করবো ? এতে যে মেয়ের অসম্মান করা হয়, নারীত্বের অবজ্ঞা করা হয়। মেয়ে যাবজ্জীবন যার দাসী হতে যাবে, তাকে আবার টাকা সোনা রূপা দিতে হবে কেন!

কানাই। আজ্ঞে আপনাদের শাস্ত্রেইত বলে, নবম বর্ষে গৌরী দান।

বিশ্ব। যখন শিব ছিলেন, তখন গৌরী ছিল! এখন শিবের স্থলে দানবের অধিষ্ঠান, গৌরীরও অন্তর্দ্ধান। থাক, বাজারের সময় যায়! নেরে রাখাল ছেলেরা, এই দুটী শসা নিয়ে তোরা ভাগ করে খা। (প্রস্থান)

কানাই। জব্দ হয়ে এসেছে। বাবা! ধর্ম্মগিরি! চুলোয় যাবে সব! আইন আদালতের পেঁচত বোঝ না। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

মহেশের গৃহে, মহেশ ও দয়া।

দয়া। এখন কেমন করে বাহিরে যাবে! সারাদিনরাত পরে, এই মাত্র তোমার চৈতন্য হলো! একটু সুস্থ না হলে, পথে চলবে কেমন করে ?

মহেশ। কি করবো দয়া! পরেশ রাত্রিতে ডাক্তার ডাকতে গিয়েছে, এখনও ফিরল না। তার নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে। আহা! আমার বড় সুখের সংসার! ভরত লক্ষ্মণ ভাই! গণেশ আমায় ছেড়ে গিয়েছে, আবার পরেশকেও কি বিধাতা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন!

দয়া। অত কুভাবনা ভেব না। ভাবতে ভাবতে অমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি হরিদাসকে গোঁসাই ঠাকুরের কাছে পাঠিয়েছি। ছোট ঠাকুরপোর সংবাদ নিয়ে আসবে।

মহেশ। কি আর সংবাদ আন্‌বে! আমি সংবাদ পেয়েছি। রাত্রি কালে পথে পরেশকে বাঘে মেরে খেয়েছে, না হয় সাপে কামড়ে মেরেছে। আমার দাদা ডাক শোনা ফুরিয়ে গেছে।

দয়া। ও মা দুর্গা! এ কি কর্লে!

মহেশ। আমার বল্‌তে কেউ থাক্‌বে না। পরাণ মণ্ডল ছিল বড় অনুগত! উপস কর্ত্তে দেখ্‌লে ধান চাল দিয়ে বাঁচাত। সেত জেলে পচে মর্‌ছে। তার জমি জিরেট লুটে নিয়েছে। তার মাগ ছেলে না খেয়ে মরছে।

দয়া। বিশ্বনাথ পুরোতের বয়স্থা কন্যার বিয়ে দিতে পাচ্ছেন না। সে দিন নাকি মুখুয্যে বাবুরা গুণ্ডার দল লাগিয়ে সেই মেয়েটাকে চুরি করে নেবার চেষ্টায় ছিল। পুরোত ঠাকুর ভয় পেয়ে মেয়ে ছেলেদের শ্বশুর বাড়ীতে রেখে এসেছেন। এরা হলো কি?

মহেশ। আর ভোলানাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমে ব'সে, আরাম কচ্ছেন। (ভোলা খ্যাপার প্রবেশ)।

খ্যাপা। মহেশ বাবু! সংসারটাকে তুমি কি মনে কচ্ছ?

মহেশ। তীব্র বিষময়। আমার পরেশের কোনও সংবাদ রাখ দাদা?

খ্যাপা। যে সংসারে এত ফুল ফুট্‌ছে, এত গন্ধ ছুট্‌ছে, এমন রবি শশী জ্বল্‌ছে। কোটী মুখ হাস্‌ছে, কোটী কণ্ঠে আনন্দের গীত গাচ্ছে। তাকে তুমি বিষময় বলে মুখ ফিরাচ্ছ? তোমরও ত এমন দিন ছিল, যখন বলতে সংসার আনন্দময়।

মহেশ। আগেত জান্‌তাম না, ভাই গণেশের নির্ম্মল ভ্রাতৃ-হৃদয়ে এমন নরককুণ্ড জেগে উঠ্‌বে, আগেত জানতাম না, আমার প্রতিবাসীর হাসিমাখা মুখের অন্তরালে, এমন ঈর্ষার বজ্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

খ্যাপা। তাই বুক ভরে আশায় কুয়াসা জমিয়ে নিয়েছ। এখন কুয়াসায় আঁধার কেটে গেছে, সংসারের স্বরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। তুমি আপন বুকে আপনি আগুন জ্বেলেছ, সংসারের দোষ কি ভাই?

মহেশ। আমি কি অন্যায় করেছি? ভাইকে আদর করে পালন করেছি, একি অন্যায় করেছি?

খ্যাপা। ভাইকে পালন করে অন্যায় করো নি। সেই আদরের প্রতিদান চেয়ে পালন করেছ।—গাছ রুয়ে, সে ফল আপনি খেতে আশা করে বসেছিলে। তাইত ফলের তীব্রাস্বাদে এখন পীড়িত হচ্ছ। তুমি মাতাল হ'য়ে উড়্‌তে যাচ্ছিলে আকাশে, পড়ে গেছ, আঘাত লেগেছে। আগে যদি দেহটাকে একটু আঘাত-সহ করে নিতে?

মহেশ। তাই বটে, এখন বল, পরেশ কোথায়?

খ্যাপা। তার প্রয়োজন কি? যার কাছে সংসার বিষময়, সে আবার সে বিষের বিন্দু বিসর্গ খুজ্‌তে যাবে কেন?

মহেশ। ক্ষমা কর দাদা, এ বিষ-কুণ্ড সংসারে সেই আমার একমাত্র অমৃতবিন্দু।

খ্যাপা। তাত বটেই, সে তোমার মুনিবের তহবিলের হাজার টাকা উড়িয়ে দিয়ে, তোমার সর্ব্বস্ব ক্ষয়িয়ে দিয়েছে। তোমার চাকরী গিয়েছে, মান গিয়েছে, সম্পদ গিয়েছে, প্রাণও যেতে বসেছে।

মহেশ। নানা দাদা! সে ত ইচ্ছে করে এমন অপরাধ করে নাই। আমার অদৃষ্ট-চক্র। সত্যি দাদা, সেই থেকে পরেশের মুখে আমি একটা দিন হাসি দেখ্‌লাম না, যেন কত অপরাধী সে। তার এমন সোনার শরীর অর্দ্ধেক হয়ে গেছে।

খ্যাপা। মনে কর গণেশের মত সেও তোমায় ছেড়ে গেছে।

মহেশ। নানা, অসম্ভব! কেন সে যাবে ছেড়ে? আমি ত

তাকে সেই টাকার জন্য একটী কটু কথাও বলি নি। পরেশ যাবে আমায় ছেড়ে! অসম্ভব! আমার বুক থেকে এক যম বই আর কেউত পরেশকে কেড়ে নিতে পার্‌বে না! তবে কি তাই হয়েছে? পরেশকে বাঘে খেয়েছে না সাপে কামড়িয়েছে?

খ্যাপা। অত মন্দ নয়, পরেশ দস্যু-হস্তে বন্দী।

মহেশ। দস্যু! কোথায় দস্যু? তবে যে দস্যু রমাকান্ত মুখুয্যে, অথবা কানাই পাল?

দয়া। হায়! হায়! তবে কি হবে! ঠাকুরপো, তোমার এ কি হলো গো! আমাদের যে আর কেউ নেই।

খ্যাপা। এ কি বউ মা! তুমি ও এলিয়ে দিচ্চ? শোন, তোমার স্বামী রুগ্ন, দেবর শত্রু-ষড়যন্ত্রে রাজদ্বারে চোর বলে অভিযুক্ত, এ সময়ে সতী তুমি, তোমার সতীশক্তির প্রয়োজন।

মহেশ। কি?—চোর! আমার ভাই পরেশ চোর?—চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়ুক,—পৃথিবী উল্টে যা'ক।

খ্যাপা। কেন? অনন্তকাল ধরে এরা এমন কোটি কোটি ব্যাপার দেখে হাস্‌ছে, আজ তোমার সঙ্গে অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে। শোন,—কানাইপালের বাড়ী সিঁদ চুরি হয়েছে, টাকার বাক্‌স সমেত পরেশকে তারা চোর ধরেছে! এখন পুলিশে চালান দিচ্ছে!

দয়া। ও ঠাকুর, বলো কি? তাকে বুঝি খুব মেরেছে! তুমি কেমন করে তা দেখে সয়ে আছ? ঠাকুর! পায়ে পড়ি রক্ষা কর! যথাসর্ব্বস্ব দাও মথুয্যে বাবুকে, পরেশকে বাঁচাও। পরেশ যে দেবতা,—তোমারই হাতে গড়া।

খ্যাপন। দেবতা নইলে দানবের সঙ্গে বিসম্বাদ হয়? মা সতী লক্ষ্মী! এই তোমার পরীক্ষার দিন এসেছে! স্বামী পুত্র ভাসুর দেবর

যত দিন শক্তিশালী সক্ষম, স্ত্রী ততদিন তাদের রক্ষণীয়া অবলা। কিন্তু যখন তারা রোগ, শোক, বিপদে অসমর্থ, তখন স্ত্রী অবলা নন্, মহা শক্তিশালিনী! কেঁদে আকুল হবার সময় এ নয়। আর কেউ নেই, এখন তুমি আছ! এ বিপদ সাঁতরিয়ে পাড়ি দিতেই হবে। বেশী কথা বল্‌বার সময় নেই।

(গীত)

এইত নারীর কাজের সময়।
সরম টুটে মরমের দায়॥
বুকে নিয়ে মাতৃশক্তি, স্নেহ প্রীতি দয়া ভক্তি,
ধরম তেজে দাঁড়াও সতী, অসুর শক্তি লুটবে ধুলায়॥
সেইত দারুণ দানব দাপে, উঠেছিল ভুবন কেঁপে,
পুরুষ তখন আপনা সঁপে লুটেছিল প্রকৃতির পায়॥
পড়লে সন্তান বাঘের মুখে, মা কি পালায় আঁচল ঢেকে,
একবার মায়ের মত পড়্‌না রুখে, খ্যাপা গাবে মায়ের জয়॥

(প্রস্থান)

দয়া। তাই, তাই ঠিক। এই ত কাজের সময় এসেছে। আর লজ্জা সরমে পায় কি! আমি উদ্ধার করবো আমার প্রাণের দেবরকে। লক্ষ্মণ যেমন ভাইএর মান বাঁচাতে বক্ষে শক্তিশেল ধরেছিলেন, আমার ছোট ঠাকুরপোও তেমনি ভাইএর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এই ঘৃণিত অপমান বুক পেতে নিয়েছে। আমি তাকে উদ্ধার করবো। আমি আজিই যাব, মেজ ঠাকুরপোর কাছে। অন্য সময়ে যা করুন, এমন বিপদ শুনে কি ঠিক থাকৃতে পারবেন্? তারই বা দোষ কি! দশজন কুলোকের কথায় মন খারাপ হয়েছিল, আমরাও ত তাকে ফিরিয়ে আনবার কোনও চেষ্টা করি নাই।

মহেশ। তাইত, তুমিও আমার তিরস্কার কর্ত্তে লাগলে! গণেশকে ফিরিয়ে আনা আমার উচিত ছিল। কিন্তু ফুরসুত পেলাম কই ?—তার পরইত তহবিল চুরি! চাকরী খারিজ! শিরঃপীড়া! বুদ্ধিলোপ! যাক, যাও, গণেশের কাছে যাও। অনন্ত সমুদ্রে পতিত যে, তৃণের আশ্রয়ও তাকে নিতে হয়। জগৎ! দেখ দুরাশার পরিণাম! ভরত লক্ষ্মণ ভাই যার, সেই মহেশ চক্রবর্ত্তী আজ নারীর রক্ষণীয়! বড় দম্ভ, বড় অহঙ্কারে মাথা উচু করেছিলাম কিনা? খুব শাস্তি পেলাম, খুব খ্যাতি অর্জ্জন কল্লাম —ব্রাহ্মণকুলে আমি জন্মে, মুনিবের তহবিল চোর,—ভাই পরেশ সিঁদচোর, —চোরেরই বংশ বটে! বাপের বংশ উজ্জ্বল হলো। (মূর্চ্ছা আসিল)

(দয়া ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন)

পঞ্চম দৃশ্য।

(বন্দী পরেশকে সঙ্গে লইয়া দারোগা কনেষ্টবল রাধার বাড়িতে খানা-তল্লাস্ করিতে আসিল, সঙ্গে সরোজ ও কানাই।)

রাধা। বেশ সেজেছে। হাতে কড়ি, কোমরে দড়ি! যেমন কর্ম্ম তেমনি সাজা!

দারোগা। তাইত, পীয়ারী যে খুব হাস্‌ছ! তোমার কি? এক জন যাবে, আর এক জন হবে!

রাধা। তাইত, দারোগা সাহেব! দেখ দেখি আমায় কেমন দেখ্‌তে!

দারোগা। খুব সুন্দরী বটে, সহরে যেতে ত খুব আদর পেতে।

রাধা। আমাকে তোমার মা'র মতন দেখায় না?

দারোগা। ছি! তুমিত বড় বেয়াদব!

রাধা। কেন? পরস্ত্রীকে মায়ের মতন দেখ্‌লে কি তোমাদের বেয়াদবি হয়?

দারোগা। এই চোর তোমায় কি ভাবে দেখে?

রাধা। ওত মায়ের মতন দেখে,—স্ত্রীজাতকে মায়ের মতন দেখতেও জানে। আর ঐ বড় বাবুটী,—উনি আমায় দেখেন ওঁর সেবাদাসীর মতন! কতই যে ওঁর সাধ! তা এখানে এ শোভাযাত্রা কেন?

সরোজ। দারোগা বাবু! এই হচ্ছে এ বদমাইসের আড্ডা। চোরাই মাল সব এর ঘরে আছ, খানাতলাসী করুন।

রাধা। সরোজ বাবু! বৈষ্ণবী হলেই ক্রোধ হিংসা একবারে নিবে যায় না। নারীর সম্বরণ শক্তিরও একটা সীমা আছে! সে সীমার বাঁধ ভেঙ্গে গেলে, এ রাক্ষসী জাত না পারে এমন কর্ম্ম নাই!

সরোজ। সে দেখা যাবে কাল, সে পরাণে চাঁড়াল জেলে, এই পরাণ-নাথকে ত এই দেখ্‌ছ!

রাধা। তাই, কালই দেখা যাবে!—সরোজ! কালই দেখা যাবে! তবে যাও, আজকে কেন আর! (তীব্র দৃষ্টিপাত)

সরোজ। যান দারোগা বাবু, ঢুকে পড়ুন। এর ঘরে চোরাই মাল আছে!

দারোগা। আমি অসমর্থ!

সরোজ। কি বলেন!

দারোগা। আমি দেখি নাই কখনও এমন প্রখর মুখজ্যোতিঃ, নয়নে এমন অগ্নি রশ্মি! মা! মা! সত্যই তুমি মা! আমি তোমায় মা ডাক্‌ছি।

রাধা। আশির্ব্বাদ করি বাবা! জননী তোমার সন্তান গরবিনী হউন। (পরেশের প্রতি) ছোট বাবু! ভয় হচ্ছে?

পরেশ। আর কোনও ভয় নাই, দাদা আমার মারা যাবেন!

রাধা। না মরবে না, দুঃখের দেহ সহজে পাত হয় না! এই নাও ঠাকুরের প্রসাদ! প্রাণে বল আস্‌বে।

পরেশ। (প্রসাদ লইয়া গান)

যা দিলে তা নিলাম আমি শিরে ধরি তোমারই দান।
তোমার জীবন তোমার মরণ তোমার দেওয়া মান অপমান॥
আগের দেওয়া সেই যে যারা, মায়াডুরি বেঁধে তারা,
আমায় করে পিছন-ফেরা সে যে বড় কঠিন টান॥
ভাঙ্গুক খেলা ফুরাক আশা, ভেসে যাক সব ভালবাসা
ছায়া-রচা আকাশ বাসা উড়িয়ে দিল কালের তুফাণ॥

(অন্যদিক নেপথ্যে খ্যাপা।)

গীত

খ্যাপা। নিরাশাতে ডুবাও না, ভাসিয়ে তোল জীবন-তরী,
কাট্‌বে তুফাণ উঠ্‌বে ভেসে এ নয় এমন তুফাণ ভারী!

(আসামী লইয়া দারোগা কনেষ্টবলের প্রস্থান।)

রাধা। (গীত) যে রচেছে বিশ্বখানা, তারে কি ভেবেছ কাণা।
সবার পিছে দিচ্ছে থানা হাসছে আপন রঙ্গ হেরি।

সরোজ। কি কাণ্ড দেখ, চারিদিকে গানের ধূয়া তুলে দিল! এরা কি যাদু জানে নাকি? দারোগাটা একবারে দমে গেল!

(খ্যাপার প্রবেশ)

খ্যাপা। (গীত) বল দেছে যে বাঘের দাঁতে,
তীর দেছে সে মানুষের হাতে।
আলোক ফোটে রাত প্রভাতে,
এই ত রঙ্গের বাহাদুরী॥

সরোজ। বাকি এখন কেবল তুমি! এই মোমদ্দমায় তোমায় আসামী কোরব, তবে ছাড়বো। হাড় জ্বালাতন করে খেলে তোমরা।

খ্যাপা। সরোজ! একটা খবর তোমায় দিতে এলাম! শুন্‌লাম তোমাদের চ'কের প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে। আস্‌ছে লাটের টাকা যদি না কুলান হয়, তবে আমার কাছে খোঁজ নিতে বলো তোমার বাবাকে, আমি টাকা দেবো।

সরোজ। তুমি টাকা দেবে ?

খ্যাপা। হাঁ! আর ত স্বজন বান্ধব কেউ রইল না। এখন তোমাদের সঙ্গেই ভাব করি; আর দেশ সেবার টাকা দিয়ে নিজে না হয় একটী জমিদারীই কল্লাম। (প্রস্থান)

সরোজ। ভড়কে গিয়েছে।

কানাই। নিশ্চয়ই। যাবে না? বাবা, বাঘের সাথে লড়াই ?

(সকলের প্রস্থান)



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গণেশবাবুর বাড়ীতে সাহেব ও মেমের সাজে গণেশ ও পরিমল কলিকাতার থিয়েটার দেখিতে যাইতে ব্যস্ত।

পরিমল। বাস্তবিক, ট্রেণে দুজনে এক সাথে না গেলে বড়ই বেয়াড়া লাগে। সাড়ি প'রেত পুরুষের গাড়ীতে চলা যায় না,—কিন্তু

কেমন যেন লজ্জা বোধ হচ্ছে! কেমন মেম সেজেছি! চেনা লোকে দেখলে কিন্তু হাস্‌বে।

গণেশ। বাঃ! কার সাধ্য চেনে তোমায় বাঙ্গালীর মেয়ে বলে? চুলগুলি একটু কটা হলেই হয়েছিল আর কি! আহা! যেন সদ্য-ফোটা গোলাপটী!

পরিমল। যাও মেনে তুমি বড় বাহানা কর! বেরিয়ে পড়া যাক, আর দেরী করে কাজ নেই। গাড়ী টাড়ী ফেল হবো শেষে। বাড়ী বোধ হয় আগে যাওয়া হবে না,—বড় দিদি আর জামাই বাবুর সাথে থিয়েটারেই দেখা হবে! তারাত খাটি সাহেব বিবি। ধুতি সাড়ী একেবারেই ছেড়েছে।

গণেশ। তারা কতবড় বড় লোক! দেড় হাজার টাকা মাইনে মাসে।

পরিমল! তুমি এখান থেকে কল্‌কাতার আফিসে বদলী হলে, মাইনে ৪০০ হবে না? তার পর বছরে বছরে বাড়বে। তুমি যদি আগে থেকে বিলেত যেতে! আজত থিয়েটার দেখবো, কাল বায়স্কোপ দেখে মটর গাড়ীতে ফিরতে হবে। পরশুত সকাল দশটায় তোমার অফিস। ওকি তুমি অমন মুখ ভার করছো কেন? তোমার যেন ভালই লাগ্‌ছে না! কি হয়েছে তোমার?

গণেশ। আস্‌ছে রবিবারে একবারে দাদাকে দেখে আসতে হবে। চিঠি পেয়েছি, তার বড় ব্যারাম।

পরিমল। সেই চিঠি! ওসব তুমি বিশ্বেস কর? পাড়াগাঁয়ের লোক কি ভয়ানক! এখনও চিন্‌লে না—তোমার দাদা ও বউদিদিকে?

গণেশ। কি জানি আগেত এমন জানতাম না।

পরিমল। আমি দেখ্‌বামাত্রই চিনেছিলাম। তোমার বউ দিদি!—

কি মুখমিষ্টি, ভিতরে ক্ষুরের ধার। হাজার হলেও আমরা জায়গার লোক, দশটা দেখে শুনে শিখেছি। আমাদের কাছে কি লুকোচুরি খাটে ?

গণেশ। তা সত্যি, সরস্বতীও তোমার কাছে বুদ্ধিতে খাটো হয়ে যায়। তবে দাদার সঙ্গে বনিবনাওটা রাখ্‌তে পাল্লাম না, এটা মনে আস্‌লে ব্যাথা লাগে। তা কি কর্‌বে, আমার সাধ্য কি ?

পরিমল। নাও মনে, তোমার দাদার কথা আর বলোনা। অমন দাদা আর দুটী দেখা যায় না। তিনিত দেশে জমিজিরেট নিয়ে বেশ দুপয়সা পুঁজি করে বসেছেন। পাড়াগাঁয়ে আর খরচ কি ? ভদ্রলোকের মতনত থাক্‌তে হয় না। নিজের একখানা ৮হাত ধুতি, গিন্নির সেই এক জোড়া ঠেটী সাড়ী, তিন মাস না হলে ধোপার বাড়ীতে যায় না। তোমার দাদার ইচ্ছে, তোমাদের বোকা বনিয়ে, কিছু জোট ঘোট করে নিতে পাল্লে বুড়ো বয়সের দিনটা বেশ চলে যাবে। ছোটটীকে গোলাম করেই নিয়েছেন, তোমাকেও চেষ্টায় ছিল, নেহাৎ আমি পিছে লেগেইত মুস্কিল। তারই জন্যইত আমি শত্রু! ঐ যে গাড়ী আস্‌ছে, ঝি গাড়ি নিয়ে এসেছে। (বিনোদার প্রবেশ)

বিনোদা। ওগো দেখো, একটা মাগী একটা ছেলে সাথে নিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌ছে।

(দয়া ও হরিদাসের প্রবেশ)

পরিমল। এ কারা গা ? হরিদাস না ? দিদি যে।

হরিদাস। কাকী মা ! আমরা এসেছি, বাবার বড় ব্যামো। ছোট কাকাকে পুলিশে ধরেছে !

গণেশ। তাইত, বউ দিদি যে, সঙ্গে আর কে ?

দয়া। আর কেউ নেই ঠাকুরপো।—আর কে আসবে ? ছোট ঠাকুরপো—(রোদন)

গণেশ। একলা এলে ? এত পথ একলা ? কি বেইমানী কাণ্ড !

দয়া। বিপদকালে মান ইজ্জত কি ঠাকুরপো ! আমরা বড় বিপদে পড়ে এসেছি।

পরিমল। তা বুঝতে পেরেছি, নইলে এই ছুটো বছর,—একখানি চিঠি লিখেও কি খবব করেছ ?

দয়া। সে কথা পরে। শোন বাড়ীর খবর। তোমার দাদাত আজ এক বছর বিছানা-ধরা, এখন একবারেই অচল। এদিকে গ্রামের মন্দ লোকেরা ছোট ঠাকুরপোকে ধরে পুলিশে দিয়েছে।

গণেশ। পুলিশে দিয়েছে ! কেন সে কি করছে ?

পরিমল। স্বদেশী বন্দেমাতরম্ কর্ত্তে গিয়েছিল আর কি ?

দয়া। না সে সব কিছু নয়। তোমার দাদার জন্ম রাত্রিতে ডাক্তার ডাক্‌তে গিয়েছিল, পথে সরোজ মুখুয্যে আর কানাই পাল তাকে চোর বলে ধরে বেঁধে নিয়েছে, তাকে কত মেরেছে ! জেলখানায় কয়েদ করে রেখেছে, পেছনে যাবার কেউ নেই।

গণেশ। ও; তাই বল। ও ত আমি জানি। অমন গুণ্ডার দলে মিশে বেড়ালেই তার পরিণাম এই। এইবার জব্দ হয়ে আসুক বংশের কুলাঙ্গার।

দয়া। বল কি ! পরেশ যে দেবতার মতন পবিত্র। সে যাবে চুরি কর্ত্তে !

হরি। মা বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

দয়া। মেঝ বৌ ! হরিদাসকে ছুটী খেতে দাও। সারাদিনের ভিতর কিছু খায় নি !

পরিমল। ঝি ! দেখত ঠাকুর কোথায় ? হাড়িতে ভাত আছে না কি ?

বিনোদা। ভাত এখন কোথায়? এইত আট্‌টার সময়ে ভাত হবে, তখন খাবে।

দয়া। তবে কিছু খাওয়ার থাকেত ওকে দাও।

পরিমল। এক পয়সার মুড়ি আর বাতাসা এনে ওকে দাও।

বিনেদা। আমি এখন যাই কখন? ওকে দাও না দুটো পয়সা,—ঐ ত মোড়ের কাছে মুড়ির দোকান, কিনে খেয়ে আস্‌বে। তোমাদের গাড়ী এলো।

পরিমল! তাইত এমন দিনেও এসেছ দিদি! আমরাত বেরিয়ে পড়্‌ছি!

দয়া। কোথা যাবে?

পরিমল। কলকাতায় যাব, বড় দিদি এসে তার করেছে, না গেলে চলে না। এইত গাড়ীর সময় হলো।

গণেশ। তাইত, আজ আর কেমন করেইবা যওয়া হয়! বড়ই মুস্কিল দেখ্‌ছি।

পরিমল। ও মা, বল কি? তাই কি হয়? তার করেছ, তারা কি ভাববে? ভদ্রলোকে এমন পারে? এই নাও হরিদাস, পয়সা নিয়ে খাবার কিনে খেয়ে এসো।

দয়া। থাক্ এখন খেয়ে কাজ নি! ঠাকুরপো, বড় বিপদে পড়ে বড় আশা করে, তোমার কাছে এসেছি। বড় ভাইটী যমের বাড়ীর পথে, ছোট ভাইটী জেলে যেতে বসেছে! আর কিছু না কর, পরেশকে ছাড়িয়ে আন, তাকে বাঁচাও। তার জন্যই তোমার কাছে এসেছি। আট বছরের ছেলে ছোট ঠাকুরপোকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, তার হাত লোহার কড়ি দিয়ে বেধেঁছে, গায়ে বেত মারছে। মাটিতে ভাত ছড়িয়ে দিয়ে তাই খেতে বল্‌ছে। তাকে দিয়ে পাথর ভাঙ্গাচ্ছে।

ঠাকুরপো! তোমার ভাইকে বাঁচাও, আমার প্রাণে যে, আর টানায় না।
আমি বিধবা হতে যাচ্ছি, তার জন্য তোমার কাছে কিছু বলবার নেই।

গণেশ। কি কাঁদাকাটি আরম্ভ কর্‌লে? এসেছ, থাক দুদিন, আমরা ফিরে আসি, তার পর শুন্‌ব।

পরিমল। ছি ছি! কি লজ্জার কথা! ভদ্র লোকের ছেলে চোর, তাকে কিনা ভাই পরিচয় দিয়ে খালাস করে আনতে হবে। তোমার দেখ্‌ছি দিদি, দরদ ভারি, বুড় গুণের দেওর কিনা?

দয়া। কি বল্‌ছিস্ মেঝবউ! সত্যই সে গুণের দেওর। লক্ষ্মণের মতন দেওর! তার কথাটা একটুকু ভাব দেখি! সে মাটীতে শুচ্ছে, চট পর্‌ছে; তাকে লোহার কড়া মার্‌ছে! আমার হরিদাশ মর্‌তে পড়লেও আমি এমন করে ছুটে আস্‌তাম না, সে যে আমার মা-হারা ছেলে, আমাকেই মা বলে জানে।

পরিমল। তাকে ভাই পরিচয় দিলে কি এদের চাকরী থাকবে? ভাই বন্দেমাতরমে ঢুকেছে জান্‌লে, সাহেব যে এখনই তাড়িয়ে দেবে।

গণেশ। সেত এক সমস্যা বটে! আমার ত চাকরী ছাড়া, জমি জিরেট বাড়ী ঘর নেই।

(গাড়োয়ানের প্রবেশ)

গাড়ো। বাবু! মোর ভারাডা দিয়ে দ্যান।

গণেশ। তোমার আবার কি ভাড়া?

দয়া। ওর ভাড়া দেড় টাকা?

গণেশ। আমি এখন ভাড়া দেই কোত্থেকে? আমার হাতে ত টাকা পয়সা নেই। যা ছিল, গণে বেছে নিয়ে পথে বেরিয়েছি! দেখ্‌ছি আজ আর যাওয়া হয় না।

পরিমল। তুমি না যাও আমার কিন্তু যেতেই হবে। তাদের তার করেছি, যাব। ওরা থাকুন না দু'দিন। গাড়ীভাড়া দু'দিন পরে না হয় দেওয়া যাবে। আজ দিদি দিয়ে দিন না।

দয়া। আমার হাতে একটী পয়সাও নেই। রেলের ভাড়া দিয়ে এমন পয়সাটী নেই যে, হরিদাসকে কিছু খাবার কিনে দেই। ঠাকুরপো, গাড়োয়ানের ভাড়াটী দিয়ে দাও।

গণেশ। গাড়ি ভাড়াটা হাতে নেই, তবে এ গাড়ি চ'ড়ে বড়মানুষি করা ভাল হয় নি। বাড়ীর যথাসর্ব্বস্ব তোমাদের ছেড়ে দিয়ে এসেছি। তবু তোমাদের আশা মেটে না! এইত মজুরি করে খাচ্ছি—তোমরা ভাব্‌ছ আমি লক্ষপতি!

দয়া। ঠাকুরপো! কি বল্‌ছ তুমি? তুমি কি আমার সেই মেঝ ঠাকুরপো! গরমের দিন পড়্‌তে গিয়ে তুমি ঘেমে গিয়েছ, আমি তোমায় বাতাস করেছি। আমি বালা বিক্রী করে তোমার পরীক্ষার খরচ দিয়েছি। তুমি ছুটিতে বাড়ী গেলে, তোমার সেবা যত্নে আবার অর্দ্ধেক সময় কেটে গেছে। আমি স্বামী পুত্রের যত্ন নিতে পারি নাই। তুমি আমার সেই দেবর! সত্যি বলেছেন গোসাই ঠাকুর, তুমি বিষ খেয়ে পাগল হয়েছ! সারাদিনের উপসী ছেলে হরিদাসের শুক্‌নো মুখ দেখেও তোমার দয়া হচ্ছে না। মেঝ বউ, কি নেশায় তোদের ধরেছে! মেমের পোষাকে সং সেজে ভুলে গেছিস, নারী ধর্ম্ম, সেবা যত্ন? নারীর প্রাণের এতটুকু কোমলতা তোর প্রাণে নাই।

(দ্বিতীয় গাড়োয়ান নেপথ্যে)

বাবু! আর সময় নেই। সাড়ে তিনটা বাজে।

পরিমল। তাইত, আর ত সময় নেই।

গণেশ। থাকো, বউ ঠাকরণ, কালকার দিনটা। নেহাৎ না গেলে

নয়, কি করি? বিনোদা, বউঠাকুরাণীর যত্ন নিয়ো। যাও কোচম্যান তোমার ভাড়া সোমবার এসে নিও। না আর পারা যায় না। দু পয়সা রোজগার করে যে একটু সুখে স্বস্তিতে থাক্‌বো, তা আর চল্‌বে না। এ দেশটার যে কি ধরণ, একজনে দু'পয়সা রোজগার করলে পালে পালে মাছির মতন এসে জুটবে। যে খেটে মর্‌বে সে নেংটী পরুক, শাক চিংড়ি খাক।—আর দশ জনকে বিলিয়ে পুষ্টি করুক। না করিলে, দেশময় তার নিন্দে— বাক! যাও, গাড়ীতে।

পরিমল। মাটী হলো আজকার ফূর্ত্তিটা।

গাড়োয়ান। মা ঠাকুরণ, এ বাবু কি তোমার আপনার দেওর?

দয়া। হ্যাঁ বাপু!

গাড়োয়ান। তোমার সোয়ামী আর এই বাবু একবাপের ছাওয়াল? আল্লা! দুনিয়ায় কারহানা দেহে দেহে, এথায় ত রইতে বাসনা হয়না। মা ঠাকরুণ, তুমি ফিরে চল, এমন কুটুমের বারীতে রইতে নেই। আমি ভারার টাহা চাহি না, ভারা বায়েত এ বয়সে ঢের টাহাই কামাই করছি, দুডা একডা টাহা না পাইলে কি অইবে! মা। তুই আমার ধর্ম্মের মা। তোর চোয়ের পাণি দেখ্‌তে আর বরদাস্ত হয়না। আমার সাথে আইস মা। আমার গাইডে টাহা আছে, আমি বাজার করে, চাউল ডাউল আন্‌ছি, তুমি পাক কর্যা ছাওয়ালরে খাওয়াইবে, আপনে খাইবে। মা ঠাকরুণ আমি মোসলমান, কিন্তু তোমায় মা ডাক্‌ছি, কোন ভাবনা করিস না। এ দিন তোর রইবে না। আমি টাকা দিমু, রেলভারা দিমু, তুমি ছাওয়াল নিয়ে বারী যাও! আয়রে দাদু! আমার কোলে! বাবু তোমার রাজত্যি হোক্‌। (প্রস্থান)

গণেশ। এই বেত্‌মিজ নিকালো হিঁয়াসে।

(স্যুটকেশ লইয়া বাহিরে গেলেন)

দয়া। তাই, তাই, ঠিক! গাড়োয়ান! দাঁড়াও আমি তোমারি সঙ্গে ফিরে যাবো। তোমারি কাছে দয়া চাবো। বাবা! তুমি হিন্দু হও, মোসলমান হও, তুমি আমার সন্তান! তোমার আশ্রয়ে আমি যাবো। তার পর আমার ছোট ঠাকুরপোকে, আমি উদ্ধার করবই! আমি যে কুলের কুলবধূ, পরেশ সেই কুলের গৌরব। আমি কুলের গৌরব উদ্ধার করবো। হায় হায়! কেমন করে, রাম লক্ষ্মণের দেশ, ভীমার্জ্জুনের দেশ, সীতা সাবিত্রীর দেশ বাংলার এ দুর্গতি হলো?

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেশের বাড়ীতে, মহেশ, দয়া ও হরিদাস

মহেশ। খুব কাতর হয়ে পড়েছ বড় বউ। আশা করে দেবরের কাছে গিয়েছিলে, আশা ভঙ্গ হয়ে ফিরে এসেছ. বড় কাতর হয়ে পড়েছ!

দয়া। না তাতে কাতর হই নি। সব অপমান বুক পেতে সহ্য করেছি। কিন্তু আজ যে আর সহ্য কর্ত্তে পারিনা। আজ ঘরে এক মুষ্টি চালও নেই, তোমাদের উপোস করে থাকতে হবে।

মহেশ। এই?—এতেই এত কাতরতা? এতদিন খেয়েছ, একটা দিন না খেয়ে থাকতে পারবে না? আর কালই বা চাল আসবে কোত্থেকে। পরাণ মণ্ডলের গোলাত নেই! শরীর থাকলে খেতেই হবে। যা'ক, চল ছেলে সাথে নিয়ে স্ত্রী পুরুষে ভিক্ষা কর্ত্তে যাই। শরীরে সামর্থ্য নেই যে, খেটে অন্ন যোটাব, ভিক্ষা এখন একমাত্র উপায়! দোষ কি তাতে? চোর-

পরিবাদে লজ্জা-নেই, ভিক্ষায় আবার লজ্জা কি? ছিল একজন,—পরেশ ছিল, সে থাক্‌লে মুজুর খেটে হোক, ভিক্ষা করে হোক, এনে খাওয়াত, সে এখন জেলে পচে মরছে। আমি তার দাদা, সে আমার বড় অনুগত ভাই, আমি তার জন্য কিছুই কর্ত্তে পাল্লাম না। আমার বল নেই, আমার টাকা নেই, আমি কিছুই কর্ত্তে পার্ল্লাম না। যাক পরের কথা ভেবে কি হবে? আপনার পেটে অন্ন নেই,—চল অন্নের যোগাড় করি গিয়ে। ভিক্ষায় অন্ন না মেলে, অনাহারে মর্‌বো। আগে ছেলে মর্‌বে, তার পর তুমি মর্‌বে। পরেশ জেলে মরেছে তার খবর পাব, তার পর আমি মর্‌বো। মর্‌বো;—অনেক কষ্ট পেয়ে, তার পর মরবো। রাস্তায় পড়ে তেষ্টায় ছাতি ফাটবে, জ্যান্ত থাকতে শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে, তার পর মরবো। তখন সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। না না, একালের আগুন সেকালেও সাথে যাবে! ভাই! দেখালে অনেক, শেখালে অনেক! মা জগদম্বা! এইত তোমার শাসনের সীমা!

দয়া। হা জগদীশ্বর!—

মহেশ। চুপ কর দয়া! জগদীশ্বর কে? যার এই জগৎ? তার নাম করে কাঁদলে কি হবে? কাঁদলে কি সে তার কাজ ভোলে! তুমি চ'কের জলে নিমের গাছে আম ফলাতে চাও? তা হয় না। হরিদাস! আজত ঘরে চাল নেই! আজত আমি খাবার দিতে পারব না। নিজে চেষ্টা করে খেতে হবে। নাও একটা ঝুলি বানাও, দোরে দোরে মুষ্টি ভিক্ষা কর গিয়ে! নিজের হয়ে বেশী হয়, আমায় দিও।

হরি। না বাবা, আমারত ক্ষিদে পায় নি। মা, কাদছিস কেন? হরি ঠাকুরকে ডাক! বাবাজি বলে গেছেন, ছোট কাকাকে খালাস করে আনবেন। তার কথা কি মিথ্যা হয়? আমি ঠাকুর-ঘরটা ঝাট দিয়ে আসি। আজ ক'দিন ঠাকুর ঘর ঝাট দেওয়া হয় না, ছোট কাকা বাড়ী আস্‌লে কত বকবে!

দয়া। না বাবা, ঠাকুর ঘর ঝাঁট দিতে তুমি যেও না। অনাহারে থেকে পরিশ্রম সইবে না।

মহেশ। সইবে না কি? খুব সইবে। গরীবের ছেলের অনেক সয়! যাও হরিদাস, ঠাকুর ঘর সাপ কর্ত্তে হয় কর গিয়ে, তার পর ভিক্ষে কর্ত্তে যাও। চাষা পাড়ায় যেও, ভদ্র পাড়ায় যেও না।

(হরিদাসের প্রস্থান।)

হরি। একি কর্‌লে? ছেলেটাকে যথার্থই ভিক্ষা কর্ত্তে পাঠালে?

মহেশ। যথার্থ নয় কি মিথ্যা! পরিহাস করবার সময় ত এ নয়। বুকে সহ্য হচ্ছে না? নরম বুক নিয়ে এসেছ, সংসারের গরম হাওয়া সহ্য হয় না। তবে যেখানে নরম পাও, গরম নেই, এমন দেশে চলে যাও। ছেলেকে একলা ভিক্ষায় যেতে দিতে ব্যাথা লাগে, নিজে সাথে যাও। আমি চল্‌তে পারি না, যাবো কেমন করে?

খাদ্যাদি লইয়া রাধা ও সেবকগণের প্রবেশ।

(সকলের গীত)

ভবের গাঙ্গে উঠল তুফান
দেখরে চেয়ে ভবের নেয়ে।
কোমর এটে ধর বটে, যেতে হবে তুকান বেয়ে॥
(মেঘের ঘটা বড় ভীষণরে)
তরঙ্গের রঙ্গ যে ভারি, বেধেছে বড় কড়া আড়ি—
কড়া উজান চড়া তুফান দিতে হবে পাড়ি।
চির দিন ত চল্‌বে নাক সুখবায়ে বাদাম দিয়ে।
(বাতাস ফিরবে ফিরবে রে ভাই।)
কাল ছিলে সুখের গানে ভোলা
আজ একটু খেল দুখের খেলা।

আলোক আবাঁর কান্না হাসি এইত জীবলীলা।
জয় পরাজয়, যখন যা হয়, নিতে হবে শির পাতিয়ে ॥
(ভবের খেলার ধারা এই)

মহেশ। তাইত, তোমরা আমার ভিক্ষা শিক্ষা দুই দিতে এসেছ! তোমরা দশ দুয়ার থেকে ভিক্ষা করে এনেছ ত! ভিখারিণী মেয়ে রাধা, তুমি ও এসেছ আমায় ভিক্ষা দিতে? কাল থেকে তুমি আর এসো না। আমার হরিদাস ভিক্ষে কর্ত্তে গেছে। পরাণ মণ্ডলের ছেলেদের দুটি দিয়ে এসেছত? তারাও আমার মত খেতে পায় না।

(হরিদাস ও তৎপশ্চাৎ কানাইপাল সহ
আদালতের চাপরাশির প্রবেশ)

হরি। বাবা! এরা কেমন ধারা লোক? ঠাকুর ঘর থেকে ঠাকুর বার করে নিতে বল্‌ছে। বলে, এ আমাদের বাড়ী।

মহেশ। আদালতের চাপরাশি, সঙ্গে রমাকান্তের গোমস্তা কানাই-পাল।—আমার বাড়ী ঘর ক্রোক কর্ত্তে এসেছ?

চাপরাশি। মহাশয়. ছায়েল শ্রীযুত বাবু রমাকান্ত মুখোপাধ্যায়, তরফ ছানি মহেশ চন্দ্র, পরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আপনার বাড়ী নিলাম হয়ে গেছে। আমরা দখল নিতে এসেছি। আপনি দখল দিতে রাজি?

মহেশ। রাজি বই কি? ডিক্রি নিলামের খবরটা আগে পাই নাই। তা নাই বা পেলাম্।

কানাই। প্রাতঃ প্রণাম, নায়েব মশাই, আমি পরের চাকর মাত্র।

চাপরাশি। তবে আমি পরওয়ানা জারি কচ্ছি, এক মাসমধ্যে এখান হ'তে আপনার বসত বাস তুলে নেবেন।

কানাই। নায়েব মশাই, একটা কথা শুনুন। আপনি যদি বলেন চাপরাশীকে কিছু জলপানি দিয়ে নাজারি লিখে দেই। আপনি ছানি

করুন। নীলাম রদ হয়ে যাবে। আপাততঃ আজকে গোটা পাঁচেক টাকা খরচ করুন।

মহেশ। মাপ কর পাল মশাই, আমি এই নিলামেই রাজি। গনেশ! শুনে সুখী হবি, বাবার বাস্তু নিষ্প্রদীপ হয়েছে! তুইত দিয়েছিলি আমায় দান পত্র লিখে,—কত ভালবেসে। আমি রাখতে পাল্লাম না। যোগ্য বংশধর জন্মেছিলাম তিনটি ভাই, খ্যাতি অর্জ্জন কল্লাম—চোর! বাবার ভিট্টায় ঘুঘু চরিয়ে তবে শান্তি!

(চাপরাশি ও কানাইএর প্রস্থান)

বাস্! কেমন হলো বড় বউ? এখনত আশ্রয় গাছতলায়! উঃ! বুক ভেঙ্গে কান্না আসে। বাস্তুও আমায় বিদায় দিলে! আহা! আমি যদি মহেশ চক্রবর্ত্তী না হয়ে অপর কেউ হতাম! চল চল বড় বউ, আজকার দিনের মত এ বাস্তুতে শেষ রান্না রাঁধ! এইত ভিক্ষের চাল পড়ে রয়েছে। তারপর চল, সংসারে অনন্ত রাস্তা পড়ে রয়েছে। অনন্ত বৃক্ষ শাখা বিস্তার করে, আমাদের বাসস্থান তৈরী করে রেখেছে। বড় বউ! হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান মনে পড়ে? আমার মনে পড়েছে। নলদময়ন্তীর কথা শ্রীবৎস চিন্তার কথা মনে পড়েছে। আমার সাহস হয়েছে! দয়া! দয়া! ভয় করোনা,—আমার সঙ্গে যেতে! আমি নল রাজার মত করবো না। রাজ্য-ভ্রষ্ট নল শনির কোপে পড়েছিল! তাই তার বুদ্ধিভ্রংস ঘটেছিল। রাণীর কষ্ট দেখতে না পেরে, অর্দ্ধবাসা দময়ন্তীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল। আমারত তেমন কিছু হয় নি। আমি তা করব না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে হরিদাস তোমার কোলে এলিয়ে পড়বে; ঝরা ফুলের মতন দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে দেখবো। তারপর তুমিও মরা পুত্র বুকে আঁকড়ে চেতনা হারাবে, মাথার উপর মধ্যাহ্ন সূর্য্য অগ্নি বর্ষণ করবে। তোমাদের মা-পুতের শব শেয়াল

কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে নির্জ্জল, নিশ্চল নেত্রে দেখবো, তার পরে আমি ছেড়ে যাব! শপথ কচ্ছি, এর আগে তোমায় পরিত্যাগ কর্‌বোনা। হোঃ তারাগো! সাবাস্‌ বটে তোমার দানব-দলনী মূর্ত্তি! মুণ্ডমালী এলোকেশী, করে অসি, রক্ত মাখা চরণ, রক্ত আঁখি! রক্ত রসনা লক্‌ লক্‌! ওঃ! কি ভীষণ!

(মহেশকে মূর্চ্ছাবস্থায় দয়া ধরিয়া লইয়া চলিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্ধকার গ্রাম্য পথে রাধা একাকিনী।

খ্যাপা প্রবেশ করিলেন।

খ্যাপা। একি রাধা! অন্ধকার গভীর রাত্রি,—চারিদিকে বন, তুমি একাকিনী এখানে কেন?

রাধা। আমার প্রয়োজন আছে।

খ্যাপা। প্রয়োজন না থাক্‌লে কেউ কিছু করে না, তা জানি। কিন্তু প্রয়োজনটা কি?

রাধা। পায় পড়ি গোঁসাই! এখান থেকে চলে যাও। আমার কি প্রয়োজন, তা বল্‌বো না।

খ্যাপা। এ পাগলও তা না শুনে যাবে না।

রাধা। ছি! আপনি কেমন ধারা সন্ন্যাসী? দেখছ না, আমি ছোট লোকের মেয়ে, কাঁচা বয়স। আমার কত প্রয়োজন থাক্‌তে পারে! তুমি তার কি শুন্‌বে?

খ্যাপা। বেটীর বজ্জাতী দেখ। এ পাগল রাধা বৈষ্ণবীকে চেনে।

রাধা। বেশ, যদি অন্তর্য্যামী হও, তবে সবই ত জান্‌ছ। যাও সরে পড়, আমার কাজে আজ বাধা দিতে পাবে না।

খ্যাপা। বুকে ও কি জ্বল্‌ছে ঠাকরুণ? বৈষ্ণবীর কি অস্ত্র স্পর্শ কর্ত্তে আছে?

রাধা। কেন থাক্‌বে না? আমার ঠাকুর বাঁশী ধরেছিলেন বৃন্দাবনে, কংসের মাথা কেটেছিলেন মথুরায়, শিশুপালের রক্তে পা ধুয়েছিলেন হস্তিনায়।

খ্যাপা। তাই ত. খুব ভেবে চিন্তেই ত পথ চিনে নিয়েছ! অকাট্য বিশ্বাস, অসীম সাহস!

রাধা। রাধা সুবল বৈরাগীর মেয়ে, দুনিয়ায় কারু খার্ত্তির সে রাখে না।

খ্যাপা। তা বুঝেছি, সরোজ মুখুয্যের প্রতিহিংসা নিতে এসেছ?

রাধা। হ'তে পার তুমি অন্তর্য্যামী! কিন্তু এ আমাকে কর্ত্তেই হবে। আমি কি অন্যায় কিছু কর্ত্তে যাচ্ছি? দুরাচার গভীর রাত্রিতে এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে, আমি জেনেছি। তার বুকে এই ছুরি বসাব। আজ থেকে এ গাঁয়ের লোকের হাড় জুড়াবে? একি অন্যায় কাজ? বাঘ মারা কি অধর্ম্ম!

খ্যাপা। তুমি দুর্ব্বল বালিকা, তুমি কি সেই দর্ব্বৃত্ত যুবকের সঙ্গে বলে আটতে পারবে।

রাধা। সে আমি বুঝবো, রাত ভোরে এসে দেখো, সরোজ মুখুয্যের মড়া রাস্তায় পড়ে আছে।

খ্যাপা। তাই ত, বুকে মহাশক্তি জাগরিত হয়েছে। ভাল সে দিন ত তুমি সরোজের উপর এত আক্রোশ দেখাও নাই, তাকে ক্ষমা করেছিলে।

রাধা। ভুল করেছি,—সে দিন তাকে জীবন্ত ফিরতে দিয়ে ভুল করেছি। নইলে কি সে পরেশ ঠাকুরকে চোর বলে জেলে দিতে পারে? শোন

গোঁসাই, পরেশ আমার মান,—নারীর মান,—মায়ের মান বাঁচাতে এসেছিল। সেই আক্রোশেই ত সেই পাঁজী বামন রাস্তায় পেয়ে পরেশকে চোর বলে জেলে দিয়েছে! সে যাচ্ছিল, ডাক্তার ডাক্তে,—তার দাদা মরণ শয্যায়। আপনার অপমান সইতে পেরেছি, কিন্তু পরেশ দেবতা, তার অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। পরেশের মোকদ্দমার আগেই আমি সরোজ মুখুয্যেকে খুন করবো! কেউ তাকে রাখতে পারবে না। দেখ পারি কি-না?

খ্যাপা। পারবে না কেন? সতীর হাতে খাড়া উঠলে, সেথা যে দানবদলনী শক্তি জেগে ওঠে। কিন্তু মা, প্রয়োজন নাই,—নর হত্যার প্রয়োজন নাই! এতে মঙ্গল হয় না। হয় ত আরও অমঙ্গল হতে পারে। পাগলের কথায় বিশ্বাস কর, সরোজের কর্ম্মফল পেকে উঠেছে, দুদিন মধ্যেই দেখবে কি দুর্গতি তার! চল, আমার সাথে চল!

রাধা। কেন তুমি এমন আমার পিছে পিছে থাক? তোমায় লুকিয়ে পারবার যো নেই।

খ্যাপা। (গীত)

মায়ের আদর বড় মিঠে, মায়ের মতন কেবা আছে,
(তাই) মায়ের আঁচল ধরে ধরে, সদাই ফিরি পিছে পিছে॥
দুষ্ট ছেলে হলে তারে বাবা পাড়ে গালি,
ভাইয়ের সাথে মন না মিশলে, ভাই ছেড়ে যায় ফেলি।
সবায় যদি করবে হেলা, দাঁড়াব মায়ের কাছে॥
দোষ পেলে মা করে রোষ যদি হয় কাছ-ছাড়া
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে, তখনই দেয় সাড়া।
ছেলের কান্না দেখলে মায়ের বুকে বড় বাজে॥
খেলতে খেলতে মাখলে ধূলা মুছায় মা অঞ্চলে।

নরকেও পড়লে ছেলে মা তুলে নেন কোলে।
মায়ের বুকটী আঁকড়ে ধরলে কাল ঘেঁসে না কাছে।
পাগল বড় মায়ের কাঙ্গাল, মায়ের আঁচল ধরা,
মায়ের নামে স্বাদ পেয়েছে, শীতল পীযূষ-ধারা।
মা-বলা মা-পাগলা ছেলে মা বলে আনন্দে নাচে।

রাধা। আমি তোমার মা ?

খ্যাপা। নইলে কি পিছে পিছে ঘুরি !

রাধা। না না, আমাতে কোনও স্নেহ মমতা নেই, আমি কাউকে খাতির করি না, কাউকে ভালবাসি না। আমি কারু মা বোন নই।

খ্যাপা। তুই ত আমার মায়ের সত্যিকার প্রতিমা ! আমার মা যখন বিশ্ব জীবকে অন্ন দান করেন, তখন তিনি অন্নপূর্ণা, আবার যখন, অরিষ্ট নাশে উন্মত্ত হয়ে খাড়া ধরে নাচতে থাকেন, তখন তিনি করালী মহাকালী। আমি ত এমনি মায়েরই সন্তান !

রাধা। ঠাকুর ! এই যে গ্রামটী ছারে খারে গেল, মহেশ চক্রবর্ত্তী গেল, পরাণ মণ্ডল গেল, রমাকান্তও যাবার মতন, এর জন্য দায়ী কে ? তুমি নও ? তুমি না পল্লীর নর নারীকে সুখ স্বাধীনতা লাভের পথ দেখাতে এসেছিলে ! এই পথ দেখিয়ে দিলে ত ? খুব আলো ধরেছ, খুব পথ দেখিয়েছ ! এখন এ আঁধারে যে নিজেই পথ পাচ্ছ না !

খ্যাপা। গীত

আঁধারে ত ভয় করি না, আঁধার আমি বাসি ভাল,
আঁধার দেখলে মনে পড়ে শ্যামা মা মোর অমনি কালো।
আঁধারে ঘোর দেখলে পরে, মনে পড়ে শ্যামা মারে,
ছায়া পথে দেখতে পাই যে, মায়ের রাঙ্গা পায়ের আলো॥
রাঙ্গা আঁখি কালো মুখে সুখ ঢেলে দেয় আমার বুকে,

আলোক আঁধার কান্না হাসি সমান আমার শাদা কালো।

রাধা। বেশ, আজ তোমার ফূর্ত্তি ধরছে না। দেখি তোমার পাগলামির দৌড়। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

সহরের রাস্তায় গণেশ ও তাহার বন্ধু দীনেশ।

দীনেশ। ও কি! আজ যে এত সকাল আফিস থেকে বেরুলে?

গণেশ। কি জানি ভাই, বেয়ারা বাড়ী থেকে এসে পড়েছে, গিন্নির কি পত্র এসেছে, কেঁদেই অস্থির, কাজেই যেতে হলো।

দীনেশ। জেনারল আফিসের সেই পোষ্ট্‌টা তোমার হলো ত?

গণেশ। হ্যাঁ! সে আর হলো! আজ তাতে একবারে চূড়ান্ত নিরাশ! সেই কোথাকার একটা ফিরিঙ্গি এসে জুড়ে বসেছে। জেনারল সাহেবের হুকুম, এ পোষ্ট ন্যাটিভ্‌কে দেওয়া হবে না। কন্‌ফিডেনসিয়াল পোষ্ট কি না?

দীনেশ। কেন? আগে ত দিয়েছে।

গণেশ। এখন সে পথ সেরেছে, ঐ কতকগুলি অর্ব্বাচীন দেশ উদ্ধারের পাণ্ডা। দেশ ত উদ্ধার কচ্ছেন ঘোড়ায় ডিম্, কেবল দু দশ জন চাকরী বাক্‌রী করে খাচ্ছিল, তার পথটী বন্ধ করে দিচ্ছে; এমন কর্ল্লে ওরা নেটিভদের বিশ্বাস কর্‌বে কেন? ঐ প্রমোশনটার জন্য আমি ত তিন শ টাকা খরচ করে বসেছি।

দীনেশ। হলে বড়ই ভাল হতো। তোমার ওয়াইফ্‌ কল্‌কাতায় থাকতেই অভ্যস্ত। স্বচ্ছন্দে কল্‌কাতায় থাক্‌তে পেতে, লাইফটা এন-জয় করে নিতে পারতে।

গণেশ। আর ভাই, বাঙ্গালীর লাহিফএর আর এনজয় কি? আঁধারে পড়েই মরতে হবে। এ খবরটা বাড়ীতে বলা হবে না, যে উইক্ মেণ্টালিটির মানুষ, শুনলে ফিট হয়ে পড়া আশ্চর্য্য নয়। কল্‌কাতা যাবার আশায় কি ফুর্ত্তি! আগে থেকেই বাড়ী ভাড়ার আয়োজন হচ্ছিল।

(দিনু শ্যাকরার প্রবেশ)

দীনু। নমস্কার বাবু!

গণেশ। তাই ত, দীননাথ যে।

দীনু। হ্যাঁ, মশাই, আজ দশ দিন ঘুরে দেখা কর্ত্তে পাচ্ছি না। আমার ত আর চলে না। আজকে টাকাগুলি দিয়ে দিতে হবে। আজ মাস কাবারের দিন।

গণেশ। তাত বটে, দাও কথাটা বলা যত সোজা, দেওয়া ত অত সোজা নয়।

দীনু। যখন দিয়েছি তখন ত সোজা ভাবেই দিয়েছি, সে আজ দেড় বছর হয়ে গেছে না? সেই একশ পনর টাকা,—এর মধ্যে ১৫ টা টাকা দেওয়াও আপনার সোজা হলো না?

গণেশ। আচ্ছা, আজ ১৫ টাকাই দিয়ে দিচ্ছি!

দীনু। না মশাই, তা হবে না, আমার টাকা শোধরিয়ে দেবেন। এ ত চাল ডালের টাকা নয়, গয়নার টাকা। ফেলে দেন টাকা।

গণেশ। কি বেয়াদব? রাস্তায় এমনি টাকার তাগিদ! যাও তোমার টাকা আমি দেবো না। ভদ্র লোকের মান বোঝ না?

দীনু। ভদ্র লোকের মান অনেক দিন বুঝে নিয়েছি! বাবুয়ানাটা ওজন বুঝে কর্লে ত এমন হয় না! সোদ্দা স্পষ্ট কথা, আজ টাকা দেবেন ভাল, নইলে কালকার কাছারীতে আমি নালিস দেবো। আপনি সাক্ষী রইলেন মশাই, আর ভদ্রতা মানুষেতা আমার নেই।

দীনেশ। ওর টাকাটা দিয়া দিতে পাল্লেই ভাল হয়। বড় বদরাগী লোক। ও এ সহরের বড় কারবারী, লাখ টাকার উপর ওর কারবার। অনেক লোককে ও বেইজ্জৎ করেছে।

গণেশ। তাই ত,—নিয়ে যাও, তোমার টাকা দীনু। আর তোমার কাছে যাচ্ছি না গয়না গড়্‌তে।

দীনু। তা হলে ত দীনে শ্যাকরা বেঁচে যায়। নমস্কার বাবু।

(টাকা লইয়া প্রস্থান)

দীনেশ। গোটা দুই কথা এখন বলি গণেশ বাবু তোমায়! শুধু দীনু শ্যাকরা নয়, দরজি, মুদি, জুতাওয়ালা, আতরওয়ালা অনেকের দেনদার তুমি আছ। তোমার এই সব বাবুগিরি দেখে লোকে হাসে। একেবারে যাবার পথে উঠেছ তুমি। তুমি ২০০ টাকা মাইনে পাও, গিন্নিটী তোমার দু হাজারীর চেয়েও বড়। এ যে মরবার পথ। দু হাত কাঁকুড়ের দশ হাত বীচি! আমি এই দশ বছর চাকরী কচ্ছি, ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকায় এসেছি। কিন্তু এখন ইচ্ছা কর্‌লে, এ গোলামি ইস্তফা দিয়ে স্বচ্ছন্দে পল্লীর বাস্তুতে ফিরে গিয়ে ডাল ভাত খেতে পাই। মেয়ে মানুষের গয়নাও গড়ি নাই,—পাহাড় বেড়াতেও কোন দিন যাই নাই। একটু জমি জিরেৎ, ক্ষেত খামার করেছি। গোলামি কর্ত্তে এসেছি, গোলামি ছাড়বো বলে। আর তোমরা এখন গোলামি কর্ত্তে এসো,—চিতায় শুয়েও গোলামি কর্‌বে বলে! এখনও সাবধান হও ভাই।

(প্রস্থান)

গণেশ। কি অপমান! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

গণেশের বাড়ীতে গণেশ ও পরিমল।

পরিমল। ও গো, দেখ, বউ দিদির পত্র! দাদা বুঝি এত দিন নাই! দাদা গো!

গণেশ। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

পরিমল। চিঠি এসেছে, দাদার ব্যাম। তাঁকে যতক্ষণ চ'কে দেখতে না পাচ্ছি, ততক্ষণ আর স্থির হতে পাচ্ছি না। আজই দার্জ্জিলিং যাত্রা কর্ত্তে হবে, গিয়ে দেখতে পাই কিনা।

গণেশ। এত ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন পরিমল? তোমার দাদা আছেন দর্জ্জিলিংএ, এখান থেকে যেতে অনেক খরচ। নিজে ছুটি পাব এমন ভরসা নেই,—সঙ্গে লোক দিতে হবে। এদিকে টাকা পয়সার নেহাৎ অভাব। এই ত তোমার সইএর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ঘুরে আসা গেল। বিস্তর খরচ হলো তাতে। এখন একটী টেলিগ্রাম করে খবর নাও, দার্জ্জিলিং যাওয়া কি সহজ?

পরিমল। ও গো বল কি? খবর আবার জান্‌ব কি? যে রূপ চিঠি এসেছে, দেখতে পাই কি না। আর কি দোশরা খবরের সময় আছে? ছি! একি ভদ্র লোকের রীতি। ভাই মর্‌তে পড়েছে, তাকে দেখতে যেতে দেবে না! দাদা! দাদা! ও গো দাদা গো! তোমায় চ'কে দেখতেও পেলুম না গো।

গণেশ। এ কি পরিমল? তোমার দাদাকে দেখবার জন্য তুমি এত কাতর হয়ে পড়েছ? আমার দাদাও পীড়িত, ছোট ভাইটী জেলে, বউ দিদি বাসা পর্য্যন্ত এসে গিয়েছেন, আমি ত সে দিকে লক্ষ্য করতে পারি নাই।

পরিমল। ও গো, আমার তেমন দাদা নয় গো! দাদা আমায় কত ভাল বাসতেন। তিনি একটা জেলার জজ সাহেব গো! আমায় তুমি কল্‌কাতায় রেখে এসো, সেখান থেকে একজন নিয়ে আমি যাব।

গণেশ। তোমার দাদা তোমায় ভালবাসেন, আর আমার দাদা আমায় ভালবাসতেন না? কিন্তু আমার যে টাকা নেই! টাকা নেই পরিমল, আমি টাকার জন্য রাস্তা ঘাটে অপমানিত হচ্ছি।

পরিমল। এ সময়ে টাকা নেই কি? এ সময়ে টাকা না থাক্‌লে চলে কি করে?

গণেশ। তা বটে! টাকার কষ্ট কখনও পাও নি! আমি টাকার কষ্টে দাদাকে ছেড়েছি, ভাই ছেড়েছি, বাস্তভিটা ছেড়েছি, তোমায় কখনও টাকার কষ্ট জানতে দেই নাই। কি বুঝবে তুমি পরিমল,—অন্তরে কি কালিমা নিয়ে আমি সব ছেড়ে কেবল তোমার সেবা কচ্ছি!

পরি। ও গো, তুমি কি বল্‌ছ? নেশা টেসা করেছ না কি?

গণেশ। না নেশা কেটে গেছে। পরিমল! পরিমল! তুমি যে আমার চোক্‌ ফুটিয়ে দিলে।—সেই যে রাশীকৃত পুরাণ স্মৃতিগুলি তুমি জাগিয়ে দিলে আমার প্রাণে! দাদা আমায় কত ভাল বাস্‌তেন!

পরিমল। আমি ত নিষেধ করি নি,—তুমি তোমার দাদাকে ভাল-বেসো না। তুমি আমার দাদাকে দেখতে যেতে দাও, তার পর তুমিও যাও তোমার দাদাকে দেখতে। তোমরা পুরুষ, ভাই ভাই বিষয় নিয়ে বিবাদ করো,—আমরা ভাইএর অনাদর করবো কেন?

গণেশ। না না, অনাদর করো না, ভাইকে অনাদর করো না; যাও, আমি টাকা দিচ্ছি,—লোক সঙ্গে দিচ্ছি, ভাইকে দেখতে যাও। আমি সঙ্গে যেতে পারবো না, আমিও ভাইকে দেখতে যাব। আমার এক ভাই যমের মুখে, আর এক ভাই জেলের ফটকে। আমি

কাকে আগে দেখতে যাই? পরিমল! বড় সময়ে তোমার ভাইএর ব্যাম হয়েছিল, তাই আমার ভাইয়ের কথা মনে পড়লো। পরিমল! আজ তুমি আমায় যা শেখালে, তোমার এত কালের প্রেম ভালবাসা আদর যত্ন,—সবার চেয়ে এ অনেক বড়। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ! টাকা আর কোথায় পাব? সামান্য কিছু টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আছে,— আর এই ঘড়ি চেন দীনু স্যাকরার কাছে রেখে আমি এক শ টাকা এনে দিচ্ছি! তাই নিয়ে চলে যাও,—আমার লাগবে মোটে ৩৲ টাকা গাড়ী ভাড়া। আমার চেয়ে তোমার গরজ অনেক বড়। হে জগদীশ্বর! যদি হৃদয়ের ভুল ভেঙ্গে দিলে, তবে আর একটু দয়া করো। দাদার মরণ শয্যায় পায়ের কাছে বসে যেন বল্‌তে পাই,—দাদা! গণেশ ফিরে এসেছে, তার ভুল ভেঙ্গে গেছে! চাকরীর ছুটি এই পর্য্যন্ত! (প্রস্থান)

(আস্তে আস্তে পরিমলেরও প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

পল্লীর বাজারে এক খানি কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে
ঝুলি কাঁধে হরিদাস!

হরি। (সুরে) কোথা হরি, কোথা হরি, কোথা তুমি আমার হরি।
এই দেখ না ভিক্ষার ঝুলি, বেড়াই দ্বারে দ্বারে ঘুরি॥
এত বড় রাজা তুমি কত টাকা কড়ি।
আমি তোমার আপনারই জন, কেন এ ভিকারী!
ক্ষুধার জ্বালায় জ্বল্‌ছে যে বুক, এইবার বুঝি মরি॥

বেশ ভিক্ষা পেয়েছি, প্রায় আট আনা পয়সা, আর এই পাঁচ সের চা'ল। এতে আমাদের তিন জনের যে তিন দিন চলে যাবে। অনেক দূরে এসে পড়েছি। এখানে কেউ আমায় চেনে না। রাধা দিদি কেমন গীত শিখিয়ে দিয়েছে !

(গীত)

এমনি এমনি এমনি করে আমি যদি মরি,
আমার বাবা আমারি যে মা. থাকবে অনাহারী।
তাদের তুমি আমার মতন খেতে দিও হরি ॥

মা আমার ভিক্ষার চাল দেখলে বড় কষ্ট পাবে। বলবো, বামণের ছেলে দেখে আমায় লোকে দয়া করে দিয়েছে, ছোট কাকা ত কালই আসবে। পরাণ দাদাও আসবে। তখন আর আমাদের কষ্ট হবে না। যাই অনেক দূর যেতে হবে। যেতে দুপুর উতরে যাবে। রাধা দিদির গানের সঙ্গে আমি একটা পদ জুড়েছি, তাই গাইতে গাইতে যাই।

সবাই ত দিয়েছে ভিক্ষা আমার ঝুলি ভরি,
তুমি ত দিলে না আমায় একটী মুঠও হরি।
তবু তোমায় বাসবো ভাল বাঁকা বংশী-ধারী ॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেশের ভগ্ন বাড়ীতে মহেশ ও দয়া।

মহেশ। দিন যাচ্ছে বেশ। তালুক মুলুক গেছে, তবু চাষারা খেতে দেয়। বাস্তু-ভিট্টা কিনে নিয়েছে রমাকান্ত মুখুয্যে, কিন্তু তাড়িয়ে দিচ্ছে না। ভোলা পাগল বলে, কোথাও যেও না, রমাকান্তের জমিদারী আমার

হবে, তখন আমার প্রজা হ'য়ো তোমরা। আমিও পাগল, নইলে ভোলা পাগলের কথায় বিশ্বাস করি! হরিদাস কোথায়? আজ আবার ভিক্ষায় বেরিয়েছে না কি?

দয়া। কি জানি, তুমি ছেলের মনে যেন কি ভাব জাগিয়ে দিয়েছ। সে রোজই চলে যায় রাধার বাড়ী, তার সঙ্গে পাড়ায় ভিক্ষে করে। আজ ত সকালেই চলে গেছে, এই দুপুরটা যায়, এখনও ফিরলো না। হা অদৃষ্ট! এতও ললাটে ছিল, দুধের ছেলে আমার পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে! হা মৃত্যু! তুমি কোথায়?

মহেশ। মৃত্যুকে ডেকো না দয়া, মৃত্যুকে ডাকলে সে আসবে কেন? আপনার ভাইকে ডেকে আনতে পারলাম না, আর মৃত্যু!—সে যে অনেক দূর,—অনেক পর। দয়া! রামায়ণ প'ড়েছ? অন্ধ মুনির কথা মনে আছে? তারা পতি পত্নী দুইজন ছিলেন অন্ধ! একটী ছেলে ছিল সিন্ধু. সে অন্ধ বাপ মাকে ফল জল এনে খাওয়াত। আমরা তেমনি না? পরে একদিন রাজা দশরথ তাঁর বাণ ছোড়ার কসরত দেখাতে গিয়ে, সেই অন্ধের নড়ি গাছটী ভেঙ্গে দিলেন! আমাদের যদি তেমনি হয় দয়া! দেশের রাজা রমাকান্ত যদি আমার হরিদাসের বুকে বাণ মারে? বড় বউ! আজ আমার মূর্চ্ছা আসছে না কেন? এতক্ষণ সজ্ঞানে থাকাত আমার সহ্য হচ্ছে না। আজ পরেশের মকদ্দমার দিন। এত বেলা মকদ্দমা হয়ে গেল।

দয়া। কি করবো, গোঁসাই ঠাকুর নিষেধ কল্লেন, নইলে আমি নিজে গিয়ে আদালতে দাঁড়াতাম, দেখতাম কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আমার বোধ হচ্ছে, ছোট ঠাকুরপো খালাস হয়ে বাড়ী আসছেন।

মহেশ। আর আমার মনে হচ্ছে, পরেশের তিন বছর জেল হয়েছে। এমনটা না হলে মা জগদম্বার আমার প্রতি যোল আনা দয়া দেখান হবে

কেন ? বড় বউ, একটা জীবনোপায় ঠিক করেছি, ছেলেকে আর ভিক্ষায় যেতে দিও না। সহরে গিয়ে তুমি মুড়ি মুড়কি ভাজবে, আর আমি বেচবো, হরিদাস রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করবে। কত লোক এমনি ভাবে খেয়ে বাঁচে। পরাণ আর বিশ্বনাথ পুরোতকে সাথে নেব।

অচেতন হরিদাসকে লইয়া পরাণের প্রবেশ

ওকি ! ওকে ? দয়া ! দয়া, চক্ষু বুজে ফেল ! শুয়ে পড়, অচেতন, হও মূর্চ্ছা যা ! এইত সিন্ধুবধের ব্যাপার !

পরাণ। বড় বাবু ! এ কি করেছেন ? এই কচি ছেলেকে ভিক্ষা কর্ত্তে দিয়েছেন ? হায় ! হায়রে ?

মহেশ। তাইত, মরা নাকি ? কোথায় পেলি ?

দয়া। ও হো ! হো ! বাবা গো ! একি হলোরে !

মহেশ। শান্ত থাক, শুনে নি ব্যাপার কি ? বল পরাণ, কি ঘটেছে ?

পরাণ। আমি জেল থেকে খালাস হয়ে বাড়ী আসছিলাম। রাস্তায় বটগাছ-তলে হরিদাসকে দেখতে পাই, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মাথায় তেল জল দিয়েছি, তবু জ্ঞান হলো না। দেখুন শ্বাস বচ্ছে যেন এখনও ! একি ! না, এখন যেন শ্বাসও পাওয়া যাচ্ছে না। পায়ে একটা রক্তের দাগ, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। (হরিদাসকে নামাইয়া রাখিল)

মহেশ। এইত রক্তের দাগ, ক্ষতচিহ্ন। সর্পাঘাত ! হরিদাস সর্পাঘাতে মরেছে ! সিন্ধু বধেরই ব্যাপার !

দয়া। হায় ! হায়রে ! বাবা হরিদাস, তুইও আমাদের ছেড়ে গেলি ! ও বাবা ! তুমি যে ভিক্ষা করে মা বাপকে খাওয়াতে গিয়েছিলে,—এখন আমাদের কে খাওয়াবে ?

মহেশ। চুপ কর অভাগিনী, এতটাতেও তোর চোকের জল শুকায় নি। চোক মোছ ! আর আমাদের শোক করবার সময় নেই। চল

ছেলে নিয়ে শ্মশানে যাই। আজ আর একটা অভিনয় হবে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের অভিনয় হবে। মা জগদম্বা! জীবন-রঙ্গমঞ্চে কত রঙ্গেই নাচালে। এখন যবনিকা ফেলবার সময় হলো না?

পরাণ। বিধাতার বিচার কি? মহেশ চক্রবর্ত্তীর এই দশা! তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম সব মিথ্যে। জেল থেকে খালাস হয়ে আসছি, এই ছমাস পরে, ছেলে মেয়ে ছুটো, আর বউটাকে দেখতে তাড়াতাড়ি ছুটছি, পথে পেলাম এই নূতন কাজ। আপনারা ব্যস্ত হবেন না, সাপে কাটলে চিকিৎসা আছে, আমি ওঝা ডেকে নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

দয়া। না, আর ওঝার দরকার নেই। ওঝায় যদি বাঁচাবে, তবে ছুধের ছেলেকে ভিক্ষায় পাঠাব কেন? ও বাবারে! বুক যে ফেটে যায়! ওগো! আর এ জীবন রাখতে পারি না গো! স্বামী! এই বার আমায় ক্ষমা কর। আমি হরিদাসের সঙ্গে যাই। বড় অসময়ে তোমায় ফেলে চল্লাম! কিন্তু মায়ের প্রাণের জ্বালা বুঝে আমায় ক্ষমা কর! ও, বাবারে! আমার মাথা-খোঁড়া বুক-যোড়া ধন! যাদু! একটীবার মা বলে ডাক!

মহেশ। না আর ডাকবে না। চল শ্মশানে যাই। ওঃ! ভার ত কম নয়! আমি ত পারি না। ধর বড় বউ, বুকে নাও ছেলে। এর পর লোক এসে পড়বে। বিশু পুরোত শুন্‌লে ছুটে আসবে। একটা গোল বাধাবে। সময় নষ্ট করে কাজ নেই। সাপে কাটা রোগী বাঁচে বলে, মহেশ চক্রবর্ত্তীর ছেলেও বাঁচবে? না না, তা হয় না।

দয়া। না, বাঁচবে না, চল চল তাই চলো, লোকে না জানতে চল। আর লোকের সমুখে মুখ দেখিও না। চল আমি বাবাকে নিচ্ছি। আমি রাণী শৈব্যা! আর তুমি রাজা হরিশ্চন্দ্র!

(হরিদাসের মৃত দেহ লইয়া উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেট, আসামীর কাঠগড়ায় পরেশ, কোর্ট-দারোগা,
উকিল মোক্তার, সরোজকান্ত, কানাই পাল,
রমাকান্ত প্রভৃতি।

(ভোলা খ্যাপা প্রবেশ করিলেন)

কানাই। হুজুর! এই সেই সন্ন্যাসী, ডাকাতের দলের সর্দ্দার! ভয়ানক স্বদেশী! এর দলে অনেক গুণ্ডা আছে। এর ভয়ে আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে লোক ভয় পায়! একে আটক করার হুকুম করুন।

ম্যাজি। এর বিরুদ্ধে ত কোনও নালিস নাই।

কানাই। আছে বই কি? এজেহারে লেখা আছে চোরের দলে বহু লোক। এ তার একজন, এই দলপতি, মকদ্দমার তদ্‌বির কর্ত্তে এসেছে।

ম্যাজি। সন্ন্যাসী! তোমার এখানে আসবার কি প্রয়োজন?

খ্যাপা। বিস্তর প্রয়োজন! সত্যের আলোকে মিথ্যার আঁধার উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন,—ধর্ম্মের পেশনে অধর্ম্মকে চূর্ণ করবার প্রয়োজন,—ভ্রান্তি ঘুচিয়ে শান্তি সংস্থান করবার প্রয়োজন।

ম্যাজি। আস্তে কথা বল, জান এটা কোর্ট! তুমি আসামীর পক্ষে ছাপাই দিতে এসেছ?

খ্যাপা। না, আমি আসামীর সহযোগী, আমিই দলের নেতা।

ম্যাজি। বেশ, তুমি নিজে ধরা দিতে এসেছ? একে আসামীর পাশে দাঁড়িয়ে দাও। এর বিরুদ্ধে একটা ওয়ারেণ্ট ইস্যু কর।

কানাই। একি কাণ্ড! ব্যাটার উদ্দেশ্য কি? মুখের দিকে তাকাতে যে ভয় করে। চোক দুটো যেন জ্বলছে!

সরোজ। লোকটা যাদু জানে। মন্ত্র দিয়ে ভুলাবে না কি? আমারও বুক কাঁপছে।

খ্যাপা। কানাই পাল! সরোজকান্ত! বল, আসামীর বিরুদ্ধে তোমাদের কি অভিযোগ? মা! জীবনে এই প্রথম দুরন্তপনা কচ্ছি!

কানাই। এঁ্যা! এঁ্যা! তুমি কে? তোমার হাঁতে দণ্ড! চক্ষে সহস্র সূর্য্য জ্বলছে! ওঃ! আগুন! আগুন! সন্ন্যাসী! বাবাজি! ক্ষমা কর, বাঁচাও।

খ্যাপা। বাঁচবে, সত্য কথা বল।

ম্যাজি। ব্যাপার কি! তোমরা এমন কচ্ছ কেন?

কানাই। হুজুর! এই পরেশ চক্রবর্ত্তী নির্দ্দোষ! আমি সরোজ মুখুয্যের অনুরোধে মিথ্যা এজেহার দিয়েছি।

ম্যাজি। বটে! সরোজ কান্ত তুমি কি বল?

সরোজ। আমি রাধা নামে এক যুবতীর ধর্ম্মনাশ কর্ত্তে গিয়েছিলাম এই পরেশ তায় বাধা দিয়ে আমায় অপমানিত করে। সেই আক্রোশে আমি একে অন্যায় রূপে চোর বলে চালান দিয়েছি। পরেশ নির্দ্দোষ! বাবাজি! রক্ষা কর? বাঁচাও! নিবিয়ে দাও চ'কের আগুন।

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। আমিই সেই অনাথা যুবতী ভিখারিণী। বিচার কর্ত্তা, বিচার করুন, আমার নালিশ নিতে হবে। যাতনায় আমার বুক পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে! পাপীর দণ্ড আমায় দেখতে হবে। নইলে এ জ্বালা জুড়াবে না। তুমি বিচার না কর, আমি নিজে করবো। এই দেখ, ছুরি! এই ছুরি আমি পাপিষ্ঠের বুকে বিঁধাব। আমার যে দেহ আমি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেছি, ঐ দুরাত্মা,—ঐ দুরাত্মা আমার সেই দেহ স্পর্শ করেছে।

ম্যাজি। শান্ত হও সতী! সন্ন্যাসী, তুমি কি যাদু জান?

খ্যাপা। না যাদু জানি না, আমি ব্রাহ্মণ, আজন্ম ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের কখনও অবমাননা করি নি। ব্রাহ্মণের সম্মুখে মিথ্যা বলে, সাধ্য কার?

ম্যাজি। পরেশ চক্রবর্ত্তী নির্দ্দোষ খালাস। কানাই পালকে মিথ্যা এজেহার দেওয়ার দরুন, ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা গেল! আর এই যুবতীর অভিযোগে, সরোজ মুখুয্যেকে গ্রেপ্তার কর! এমনই ব্রাহ্মণ তুমি হে ব্রাহ্মণ!—তবে ব্রাহ্মণের দেশ ভারতের এমন দুর্গতি কেন?

খ্যাপা। তুমিও ব্রাহ্মণ সন্তান,—ঋষি ভরদ্বাজের সন্তান, এখন মিষ্টার মুখার্জি হয়ে বিচারপতি! এত বড় একটা জেলার কর্ত্তা। এত গরমে চার পর্দ্দা পোষাকের চাপে তোমার রক্ত সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তুমি আইনের ধারা উপধারার বলে বিচার কচ্ছ। তোমার বুকের মধ্যের যে ব্রহ্মণ্য দেব, তার দিকে তাকাবার অবসর পাও কি বিচারকালে? বিচার ত ব্রাহ্মণেরই কাজ, সত্যদর্শী ঋষিরই কাজ! সে সত্যের মর্য্যাদা, সে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা তুমি রাখ কি? সংযত সমাহিত চিত্তে বুকের মধ্যকার সত্য দেবের সাথে আলোচনা করে থাক তুমি বিচার কালে?—হে ব্রাহ্মণ বিচার পতি!

ম্যাজি। না না, আমি বিচার পতির অযোগ্য। দীর্ঘকাল বিচারাসন কলঙ্কিত করেছি মাত্র। কত নিরপরাধকে দণ্ড দিয়েছি, কত অপরাধীকে মুক্তি দিয়েছি! কত পীড়িতের, লাঞ্ছিতের অভিযোগ অবজ্ঞা উপেক্ষা করেছি! জীবনে আমি সত্য বিচার কর্‌বার সুযোগ এই আজ পেলাম, হে ব্রাহ্মণ! তোমার কৃপায়! আজ আমি কি দেখছি! এই যে বিশ বছর আমি জেলার কর্ত্তা হয়ে, প্রজা পালনের ভার নিয়েছি রাজার দরবারে,—আমি ত প্রজা পালন করি নি!—আপনাকে পালন করেছি! দশটায় এসেছি বিচার স্থলে, পাঁচটায় ফিরেছি। অবসর সময় খেলা-ধূলা, পান ভোজনে, ক্লাবে ডিনার পার্টিতে কাটিয়ে দিয়েছি। অখাদ্য আসুরিক

খাদ্য আমার ভোজন, রাজসিক পরিচ্ছদ আমার সজ্জা! আমার সত্বশক্তি কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আমার শাসনীয় প্রজার মধ্যে কত দুর্ব্বল নিগৃহীত হচ্ছে, কত সতীর ধর্ম্মনাশ হচ্ছে, কত সাধুর অবমাননা হচ্ছে, আমি তার অনুসন্ধান করা কখনও প্রয়োজন মনে করি নাই। অনেক কথা! ব্রাহ্মণ! দয়া করে আমায় গৃহে একবার পদার্পণ করবে? আর আমি বিচারাসন কলঙ্কিত করবো না! আমি ব্রাহ্মণ সন্তান,—আবার ব্রাহ্মণ হবার চেষ্টা করবো। তুমি দয়া করবে ত? আজ আমার কাছারি এই পর্য্যন্ত!

খ্যাপা। আচ্ছা যাব। যাও পরেশ, শীঘ্র বাড়ী রওনা হও!

(রমাকান্ত ও খ্যাপা ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল)

রমাকান্ত বাবু! তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে। পাথরের মত নিশ্চল! কি ভাবছ?

রমা। ব্রাহ্মণ! এত শক্তি তোমার? আমার পাহাড়ের মত মানটা আজ তুমি ধূলি-চূর্ণ করে দিলে! আর দেশে মুখ দেখাতে ইচ্ছা নাই। তাই ভাবছি, কোথা গিয়ে এ পোড়া মুখ লুকিয়ে রাখি।

খ্যাপা। তা হ'লে তোমার জমিদারী রাখবে কে? ছেলে ত জেলে আটক হলো। তোমার জমিদারীর আস্‌ছে লাটের টাকার যে কুলান নাই। টাকা ধার করো, জামিন দিয়ে ছেলে খালাস করো।

রমা। এত সংবাদ তুমি রাখ! যদি সংবাদই রাখ, তবে আর গোপন করে ফল কি? জমিদারী আমার থাকবে না। রাখবারও ইচ্ছে নেই। এবারকার লাটের টাকা সংগ্রহ আমার হবে না, ধার আমি কোথাও পাব না। তুমিই ত বুঝতে পাচ্ছ, আমার পাপ চরমে পৌঁছিয়েছে।

খ্যাপা। থাকবে তোমার জমিদারী, আমি রেখে দেবো। আমি দেবো টাকা,—চল আমার সাথে।

রমা। তুমি আমার উপকার করবে?

খ্যাপা। করবো বলেই ত দাঁড়িয়েছি। দেশ সেবার জন্য ভিক্ষালব্ধ লক্ষ টাকার উপর, আমার সঞ্চিত আছে। তার আমি একটী কপর্দ্দকও কাউকে দেই নাই। আমার প্রধান প্রিয়তম শিষ্য পরেশের বিপদ কালেও তাকে একটী পয়সা দেই নাই। মহেশের শিশু ছেলে ভিক্ষা করে পথে পথে বেড়াচ্ছে, একটী পয়সাও তাকে দয়া করে দেই নাই। তোমায় দেব বলে রেখেছি। তোমার সমস্ত দেনা আমি শোধ করে দেব, কিন্তু জমিদারী দশ বছরের জন্য আমায় ইজারা দিতে হবে। তুমি পাবে মাসিক এক শ টাকা মাত্র।

রমা। এক শ টাকায় আমার খরচ চলবে?

খ্যাপা। চলতে হবে,—ব্রাহ্মণ তুমি ব্রাহ্মণের মতে চলতে হবে তোমায়! আমি তোমায় ব্রাহ্মণ করবো। তোমার জমিদারীতে আমি আমার স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করবো। (রাধার পুনঃ প্রবেশ)

ও কি! ফিরে এলি কেন রাধা?

রাধা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছি, জমিদারী কিন্‌ছ।

খ্যাপা। হ্যাঁ, জমিদারীর আমার দরকার হয়েছে। এমনি সমস্ত জমিদারীগুলি যদি আমরা হস্তগত কর্ত্তে পার্ত্তাম, তবে আমাদের স্বরাজ আসতো। এখনও এদেশের জমিদার-শক্তি প্রজা-শক্তির পরিচালক। যা'ক যাও, চল বড় বাবু!

রমা। কি মতলব তোমার কি জানি?

খ্যাপা। কিছু নয়,—আমার চেয়ে বন্ধু তোমার এখন আর কেউ নাই। বিশ্বাস করো।

রমা। তুমি সত্যবাদী সন্দেহ নাই। আর এ ভিন্ন আমার গতিই বা কি? চল। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

মহেশের ভগ্ন বাড়ীর সম্মুখে অন্ধকার সন্ধ্যায় একাকী গণেশ।

গণেশ। এ কি? এ আমি কোথায় এলাম? এ যে শ্মশান! দাদা! দাদা! কোথায় দাদা? বউ ঠাকরুণ! বউ ঠাকরুণ! না না, কেউ নেই! হরিদাস! হরিদাস! ও হো! হো। এ বাস্তু যে শ্মশান! এই ত আমার সেই বাস্তু,—জন্ম মাটী! সেই শৈশবের লীলাভূমি, বাল্যের প্রমোদ-ভবন, এইত সেই স্থান! যেখানে দাদার হাত ধরে, দাদার পিছে পিছে ঘুরে কত আবদার করেছি! কত খেলা করেছি! এইত সেই রান্না ঘর, যে খানে আমার বউদিদি—অন্নপূর্ণা-রূপিণী বউদিদি রান্না কর্ত্তেন, কত গল্প শুনেছি, কত বিরক্ত করেছি তাঁকে। এক দিনের জন্য একটী রুক্ষ কথা তাঁর কাছে শুনি নি! তারা কেউ নাই! আঁধারে ভাঙ্গা ঘরগুলি আমায় ব্যঙ্গ কচ্ছে! কেউ নাই! প্রতিধ্বনি উত্তর দিল,—নাই! আমিই ত এর মূলীভূত! সারা জীবনের শিক্ষা, শক্তি, উপার্জ্জন কি একটা ছায়া, বাজির মোহে, অসীম অফুরন্ত বিলাসের সেবায় ক্ষয়িয়ে দিয়ে, রিক্তহৃদয়ে এসেছিলাম জুড়ুতে, জন্ম মাটীর বুকে, দাদার স্নেহে, বউ ঠাকরুণীর আদরে! সব চূর্ণ হয়ে গেছে! দাদা থাকলে আমায় ক্ষমা কর্ত্তেন, বউ দিদি এসে হাত ধরে ডেকে নিতেন! কিন্তু বিশ্বের বিচার যায় হাতে, তিনিত ক্ষমা কর্ত্তে পারেন না! এখন! এখন মরণ! তুমি আর কত দূর!

(নুড়ো হাতে পরাণের প্রবেশ)

পরাণ। তুমি কে? এ শ্মশানের বুকে কে তুমি নেচে বেড়াচ্ছ? ভূত? না দানা! হরিদাসের কচি মড়া চিবিয়ে খেতে এসেছ? তবে যাও, এ শ্মশান ছেড়ে ঐ শ্মশানে যাও। চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি! এখনও হরিদাসের মড়া চিতায় ছাই হয় নাই। এখনও তার মা বাপ ছেলের চিতায় ঝাঁপিয়ে মরে নাই। চল আমি, দেখিয়ে দিচ্ছি!

গণেশ। কে? পরাণ ভাই! এ কি? আমায় বুঝিয়ে দে ভাই, এ কি!

পরাণ। কে? মেঝ বাবু! তুমি এখানে কেন? দেখতে এসেছ?—মহেশ চক্রবর্ত্তী নির্ব্বংশ হয়েছে, তাই দেখতে এসেছ! বাপের ভিটায় ঘুঘু চরছে, তাই দেখতে এসেছ? দেখ, দেখে চক্ষু জুড়াও।

গণেশ। পরাণ! এরা সব মরেছে? এমনি অব্যর্থ শব্দভেদী বাণ মেরেছি আমি, এক মাসে সব সাবাড়! আন এক খানা খাঁড়া আন, আমায় দ্বিখণ্ড কর! জগৎ হতে গোবিন্দ কবিরাজের নাম লুপ্ত হয়ে যাক।

পরাণ। একি মেঝ বাবু! এত আক্ষেপ কেন? যা চেয়েছ, তাইত পেয়েছ! এখন যাও, রমাকান্ত মুখুয্যের বাড়ী,—এ বাড়ী সে কিনে নিয়েছে। তার কাছে একটা বন্দোবস্ত করে নিয়ে এসো? তার পর এখানে বাগান বাড়ী সাজাও, ভাইএরা আর সরিক হ'তে আস্‌বে না।

গণেশ। পরাণ! বিষ মাখা ছুরি আন, আমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়ে দে। আস্তে আস্তে বিঁধাবি, যেন তাড়াতাড়ি মরি না। অঙ্গের ক্ষত আস্তে আস্তে মাংস ছেড়ে মজ্জা পর্য্যন্ত খসিয়ে দেবে, তার পর যেন মরি! শূল, বিস্ফোটক, কুষ্ঠব্যাধি, এ সব কার জন্য সৃষ্টি করেছেন বিধাতা!

পরাণ। একি মেঝ বাবু, তুমি এত উল্টে গিয়েছ? কেন? এ অসময়ে এত উল্টা ভাব কেন? রাত ভোর হয়ে গেছে, এখন বাতি জ্বেলে এনেছ কেন?

গণেশ। তোর হাতে নুড়ো, তুই কি আমার দাদা বউদিদির শ্মশানে যাচ্ছিস?

পরাণ। না, বামনের শ্মশানে আমি যাব কেন? আমি রমাকান্ত মুখুয্যের বাড়ী যাচ্ছি। এ নুড়ো তার ঘরে লাগাব, পারি যদি, তার বংশ নাশ করব। জেল থেকে এসে এখনও ঘরে যাই নাই, আগে আমার এই কাজ।

গণেশ। সে কি পরাণ! একি সঙ্কল্প!

পরাণ। শিহরে উঠছ কেন? পরের ঘর জ্বালালে অধর্ম্ম হবে? সে ভয় রাখি না। ধর্ম্মের খাতির রাখি না। ধর্ম্মাধর্ম্ম মিথ্যা! অধর্ম্ম করবো. অধর্ম্মেই জয়। চুরি করবো, ডাকাতি করবো, ঘর জ্বালাবো, ব্রহ্ম হত্যা করবো,—গো হত্যা, স্ত্রী হত্যা করবো, তাতেই বড় মানুষ হবো।

গণেশ। কবে মরেছে আমার দাদা বউ দিদি বলতে পারিস! তারা কেমন করে মলো? মরবার সময়ে আমার নাম কি করেছিল?

পরাণ। তারা মরে নাই। মরেছে হরিদাস, সাপে কেটে মেরেছে। তারা ছেলের মড়া নিয়ে শ্মশানে গেছে। বুঝি তারাও চিতায় পুড়ে মরবে। এসো, আমি এগিয়ে দিয়ে আসছি। ও দিকে এক চিতায় জ্বলবে মা বাপ আর ছেলের মড়া, আর এদিকে পরাণের হাতে জ্বলবে রমাকান্তের ঘর বাড়ী।—দাউ, দাউ, দাউ। এসো, এসো, ভাইয়ের চিতায় একখানা কাঠ দেবে এসো।

গণেশ। চলো, সে চিতার পাশে আমারও কি স্থান হবে না?

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

মৃত পুত্র কোলে লইয়া
দয়া ও মহেশ শ্মশানে প্রবেশ করিলেন।

মহেশ। আজ আর এক অভিনয়! রাজা হরিশ্চন্দ্রের অভিনয়! জীবন-রঙ্গ-মঞ্চের এইটাই বুঝি যবনিকা!

দয়া। শ্মশানে এসে রাণী শৈব্যার রুহিদাস বেঁচে উঠেছিল না? আমারও হরিদাস বাঁচবে না? বাবা হরিদাস! কথা কও, আমি কতক্ষণ

তোমার মা ডাক শুনি না। ও, যাদুরে আমার তোমার! পাঠশালা হতে আসতে দেরী হলে আমি ঘরে মন রাখতে পারি নাই, তুমি ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলে আমার ঘর শূন্য বলে বোধ হয়েছে,—রাত্রিতে ঘুম ঘোরে তুমি যদি কখনও বুক থেকে সরে যেতে, আমি কেঁদে জেগে উঠেছি। আমার মাথাখোঁড়া বুক-ভরা ধন! আমি দেব না—দেব না। কৃতান্ত, তুমি যতই দুরন্ত হও না কেন আমার বুক ছিঁড়ে আমার বাছাকে নিতে পারবে না। ওগো তুমি যাও, ঐ যে শ্মশানে একখানা মালসা আছে না, ওতে দুটী ভাত রাঁধ! আমার বাবা ঘুমিয়েছে, জেগে উঠে ক্ষিধে পেয়ে কেঁদে উঠবে। মরে নি হরিদাস! এমন ছেলে কখনও মরে? আমার যে আর নেই—মরবে কেন? আমি যে হরিদাসের বিয়ে দিয়ে বউ আনব।—মরবে কেন?

মহেশ। তা বুঝেছি, এখন তুইও পাগল হলি। বেশ, বেঁচে গেলি!

(দয়া ছেলে কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন,
তার পর মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।)

এ কি? একবারে মরেই গেলে বড় বউ? বড় অন্যায়! তুমিও গেলে! এ বড় অন্যায়! আমার একার উপর দিয়ে গেলে সকল ভার, বড় অন্যায়! এই ত একলা আমায় দুটো শব পোড়াতে হবে, কোথায় তার কাঠ? আনতে হবে আমায় যেরূপে হোক! ছেলে বউএর শব শেয়াল কুকুরে খাবে, তা ত আর হয় না! মাথাটা বড় ঘুচ্ছে, ক্ষিদেও পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে নি, ব্যস্ত কি? সাবাস বটে ওস্তাদি তার,—যার এই দুনিয়াটা

(মহেশ বসিয়া পড়িয়া আস্তে আস্তে অচেতন হইলেন)

(একজন বেদে রমণীর সাথে বিশ্বনাথের প্রবেশ)

বিশ্বনাথ। এ কি! এরা যে সবই শব! এত বড় ভীষণ পরিণাম! বিশ্বধ্বংসী ভূমিকম্পেও এমন পারে না! প্রলয়ের মহাঝটিকাও এমন

সম্ভবে না! এ দেখে যে সূর্য্য মুখ ঢাকছে! ওঃ!

বেদেনী। হারে! কোন মানুষটা সাপে কাটিল? এই তিনটে?

বিশ্বনাথ। বোধ হয়। যাও বেদেনী, পারবে না তুমি,—এ শিবেরও অসাধ্য।

বেদেনী। হারে দেখি! হারে ল্যাড়কা! ল্যাড়কা! মরবি কেনে? সজাগ ব্যাটা, সজাগ!

ঝুলি মধ্য হইতে ফুল পাতার একটা তোড়া লইয়া হরিদাসের গায়ে ঝাড়িতে লাগিল ও গান করিতে লাগিল।

মা মা বুলিয়ে হামার পরাণ কাঁদালি।
পরাণ কাঁদালি, হামার পরাণ কাঁদালি॥
হারে বাছা সোনিয়া, বোলত মা মা।
মাট্টি ছোড়কে খাট্টি করকে,
হামি কোলে লিব তুলি,—হামি কোলে লিব তুলি॥
আউর কিয়া জ্বালা, টুট গিয়া সব গলা।
সুখ দেনেক দুখ্‌খু আগ, হাগত দিয়া জ্বালি॥
(হরিদাস বাঁচিল, বেদিনী কোলে তুলে লইল)

হরিদাস। মা! মা!

বেদিনী। হারে! হামি কি তোহার মা? তোহার মা যে কাঁদিয়া মরিয়া গৈল।

হরিদাস। তুমি কে মা!

বেদিনী। যা ব্যাটা, নামিয়ে যা, তোহারা খাট্টি মাকো ডাক! (হরিদাসকে দয়ার কোলে দিল।)

হরিদাস। মা! মা! ও মা?

দয়া। এঁ্যা? আমার হরিদাস!

বিশ্বনাথ এতক্ষণ হত জ্ঞান স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বেদেনী আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল। সহসা সংজ্ঞা লাভ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

বিশ্ব। যেও না, যেও না মা বেদের মেয়ে! তুমি বেদের মেয়ে নও,—বেদাতীত মেয়ে! একটু দাঁড়াও মা! দেখি!

বেদেনী। যা ব্যাটা! সেই দশ-হাতা বাঘে-চড়া বেটীর পূজা করগে যা। (প্রস্থান)

বিশ্ব। (চিৎকার করিয়া) মহেশ! মহেশ! দেখ! দেখ!

বিশ্বনাথের চিৎকারে মহেশের চৈতন্য আসিল।

মহেশ। এঁ্যা। বিশুদাদা! এসেছ? আমি তোমায় ডাক্‌ব ভাবছিলাম! একা পারব কেন?

হরিদাস। বাবা!

মহেশ। (দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

দয়া। (উঠিয়া দাড়াইতে পড়িয়া গেলেন।)

(পরেশের প্রবেশ)

পরেশ। দাদা! দাদা, আমি এসেছি! এই যে আমার হরিদাস বেঁচে আছে।

(হরিদাসকে কোলে লইল)

বিশ্বনাথ। একটা স্বপ্নের ব্যাপার! মহেশ, স্বপ্নে হারিয়েছিলে, আবার স্বপ্নে ফিরে পেলে!

মহেশ। কে বাঁচালে হরিদাসকে? কোন্ ওঝা?

বিশ্ব। একটী বেদের মেয়ে। রাস্তা দিয়ে চল্‌ছিল, আমি ডেকে আনলাম।

মহেশ। কোথা গেল সে?

বিশ্ব। পালিয়েছে বেটী, রাখতে পাল্লাম্ না। তোমায় ডাক্‌তেই পালিয়ে গেল।

মহেশ। তা যা'ক ? তুমি ত দেখেছ ? ওঃ ! এতক্ষণ ছিলাম অজ্ঞান হয়ে ! সূর্য্য ডুবেছে, চাঁদ উঠেছে ! দয়া ! তুই দেখেছিস সে বেদের মেয়েটাকে ?

দয়া। আমি দেখেছি, স্বপ্নের মত।

মহেশ। বেশ ! আমার দেখে কাজ নেই।

বিশ্ব ! এখন চল গৃহে ! তোমার যা গিয়েছিল, সব পেলে।

মহেশ। না, সব পাইনি। গণেশকে ফিরিয়ে পাই নি ! সে যে আমার সকলের বড় !

(পরাণ ও গণেশের প্রবেশ)

গণেশ। দাদা ! দাদা ! বউদিদি !

(উভয়ের চরণ প্রান্তে বসিয়া পড়িল)

মহেশ। সত্যি, সব পেলাম !

গণেশ। দাদা ! আমায় ক্ষমা কর্ত্তে হবে ! বউদিদি ! আমি সেই পাষণ্ড !—

মহেশ। চুপ কর গণেশ ! এ সময়ে ওসব কথা নয়। পরাণ ! তুই এলি কোথেকে ! তুই না থাক্‌লে আমার সুখ ষোল আনা হয় না, তাও কি সে বেটী জান্‌তে পেরেছে ?

পরাণ। আমি মনে করেছিলাম, আর হরিনাম করবো না। সংসারে ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নয়। এখন জান্‌লাম সেটা ভুল। চল হরিদাস, আজ তোমাদের বাড়ীতেই প্রসাদ পেতে হবে।

(হরিদাসকে কোলে লইয়া পরাণ আগে আগে চলিল)

গণেশ। দাদা ! আমি মানস করে এসেছি, যদি তোমাদের সঙ্গে

দেখা হয়, তবে এই শরতেই দুর্গাপূজা কর্‌বো।

বিশ্বনাথ। তাই ত মায়ের আদেশ? পরশু বোধন আরম্ভ! চল! আমায় কিন্তু পুরোত কর্ত্তে হ'বে। আমি চণ্ডালের ঘরে পুরোতগিরি করেছি তা বলে আমায় ত্যাগ করিস্‌ না।

(পরেশের উপর ভর দিয়া দয়া, ও গণেশের কাঁধে হাত দিয়া মহেশ চলিলেন)

বিশ্বনাথ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

(প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

মহেশের মণ্ডপে দশভূজা মূর্ত্তি। বিশ্বনাথ চণ্ডী পাঠ করিতেছেন।
মহেশ ও রমাকান্ত মুখুয্যে করজোড়ে দাঁড়াইয়া—
প্রতিমাপানে চাহিয়া। গণেশ পরেশ পেছনে, মেয়েরা
ফুলপত্র অঞ্জলি লইযা দাঁড়াইয়া,—খ্যাপা আসিয়া
গান ধরিলেন।

খ্যাপা। (গীত) মায়ের রূপে জগৎ আলো,
উছলে উঠ্‌ছে ভুবন ছেয়ে।
কত রবি কত শশী লুটায় আমার মায়ের পায়ে॥
নবদুর্ব্বাদলে দেখরে মায়ের রূপের ছায়া।
নীলাকাশে দেখরে আমার মায়ের বিরাট কায়া।
চমকি চপলা খেলে মায়ের অঙ্গের বিম্ব নিয়ে॥
জলদে বরিষে বারি শীতল পীযূষ ধারা,

ঐ ত আমার শীতলা মার চরণামৃত ধারা।
বিশ্বের পিয়াস শান্তি হয় যে সে অমৃত পিয়ে।
কাল মেঘে রুদ্রবজ্র ঝঞ্ঝা গরজি ওঠে।
ঐ ত আমার রুদ্রাণী মার রুদ্র লীলা ফোটে।
তাতে আমার ভয় কিরে ভাই, ছেলে মারে কোথা মায়ে।
পাগল জানে মা যে আমার কঠোরে কোমলা,
ইন্দ্র চন্দ্র বুদ্ধি হারা বুঝ্‌তে মায়ের লীলা।
বোঝাবুঝি কাজ কি আমার মা ডাকি আনন্দ পেয়ে॥

দয়া। কই ঠাকুর পো, মেঝবউ এলো কই? আমি এত বল্লাম তোমাকে [illegible] গিয়ে তাকে আনতে! মেঝবউ না এলে, আমি মায়ের পায়ে অঞ্জ[illegible]না।

গণেশ। [illegible] তার অদৃষ্ট!

(পরিমলের প্রবেশ)

পরিমল। দিদি! দিদি! আমি এসেছি। আমি মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে পাব না?

দয়া। এসো বোনটী! আহা করিস কি? ও দিকে যে তোর ভাসুর!

পরিমল। (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

দয়া। (বাতাস করিতে লাগিলেন)

বিশ্বনাথ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তি-রূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

যবনিকা।